বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৪-২০১৫

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.emrd.gov.bd

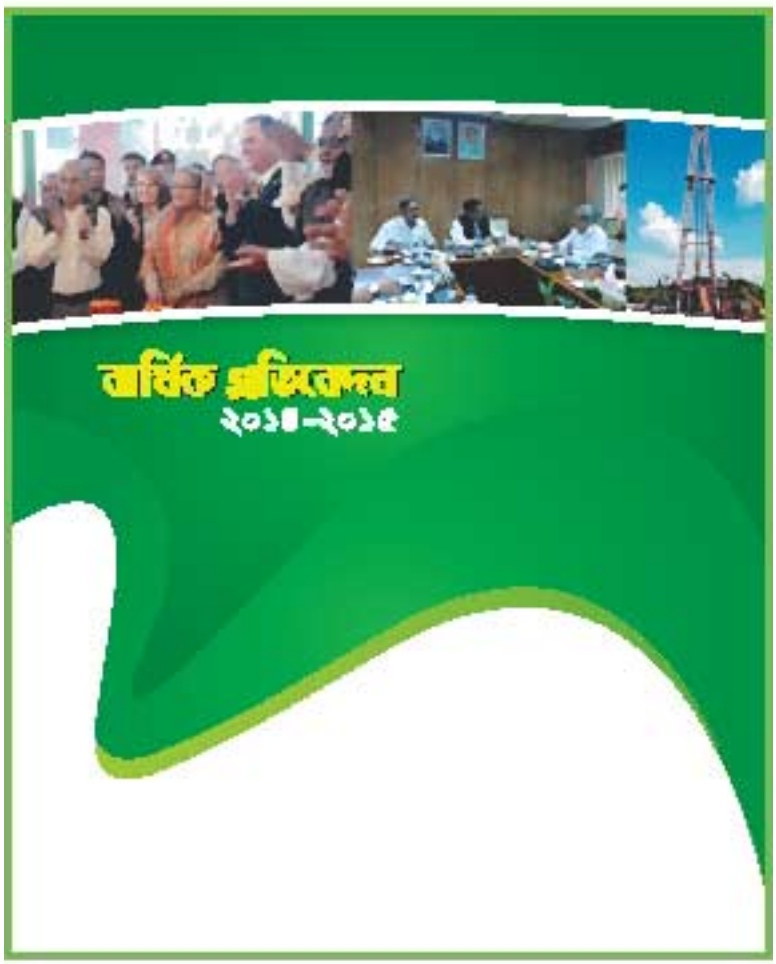

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.emrd.gov.bd

সূচীপত্র

বিষয়	বিষয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের গঠন ও কার্যবন্টন	১-২
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা, অধিদপ্তর ও কোম্পানিসমূহ	৩
বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম	৪-৬৯
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ এবং কার্যক্রম	৭০-৭৬
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর কার্যক্রম	৭৭-৮৯
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)-এর কার্যক্রম	৮৯-৯০
হাইড্রোকার্বন ইউনিট-এর কার্যক্রম	৯০-৯১
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি)-এর কার্যক্রম	৯১-৯৩
খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)-এর কার্যক্রম	৯৩-৯৪
বিস্ফোরক পরিদপ্তর-এর কার্যক্রম	৯৪-৯৮

নসরুল হামিদ এমপি

প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বিগত বছরগুলোতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে ৬% এর বেশী থাকায় দেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরের জন্য অর্থনীতির সকল সূচক দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের এ অগ্রগতিতে জ্বালানি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়' হিসেবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানী নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের গৃহীত সময়োপযোগী জ্বালানি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে অর্থনীতির সকল খাতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জ্বালানি সংকট নিরসনে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক গ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি, যা দেশের বাণিজ্যিক জ্বালানির ৭৫% পূরণ করে। প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের দৈনিক উৎপাদন ছিল প্রায় ১৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট, যা বর্তমানে দৈনিক ২৭০০ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে আরো প্রায় ১২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাপেক্স ১০৮ টি কূপ খনন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া, জ্বালানি ঘাটতি লাঘবে ২০১৮ সালের মধ্যে ৫০০ এমএমসিএফডি সক্ষমতার এলএনজি আমদানির জন্য Floating Storage Regasification Unit (FSRU) স্থাপনের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আরো কয়েকটি Land Based LNG টার্মিনাল নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য ৩ মিলিয়ন টন ক্ষমতার Eastern Refinery Limited এর ২য় ইউনিট স্থাপন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আরো রিফাইনারী স্থাপনসহ Single Point Mooring প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এর ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। জ্বালানি সেক্টরের প্রত্যেকটি সংস্থাকে আধুনিক ও কর্পোরেট ধরনের সংস্থায় রূপান্তরের জন্য Enterprise Resource Planning প্রবর্তনসহ ব্যাপক ভিত্তিতে ডিজিটাল সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সরকারের কাঙ্ক্ষিত ভিশন ২০২১ অর্জন ত্বরান্বিত সম্ভব হবে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নসরুল হামিদ

নাজিমউদ্দিন চৌধুরী
সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মনে করি, প্রতিবেদনে এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রম ও সাফল্যের প্রতিফলন ঘটবে এবং দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকের চাহিদা পূরণে সহায়ক হবে।

জ্বালানি একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম অনুষঙ্গ। দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে বিগত সাত বছরে দেশের প্রধানতম জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে সাথে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের জাতীয় কোম্পানি বাপেক্সের সক্ষমতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া, সম্প্রতি বিদেশি তেল কোম্পানি সান্তোস ও বাপেক্স যৌথভাবে অফশোরে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যা বাপেক্স এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। অধিকন্তু, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের পাশাপাশি বিদেশ থেকে জ্বালানি তেল আমদানিপূর্বক মজুদ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প কারখানায় জ্বালানি সরবরাহের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে বিদেশ থেকে এলএনজি, এলপিজি ও জ্বালানি তেল আমদানি, গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাপেক্স কর্তৃক ১০৮টি কূপ খনন, এলএনজি আমদানির জন্য Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) নির্মাণ, ইস্টার্ন রিফাইনারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। আবাসিক ও যানবাহনে এলপিজির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলপিজি কৌশলপত্র প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের টেকসই উন্নয়ন সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(নাজিমউদ্দিন চৌধুরী)

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কার্যবণ্টন

দেশে জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে খনিজ সম্পদের সুশৃঙ্খল উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অধিকতর দক্ষতার সাথে এ সংশ্লিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির নিমিত্ত সরকার ১৯৯৮ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ নামে পুনর্গঠন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) সংশোধনক্রমে নিম্নরূপভাবে নবগঠিত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কার্যবণ্টন করেনঃ

১. পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত সকল বিষয় ও নীতি;

২. পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ছাড়া অন্যান্য সকল খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত নীতি;

৩. পেট্রোলিয়াম, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ সংক্রান্ত সাধারণ নীতি (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণমূলক);

৪. ১৯৭৪ সালের পেট্রোলিয়াম অর্ডিন্যান্স (১৯৭৪ এর ১৬ নং আইন) এবং বাংলাদেশ অয়েল, গ্যাস এন্ড মিনারেল অর্ডিন্যান্সে (১৯৮৬ সালের ১১ নং আইন) বর্ণিত বিষয়াদি-যেখানে সরকারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে;

৫. বাংলাদেশ মিনারেল এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অর্ডার ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের আদেশ নং-১২০) [বর্তমানে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশনে (পেট্রোবাংলা) একীভূত] এ উল্লিখিত বিষয়াদি-যেখানে সরকারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে;

৬. ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংক্রান্ত প্রশাসন, পরিকল্পনা, কর্মসূচিপ্রণয়ন ও নীতি;

৭. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল বিষয়;

বাপেক্স এর নবনির্মিত বাপেক্স ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষন দিচ্ছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৮. নিম্নবর্ণিতপ্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে অন্য যে কোন বিষয়ঃ

ক. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

খ. বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

গ. বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

ঘ. বিস্ফোরক পরিদপ্তর

ঙ. বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)

চ. খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

৯. এ বিভাগে ন্যস্ত বিষয়সমূহ সংশ্লিষ্ট সকল আইন;

১০. এ বিভাগ ও অধীনস্থ সকল সংযুক্ত দপ্তর/কর্পোরেশন/অফিসের বাজেট এবং সকলপ্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ;

১১. এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল পরিসংখ্যান ও অনুসন্ধান;

১২. আদালতের আদায়যোগ্য অর্থ ব্যতীত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের ফি;

১৩. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং চুক্তি সংক্রান্ত সকল বিষয় ।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/অধিদপ্তর/কোম্পানির পরিচিতি ও কার্যাবলী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা, অধিদপ্তর ও কোম্পানিসমূহ

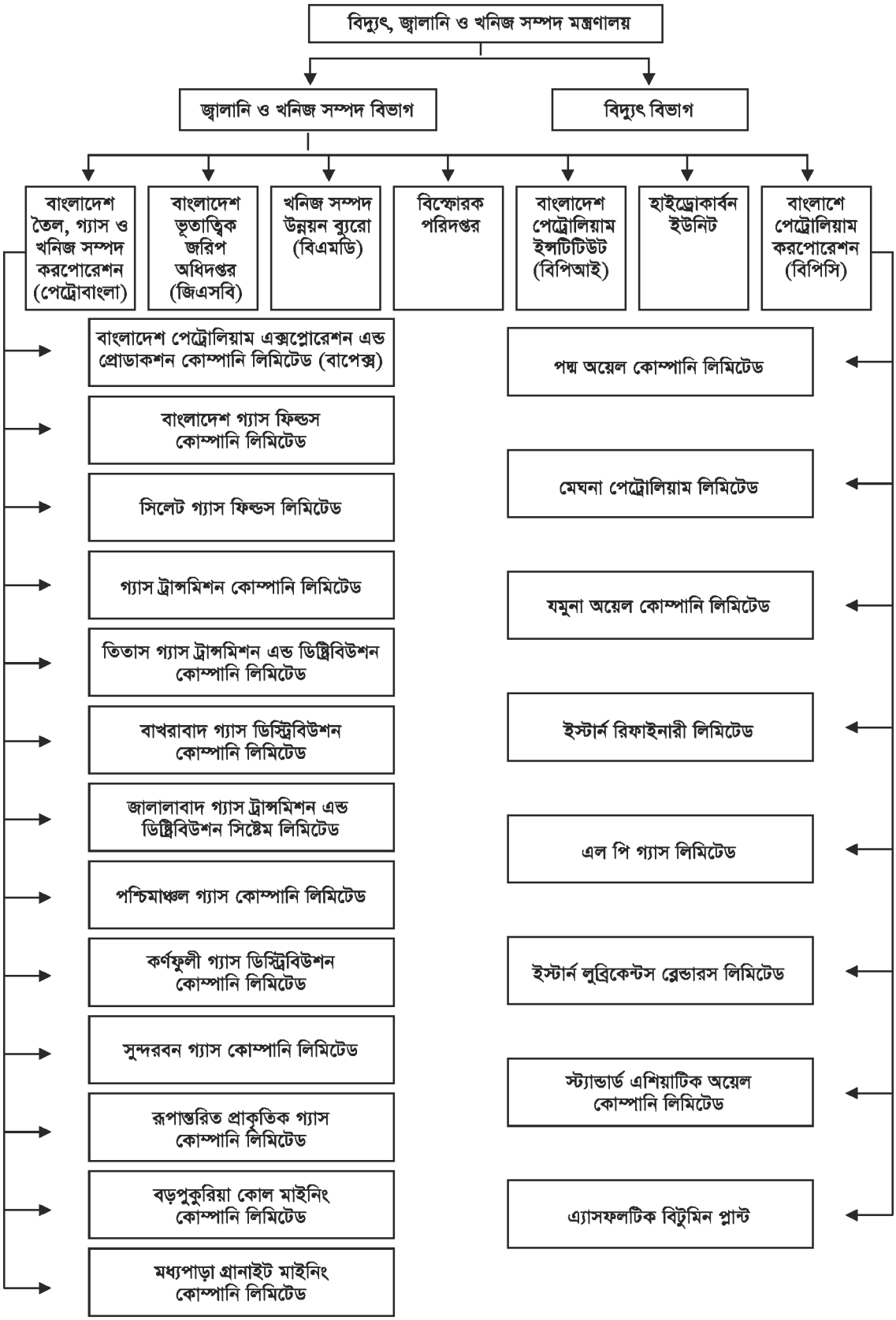

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০১০-২০১৪ মেয়াদে কার্যাবলীঃ

আইন ও বিধিপ্রণয়নঃ

গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়নঃ

২০০৯-২০১৩ সময়ে গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্যাস আইন, ২০১০ প্রণয়নের ফলে গ্যাস চুরি, মিটার বাইপাস, অবৈধ সংযোগ গ্রহণ সংক্রান্ত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে।

খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ প্রণয়নঃ

খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯৮ এর ৪ ধারার ক্ষমতাবলে "খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২" প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে খনি ও কোয়ারী ইজারা এবং অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়নঃ

গ্যাস সেক্টরের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিল গঠনের মূল লক্ষ্য হলো গ্যাস সেক্টরে বিদেশী বিনিয়োগ কমিয়ে নিজস্ব তহবিল দ্বারা পর্যায়ক্রমে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। ০১ আগস্ট, ২০০৯ তারিখ হতে এ তহবিলে অর্থ আহরণ শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেটে এ তহবিলের অনুকূলে ৭৮.০০ কোটি টাকা, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৪৮.২১ কোটি টাকা এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬৬৩.৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ তহবিলের অর্থ বিশেষ করে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন এবং সঞ্চালন/বিতরণের জন্য সংযোগ পাইপলাইন নির্মাণে ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নপ্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে। এ প্রেক্ষিতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল পরিচালনার লক্ষ্যে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১২' প্রণয়ন করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের উদ্যোগে Bangladesh Infrastucture Finance Fund (BIFF) নামে একটি তহবিল গঠিত হয়েছে। গ্যাস সেক্টরের উন্নয়ন কাজে প্রয়োজনে এই তহবিল ব্যবহার করারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৪ প্রণয়নঃ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ও চা-বাগান গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, গৃহস্থালী গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী, ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালনঃ

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে জাতীয় জ্বালানির নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ছিল অন্যতম। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নির্দেশনামতে ১৯৭৫ সালের ০৯ আগস্ট তৎকালীন বিদেশী তেল কোম্পানি 'শেল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড' এর মালিকানাধীন দেশের ৫টি বৃহৎ গ্যাস ফিল্ড যথাঃ- তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ বাংলাদেশ সরকার মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং বা ১৭.৮৬ কোটি টাকায় ক্রয় করে। এ নাম মাত্র মূল্যে ক্রয়কৃত গ্যাসক্ষেত্রে মজুদ গ্যাসের বর্তমান মূল্য প্রায় ১,৬৫,০০০ কোটি টাকা। বিষয়টি মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যবৃন্দকে অবহিতকরণের জন্য ০৯/০৮/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হলে প্রতিবছর ০৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিবছর 'খ' শ্রেণিভূক্ত দিবস' এর মর্যাদায় "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস" মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এবং এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

পেট্রোবাংলার পরিচিতিঃ

২৬ মার্চ, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ খনিজ, তেল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিএমওজিসি) গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২০ এর মাধ্যমে দেশের খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে "বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কর্পোরেশন" (বিএমইডিসি) নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করা হয়। বাংলাদেশ খনিজ, তৈল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিএমওজিসি)-কে বাংলাদেশ তৈল ও গ্যাস কর্পোরেশন (বিওজিসি) নামে পুনর্গঠণ করা হয় এবং ১৯৭৪ সালের ২২ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫ এর মাধ্যমে বিওজিসি'কে 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ নং অধ্যাদেশ-এর মাধ্যমে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১-কে বাতিল করে অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (ওজিডিসি) বিলুপ্ত করা হয় এবং উহার সম্পদ ও দায় পেট্রোবাংলা'র উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালের ১৩ নভেম্বর জারিকৃত অধ্যাদেশ নং ৮৮ এর মাধ্যমে নবগঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি আমদানি, পরিশোধন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১৯৮৫ সালে ১১ এপ্রিল জারিকৃত ২১ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিওজিসি ও বিএমইডিসিকে একীভূত করে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (বিওজিএমসি) গঠন করা হয়। অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশের আংশিক সংশোধনক্রমে ১৯৮৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জারিকৃত ১১ নং আইন এর মাধ্যমে এই কর্পোরেশনকে "পেট্রোবাংলা" নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় এবং তেল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কোম্পানিসমূহের শেয়ার ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) দেশের অন্যতম জ্বালানি উৎসপ্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসহ দেশের খনিজ সম্পদ উন্নয়নের দায়িত্ব নিরলসভাবে ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে। পেট্রোবাংলা এর অধীন ১৩টি কোম্পানির মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উৎপাদন, পরিচালন ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সব কার্যক্রমের মধ্যে গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট/এনজিএল থেকে পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন, এলপিজি উৎপাদন ও সরবরাহ এবং বিকল্প জ্বালানির উৎস হিসেবে দেশে কয়লা আহরণ এবং নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে গ্রানাইট আহরণের কার্যক্রমে পেট্রোবাংলা নিয়োজিত। পেট্রোবাংলা-এর আওতাধীন ১৩টি কোম্পানির মধ্যে ১টি অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি, ২টি উৎপাদন কোম্পানি, ১টি সঞ্চালন কোম্পানি, ৬টি বিতরণ কোম্পানি, ১টি রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি এবং ১টি কয়লা ও ১টি গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ১৩টি কোম্পানির মধ্যে ১২টি কোম্পানির ১০০% শেয়ার সরকারের পক্ষে পেট্রোবাংলা ধারণ করে। কেবলমাত্র গ্যাস বিপণন কার্যক্রমে নিয়োজিত তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেড-এর ৭৫% শেয়ার পেট্রোবাংলা ধারণ করে।

পেট্রোবাংলার দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

- তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- সরকারের নীতি অনুযায়ী তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- সরকারের অনুমোদনক্রমে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনের জন্য উৎপাদন বণ্টন চুক্তির (পিএসসি) অধীনে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পিএসসি কার্যাদির তদারকি, মনিটর ও সমন্বয়;
- আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কাজের সমন্বয়, পরিকল্পনা ও তদারকি;
- দেশে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনসেট, জ্বালানি তেল এবং খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও বিপণন ব্যবস্থার সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়;
- এ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে খনি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা;
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্বাবলী সম্পাদন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

কোম্পানির পরিচিতিঃ

বাপেক্স গঠন (অনুসন্ধান কোম্পানি হিসেবে)	:	১ জুলাই ১৯৮৯
বাপেক্স পুনঃগঠন (অনুসন্ধান ও উৎপাদন কোম্পানি)	:	২৩ এপ্রিল, ২০০২
রেজিস্টার্ড অফিস	:	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার, বাএ, ঢাকা-১২১৫ ফোন: +৮৮০২-৮১৮৯১৪৭, ফ্যাক্স: +৮৮০২-৮১৮৯১৪৬ ইমেইল: secretary@bapex.com.bd ওয়েব সাইট: www.bapex.com.bd

স্থায়ী জনবল	:	মোট ৭৭৪ জন (কর্মকর্তা ৩৬৮ জন এবং কর্মচারী ৪০৩ জন)
মোট অনুসন্ধান কূপ	:	৭ টি (মোবারকপুর চলমান)
আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র	:	৫ টি
উৎপাদনক্ষম গ্যাসক্ষেত্র	:	৮ টি
মোট গ্যাস মজুদ	:	১.৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট
দৈনিক গ্যাস উৎপাদন	:	১৩০ মিলিয়ন ঘনফুট
মোট ভূতাত্ত্বিক জরীপ	:	২৪৩৫ লাইন-কিলোমিটার
মোট দ্বিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	৭৩১৫ লাইন-কিলোমিটার
মোট ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরীপ	:	২৩৮০ বর্গ কিলোমিটার
খনন রিগের সংখ্যা	:	৪ টি
ওয়ার্ক-ওভার রিগের সংখ্যা	:	২ টি
মাড ল্যাবরেটরি	:	৩ টি
মাডলগিং ইউনিট	:	৩ টি
সিমেন্টিং ইউনিট	:	২ টি

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

ভূতাত্ত্বিক জরীপ ও মুল্যায়ন, ভূ-কম্পন জরীপ (দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক উপাত্ত সংগ্রহ,প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ), কূপ খনন ও ওয়ার্ক-ওভার, রিগ ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, স্থানান্তর, সংযোজন ও বিয়োজন, মাডলগিং ও মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, ওয়েল সিমেন্টিং, কূপ পরীক্ষণ, তৈল-গ্যাস ও শিলানমুনা বিশ্লেষণ, ভূতাত্ত্বিক/ভূ-পদার্থিক/খনন/তেল-গ্যাস উপাত্ত সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, তৈল-গ্যাস মজুদ নির্ণয়, খনন ও খনন সংক্রান্ত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, গ্যাস উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ; এ ছাড়াও দেশী-বিদেশী তেল-গ্যাস উৎপাদন কোম্পানিকে ভূতাত্ত্বিক সেবা, ল্যাবরেটরি সার্ভিস, ভূ-কম্পন জরীপ, কূপ খনন স্থান চিহ্নিতকরণ, খনন ও ওয়ার্ক-ওভার এবং এতদসংক্রান্ত বিশেষায়িত সেবা।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)

কোম্পানির পরিচিতিঃ

১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শেল অয়েল কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড করা হয়। শেল অয়েল কোম্পানি (পিএসওসি) ১৯৫৬ সালের ৩০ মে করাচীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬০ সাল হতে ১৯৬৭ সময়কালে বর্তমান বাংলাদেশে ৫টি গ্যাস ফিল্ড যথাঃ রশিদপুর, কৈলাসটিলা, তিতাস, হবিগঞ্জ এবং বাখরাবাদ আবিষ্কার করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী সিদ্ধান্তে পিএসওসি-এর আবিস্কৃত ৫টি গ্যাস ফিল্ড স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে রাস্ট্রীয় মালিকানাভূক্ত করেন। এর মধ্যে প্রধানতম ০৩টি গ্যাস ফিল্ড যথাঃ তিতাস, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদসহ আরও ০৩টি গ্যাস ফিল্ড যথাঃ নরসিংদী, মেঘনা ও কামতা অর্থাৎ সর্বমোট ০৬টি গ্যাস ফিল্ড বর্তমানে বিজিএফসিএল-এর পরিচালনাধীন রয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক অয়েল কোম্পানি সান্তোস পরিচালিত সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের সিলিমপুরস্থ প্লান্ট স্থাপনা সম্প্রতি বিজিএফসিএল এর অধিনে ন্যাস্ত করা হয়েছে। বিজিএফসিএল কোম্পানি এ্যাক্ট ১৯৯৪ (সংশোধিত) এর আওতায় নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অতি মূল্যবান খনিজ সম্পদ। দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ প্রাকৃতিক গ্যাস-এর উত্তোলন এবং গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে নিয়োজিত থেকে বিজিএফসিএল রাস্ট্রীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি এর উৎপাদনক্ষম ৫টি ফিল্ডের ৩৮টি কূপ থেকে বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় ৮১৫.৫৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করছে, যা দেশের মোট গ্যাস উৎপাদনেরপ্রায় ৩০%। পাশাপাশি গ্যাসের উপজাত কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাত করে জ্বালানি তেলের চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করছে। এছাড়া কোম্পানি সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট, ডিএসএল, লভ্যাংশ এবং আয়কর বাবদ সরকারি কোষাগারে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব জমাপ্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)

কোম্পানির পরিচিতিঃ

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল আবিস্কার এবং উৎপাদনের পথিকৃৎ এ কোম্পানি স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (বিপিএল) নামে কর্মকান্ড শুরু করে। ১৯৮২ সালের ৮ই মে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেড (এসজিএফএল) নামে কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধনকৃত হয়। ১৯৫৫ সালে হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস আবিস্কার এবং ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ফিল্ড হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দেশে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ১৯৮৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর হরিপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ৭নং কূপে এদেশের সর্বপ্রথম খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া যায় যা বাংলাদেশে তেল অনুসন্ধানের ইতিহাসে এক নুতন অধ্যায়ের সূচনা করে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

বর্তমানে এ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজারে ৪টি উৎপাদনশীল গ্যাস ফিল্ড রয়েছে। উক্ত ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট ১৩টি কূপ হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস টিএন্ডডি সিস্টেম লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এ সরবরাহ করা হয়। গ্যাসের উপজাত হিসেবে কনডেনসেট ও কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্ট হতে ন্যাচারাল গ্যাস লিকুইড (এনজিএল) উৎপাদিত হয়। কোম্পানির উৎপাদিত কনডেনসেট সংশ্লিষ্ট ফিল্ডের বিদ্যমান ফ্রাকশনেশন প্লান্টে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত পেট্রোলিয়াম পণ্য যথা- পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অধীনস্থ তেল বিপণন কোম্পানিসমুহের নিকট বিক্রি করা হয়।

এছাড়া, বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত কনডেনসেট দৈনিক ৩৭৫০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টে বিভাজন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অধীনস্থ তেল বিপণন কোম্পানিসমূহের নিকট বিক্রি করা হয়।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)

কোম্পানির পরিচিতিঃ

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিরাট গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর জন্মলাভ করে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪? ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মানের পর ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে কোম্পানি বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান সাহেব-এর বাসায় প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগপ্রদান করা হয়। একটি প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হবার গৌরব অর্জন করেছে। এপ্রতিষ্ঠানের সর্বসত্মরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রম ও অন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে এ গৌরবময় সাফল্য অর্জন।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এমনকি প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের আগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান এর অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্তমান। কালের যাত্রা পথে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে তিতাস গ্যাস তার কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। জ্বালানির বিকল্প উৎস হিসেবে গ্রাহকের দোরগোড়ায় গ্যাস সরবরাহ করে এর সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও প্রগতির লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তিতাস গ্যাস ৫০ বছরের পথ পেরিয়েছে, এগিয়ে যাবে সামনের দিকে।

কোম্পানি গঠনের শুরু থেকে ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০%-এর মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে সরকারি মালিকানাধীন উল্লেখিত পরিমাণ শেয়ারের মালিকানা স্বত্ব বাংলাদেশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। অবশিষ্ট ১০% শেয়ার ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে শেল অয়েল কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ১.০০ (এক লক্ষ) পাউন্ড-স্টার্লিং পরিশোধের বিনিময়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে সরকারি মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার আওতায় একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা ।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তিতাস অধিভূক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মধ্যেপ্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ উদ্দেশ্যে গ্যাস পরিবহন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাবলী এ কোম্পানির দায়িত্ব। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নরসিংদী, নেত্রকোনা, ও কিশোরগঞ্জ জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)

কোম্পানির পরিচিতিঃ

(ক) **কোম্পানির নামঃ**	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড।
(খ) **কোম্পানিপ্রতিষ্ঠার তারিখঃ**	০৭ জুন, ১৯৮০ খ্রিঃ।
(গ) **রেজিষ্টার্ড অফিসঃ**	প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্স, চাঁপাপুর, কুমিল্লা-৩৫০০।
(ঘ) **নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাঃ**	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
(ঙ) **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ**	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
(চ) **বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহ শুরুঃ**	২০ মে, ১৯৮৪ ইং হতে শুরু করে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ড কর্তৃক উৎপাদিত প্রাকৃতিক গ্যাস জিটিসিএল ও টিজিটিডিসিএল-এর সঞ্চালন পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহকৃত গ্যাস অত্র কোম্পানির নিম্নোক্ত ফ্রাঞ্জাইজ এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক যথা বিদ্যুৎ, সার, কেপটিভ পাওয়ার, শিল্প, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও আবাসিক গ্রাহকের নিকট বিতরণ করা:

(ক) কুমিল্লা জেলা সদর, লাকসাম, মুরাদনগর, দেবীদ্বার, দাউদকান্দি, হোমনা, চান্দিনা, বরুড়া, বুড়িচং এবং চৌদ্দগ্রাম উপজেলা।

(খ) চাঁদপুর জেলা সদর, হাজীগঞ্জ, মতলব, কচুয়া, এবং শাহরাস্তী উপজেলা।

(গ) ফেণী জেলা সদর, দাগণভূঞা, ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, সোনাগাজী এবং ফুলগাজী উপজেলা।

(ঘ) নোয়াখালী জেলা সদর, বসুরহাট, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, সোনাইমুড়ি এবং চাটখিল উপজেলা।

(ঙ) লক্ষীপুর জেলা সদর।

(চ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর, আশুগঞ্জ, কসবা এবং বাঞ্ছারামপুর।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)

কোম্পানির পরিচিতিঃ

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্যাস ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের ১১ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে জারিকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিগুলোকে সমন্বয় ও সুষমকরণপূর্বক (Rationalization) গ্যাস শিল্পের বিকাশ এবং এ শিল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কোম্পানির সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড-কে পুনর্বিন্যাস করে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) গঠন করা হয়। তদনুযায়ী কোম্পানি আইন-১৯৯৪ এর আওতায় ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস-এ নিবন্ধিত করণের মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে "কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড" (কেজিডিসিএল) নামে স্বতন্ত্র একটি কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করে। জুলাই, ২০১০ হতে কেজিডিসিএল এর রাজস্ব আদায় কার্যক্রম শুরু হয় এবং ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম.পি. কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করেন।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটিড এর অধিভুক্ত এলাকায় অর্থাৎ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এ গ্যাস পাইপ লাইন বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করে উক্ত এলাকায় জনগণের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ করে রাজস্ব আহরণ করা এবং আহরিত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা। কেজিডিসিএল গ্রাহকগণের গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও সেবার মান উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও অংশগ্রহণ করে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি দৈব দূর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্থ এবং বিপন্ন মানুষকে সাহায্য সহযোগীতা প্রদান করছে। ইতোমধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ৬.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। কেজিডিসিএল সিটিজেন চার্টারের আওতায় গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির বিষয়েও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কেজিডিসিএল কর্তৃক সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহক চাহিদার আলোকে গ্যাস সরবরাহ সচল রেখে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে ও দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

জালালাবাদ গ্যাস.ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিসিএল)

কোম্পানির পরিচিতিঃ

হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি সিলেটে ১৯৫৫ সালে প্রথমে হরিপুরে এবং ১৯৫৯ সালে ছাতকে গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯৬০ সালে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে এবং ১৯৬১ সালে ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে এদেশে বাণিজ্যিকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে "হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প" বাস্তবায়নের পর সিলেট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে "সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প" এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর মাজার শরীফে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে সিলেট শহরে গ্রাহকসেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরপর আরো কয়েকটি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পর ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর কোম্পানি আইনের আওতায় ১৫০ কোটি টাকার অনুমোদিত মূলধনসহ জালালাবাদ গ্যাস.ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড গঠন করা হয়।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড পেট্রোবাংলার অধীনস্থ একটি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি। কোম্পানির আওতাভূক্ত এলাকা হচ্ছে সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা তথা সিলেট বিভাগ।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক ও শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, রাজস্ব ব্যায়ে উন্নয়নমূলক পাইপলাইন সম্প্রসারণ, পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)

কোম্পানির পরিচিতি

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি। পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয় সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ১৫ কিঃমিঃ উত্তরে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কের পার্শ্বে কামারখন্দ উপজেলার নলকায় অবস্থিত। তুলনামূলকভাবে দেশের অনগ্রসর পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার সহায়ক ভূমিকা পালন এবং এতদঅঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়েই ২৯ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে যাত্রা শুরু করে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস সরবরাহ গ্রহণপূর্বক পরিবহন ও বিতরণের মাধ্যমে গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক ও শিল্প শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং গ্যাস বিক্রি ও রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া, রাজস্ব ব্যায়ে উন্নয়নমূলক পাইপলাইন সম্প্রসারণ, পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল)

কোম্পানির পরিচিতিঃ

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল) গত ২৩ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে খুলনাস্থ Registrar of Joint Stock Companies and Firms-এ নামে নিবন্ধিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পেট্রোবাংলার অধীন একটি সরকারি মালিকানাধীন স্বতন্ত্র কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন (Authorized Capital) নির্ধারণ করা হয় ৩০০ কোটি টাকা। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা হিসেবে ০৭ (সাত) জন শেয়ারহোল্ডারের মোট শেয়ার ৭০০ (সাত শত) টাকা যা কোম্পানির বর্তমান পরিশোধিত মুলধন। কোম্পানির Memorandum and Articles of Association-এ Subscriber হিসেবে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ এবং সচিবসহ ০৭ (সাত) জন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং প্রতিজনের নামে ১ টি করে শেয়ার বরাদ্দ রয়েছে। Memorandum and Articles of Association -এর ১০৭ ধারা অনুযায়ী এসজিসিএল-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন এবং অনধিক ০৯ (নয়) জন পরিচালক সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি জেলা যথা কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা (মংলাসহ), বাগেরহাট গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত করা হলেও পরবর্তীতে এ কোম্পানির উপর খুলনা বরিশাল ও বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় গ্যাস বিপণনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ইতোমধ্যে ভোলা শহরে আবাসিক ও বানিজ্যিক সংযোগসহ একটি রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং ২২৫ মেগাওয়াটের একটি পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। কোম্পানির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে খুলনার বয়রাস্থ ভাড়া করা অফিস এবং পেট্রোসেন্টার ভবনের ১৪ তলায় ভাড়া করে কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া ভোলাস্থ নিজস্ব ভবনে ভোলা এলাকার বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)

কোম্পানির পরিচিতিঃ

জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন ব্যবস্থা বিনির্মাণ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনা এবং সুষ্ঠু পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ তারিখে জিটিসিএল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র থেকে বিপণন কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন Off-transmission point-এ নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সঞ্চালনের দায়িত্ব এ কোম্পানি অত্যন্ত সুষ্ঠু, নিরবচ্ছিন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা করে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

জিটিসিএল পরিচালিত পাইপলাইন ও স্থাপনাসমূহের নির্ধারিত ডেলিভারী পয়েন্ট দ্বারা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে তিতাস, বাখরাবাদ, কর্ণফুলী, জালালাবাদ ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানিসমূহের অধিকারভূক্ত এলাকায় সর্বমোট ১৯৬৪.২৬ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ১২.৮২% বেশী। অপরদিকে উল্লিখিত সময়ে উত্তর-দক্ষিণ কনডেনসেট পাইপলাইনের মাধ্যমে শেভরনের জালালাবাদ ও বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র হতে ৮৪১.২৭ লক্ষ লিটার কনডেনসেট পরিবহন করা হয় যা পূর্ববর্তী বছর হতে ৫৯.৫৪% কম।

রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)

কোম্পানির পরিচিতিঃ

পরিবেশবান্ধব, বায়ুদুষণরোধ ও জ্বালানি আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমাত্রিক ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে এ প্রতিষ্ঠান 'কমপ্রেসড্ ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির ফলে ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ ইং সালে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে 'রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড' (আরপিজিসিএল) নামকরণ করা হয়। একনজরে আরপিজিসিএল এর পরিচিতি নিম্নে প্রদান করা হল:

কোম্পানির নামঃ	**রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড**
রেজিস্ট্রেশনের তারিখঃ	০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ খ্রিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানাঃ	আরপিজিসিএল ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, প্লট # ২৭, নিকুঞ্জ # ০২, খিলক্ষেত, ঢাকা - ১২২৯ ।
নিয়ন্ত্রণকারী কর্পোরেশনঃ	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ।
প্রশাসনিক দপ্তরঃ	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়) ।
কোম্পানির ধরণঃ	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ।
পরিশোধিত মুলধনঃ	টাকা ৭,৮৫৬.৬৯ লক্ষ (জুন ২০১৫ পর্যন্ত) ।
পরিচালকমন্ডলীর সংখ্যাঃ	০৯ জন ।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

- সিএনজি ব্যবহার সম্প্রসারণ কার্যক্রম, অনুমোদন ও তদারকি ।
- এলপিজি, পেট্রোল ও ডিজেল উৎপাদন এবং বিপণন ।
- আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম ।
- অতিসম্প্রতি পেট্রোবাংলা তথা অত্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে এলএনজি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে ।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)

কোম্পানির পরিচিতিঃ

নং	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
১	কোম্পানির নাম	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড ।
২	কোম্পানির উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ২৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা অদূর ভবিষ্যতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উন্নীত হবে, তাতে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা ।
৩	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ।
৫	পাবলিক লিঃ কোং হিসাবে নিবন্ধিত	৪ আগস্ট ১৯৯৮ ।
৬	কোম্পানির রেজিষ্ট্রেশন নম্বর	রাজ-সি-১৬৪/৯৮ ।
৭	কোম্পানির কার্যারম্ভের তারিখ (Date of Commencement)	৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮ ।
৮	কোম্পানির প্রধান কার্যালয়	চৌহাটি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ।
৯	লিয়াজোঁ অফিস	পেট্রোসেন্টার, ১৫ তলা, ৩ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫ ।
১২	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	০৭ (সাত) জন ।
১৩	কোম্পানির মোট অনুমোদিত মুলধনের পরিমাণ	৩৫০ কোটি টাকা ।
১৪	কোম্পানির পরিশোধিত মুলধনের পরিমাণ	১,৭৫,০০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি ১০০.০০ টাকা মূল্যের ১,৭৫,০০০টি শেয়ার)
১৫	বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার	চায়না ন্যাশনাল মেশিনারী ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএমসি) ।
১৬	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের সমাপ্তি	জুন ২০০৫ ।
১৭	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কয়লা উৎপাদন	সেপ্টেম্বর ২০০৫ ।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন ও দেশের উত্তরাঞ্চলে কয়লা ভিত্তিক ২৫০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যা অদূর ভবিষ্যতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উন্নীত হবে, তাতে কয়লা সরবরাহ নিশ্চিত করা ।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল)

কোম্পানির পরিচিতিঃ

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) এর অধীনস্থ একটি কোম্পানি।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়া এলাকায় ভূগর্ভের ১৩৮ মিটার গভীরতায় কঠিন শিলা আবিস্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে কঠিন শিলা খনি হতে শিলা উৎপাদনের লক্ষ্যে উত্তর কোরিয় ঠিকাদার মেসার্স কোরিয়া সাউথ সাউথ কো-অপারেশন কর্পোরেশন (নামনাম) এবং পেট্রোবাংলার এর মধ্যে সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট-এর আওতায় ১৫৮.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি টার্ণ-কী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মোতাবেক দৈনিক ৫৫০০ মেট্রিক টন হারে বছরে ১৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। চুক্তির ধারাবাহিকতায় কোম্পানি কর্তৃক ২৫-০৫-২০০৭ তারিখে Conditional Acceptance Certificate জারীর মাধ্যমে খনিটি Take-over করে কোম্পানির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কিছু সংখ্যক কোরিয়ান খনি বিশেষজ্ঞের সহায়তায় খনিটির কার্যক্রম দৈনিক এক শিফটে পরিচালনা করা হয়েছিল। বর্তমানে মেসার্স জার্মানীয়া-ট্রেস্ট কনর্সোটিয়াম-এর সাথে গত ০২-০৯-২০১৩ তারিখে ০৬ (ছয়) বছর মেয়াদী Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services of Maddhapara Hardrock গরহব শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি মোতাবেক খনিটি পরিচালিত হচ্ছে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

মধ্যপাড়া খনি বাংলাদেশের একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ শিলা খনি। এ খনি হতে উৎপাদিত শিলা দেশের চাহিদা মেটানো হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

জনবল কাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

পেট্রোবাংলা ও ইহার অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
১।	পেট্রোবাংলা	৬৫২	৪০০	২৫২
২।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিঃ (বাপেক্স)	১৭৫৩	৭৬৬	৯৮৭
৩।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিঃ	১৩৯০	৮৯০	৫০০
৪।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	৯৪০	৬০১	৩৩৯
৫।	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৩,৬২৯	২২৭২	১৩৫৭
৬।	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ	৯২০	৫৬৫	৩৫৫
৭।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৯৫৯	৭৭৫	১৮৪
৮।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	৮৯৩	৭৪৭	১৪৬
৯।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৩০৭	১৬৫	১৪২
১০।	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ	১৩৩	৯	১২৪
১১।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিঃ	৯০৭	৪৯৮	৪০৯
১২।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিঃ	২৭৮	১৪৭	১৩১
১৩।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ	৭৬৬	১৫৪	৬১২
১৪।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিঃ	৩৯৪	২৬৩	১৩১
	সর্বমোট =	১৩৯২১	৮২৫২	৫৬৬৯

২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্য

পেট্রোবাংলা ও ইহার অধীনস্থ কোম্পানিসমুহের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পট্রোবাংলা)

ক) গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্যাস, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, কয়লা ও কঠিন শিলা উৎপাদনের চিত্রঃ

গ্যাসঃ বিসিএফ, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যঃ হাজার লিটার এবং কয়লা ও কঠিন শিলাঃ মেট্রিক টন।

গ্যাস	৮৯৩.০৯৫
কনডেনসেট	৪,৮৬,৫৬০.০৭৪
মোটর স্পিরিট	১,০২,৮৬৫.৫৪৭
এইচএসডি	৭৫,২৪০.২৭৩
কেরোসিন	২৯,৩৩১.৮১০
কয়লা	৬৭৫,৭৭৫.৫০
কঠিন শিলা	৯৩১,৪৭৬.০৯

খ) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে আরএডিপি বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে জুন, ২০১৪ মাসে অগ্রগতির সার-সংক্ষেপঃ

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ			জুন, ২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দর বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার)		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
০১	আরএডিপিভুক্ত কর্মসূচী (২০টি প্রকল্প)	৯৪৮৩৩	৭৩৫৮৪	২১২৪৯	৯১৬৩৯.৫২ (৯৬.৬৩%)	৭১৩০২.১২ (৯৬.৯০%)	২০৩৩৭.৪০ (৯৫.৭১%)
০২	জেডিসিএফভুক্ত কর্মসূচী (১টি প্রকল্প)	১০৩	১০৩	০	১৯২.৪০ (১৮৬.৮০%)	১৯২.৪০ (১৮৬.৮০%)	০.০০ (০.০০%)
		৯৪৯৩৬	৭৩৬৮৭	২১২৪৯	৯১৮৩১.৯২ (৯৬.৭৩%)	৭১৪৯৪.৫২ (৯৭.০২%)	২০৩৩৭.৪০ (৯৫.৭১%)

গ) ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের নিজস্ব তহবিলে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ অনুযায়ী জুন, ২০১৫ মাসে অগ্রগতির সার-সংক্ষেপঃ

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের সংশোধিত বরাদ্দ			জুন, ২০১৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দর বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার)		
		মোট	নঃ বৈঃ মুঃ	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	নঃ বৈঃ মুঃ	স্থানীয় মুদ্রা
০১	নিজস্ব কর্মসূচীভুক্ত (৯টি প্রকল্প)	২৭০৮৫	৫৮১৫	২১২৭০	২৪০৬৬.৫৭ (৮৮.৮৬%)	৯৬.৮৮ (১.৬৭%)	২৩৯৬৯.৬৯ (১১২.৬৯%)
০২	জিডিএফভুক্ত কর্মসূচী (১৯টি প্রকল্প)	৬৮০৪৫	৪১৪৪৭	২৬৫৯৮	৬১৯০৯.৯৫ (৯০.৯৮%)	৩৮৪৩৬.৮৭ (৯২.৭৪%)	২৩৪৭৩.০৮ (৮৮.২৫%)

* ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের পেট্রোবাংলার অধীনে আরএডিপি ও জেডিসিএফভুক্ত ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার বিপরীতে মোট বরাদ্দ ৯৪৯৩৬ লক্ষ টাকা এবং উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মোট ৯১৮৩১.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং জুন ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৯৬.৭৩% আর্থিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ঘ) পিএসসি কার্যক্রমঃ

১। Chevron Bangladesh Ltd. (Block-12 , 13 & 14):

ব্লক#১২ এর পিএসসি'র আওতায় শেভরন বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ বছরে নতুন ১৪টি উন্নয়ন কূপ খনন সম্পন্ন করে। এর মধ্যে ২০১৪ সালে ৪টি কূপ খনন করা হয়। ফলে বিবিয়ানা ফিল্ড হতে বর্তমানে গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক প্রায় ১২০০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে এবং কনডেনসেট উৎপাদনের পরিমান দৈনিক প্রায় ৫৭০০ ব্যারেল এ উন্নীত হয়েছে।

ব্লক#১৩ এর অন্তর্ভুক্ত জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ২০১৪-১৫ সময়কালে ৩টি উন্নয়ন কূপ ও ১টি ওহলবপঃরড়হ বিষয খনন করা হয়। নতুন খননকৃত ২টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। ফলে বর্তমানে জালালাবাদ ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক প্রায় ২৭০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে।

ব্লক#১৪ এর অন্তর্ভুক্ত মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে।

২। **Tullow/KrisEnergy Ltd (Block: 9):**

ব্লক#৯ এর অন্তর্ভুক্ত বাঙ্গুরা গ্যাস ফিল্ডে কূপসমুহের উৎপাদন অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কম্প্রেসর স্থাপন সম্পন্ন হয়। ফলে এ ফিল্ডের গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক প্রায় ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট বজায় রয়েছে। এছাড়াও কনডেনসেটের ষ্টোরেজ ক্যাপাসিটি ১৫০০ ব্যারেল ছিল যা বর্তমানে ৩৭৫০ ব্যারেল করা হয়েছে। ২০১৬ সালের জুন নাগাদ বাংগুরা গ্যাস ফিল্ডে ২টি উন্নয়ন কুপ খনন করার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে।

৩। **Santos-KrisEnergy Ltd- Bapex (Block: SS-11):**

বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০১২ এর আওতায় স্যান্টোস সাঙ্গু ফিল্ড লিমিটেড এবং ক্রিস এনার্জি লিমিটেড এর সাথে ১২ মার্চ, ২০১৪ ইং তারিখ অফশোর ব্লক SS-11 এর জন্য একটি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত পিএসসি মোতাবেক স্যান্টোসের ১৮৯৩ লাইন কিলোমিটার 2D seismic survey এবং ১টি exploratory বিষষ খনন করার বাধ্যবাধকতার বিপরীতে স্যান্টোস ডিসেম্বর ২০১৪-জানুয়ারি ২০১৫ সময়কালে উক্ত ব্লকটিতে ৩২২০ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন করে। সম্প্রতি ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ২০১৭ সালের প্রথম নাগাদ এ ব্লকে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করা হবে।

৪। **ONGC Videsh Ltd.-Oil India Ltd-Bapex (Block: SS-04 & 09):**

বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০১২ এর আওতায় ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেড (ওভিএল) এবং ওআইএল এর সাথে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ইং তারিখ অফশোর ব্লক SS-04 Ges SS-09 এর জন্য দু'টি পিএসসি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত পিএসসি মোতাবেক ওভিএল ব্লক SS-04 এ ২৭০০ লাইন কিলোমিটার 2D seismic survey এবং ১টি exploratory বিষষ এবং ঝঝ-০৯ এ ২৮৫০ লাইন কিলোমিটার 2D seismic survey এবং ২টি exploratory বিষষ খনন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মাসে ওভিএল ব্লক SS-04 এবং ব্লক SS-09 এ ৩০১০ লাইন কিলোমিটার মেরিন ২-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করেছে। আরও প্রায় ২৫০০ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনার জন্য বর্তমানে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চলছে যা আসন্ন শুষ্ক মৌসুমে শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

৫। **2D Non-Exclusive Multi Client Seismic Survey:**

সমুদ্র বিজয়ের ফলে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে বিশাল জলরাশিতে গ্যাস, তেল ইত্যাদি জ্বালানি প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সমুদ্র এলাকার ভূ-গঠন, তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং Database তৈরী করে আগ্রহী আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানির কাছে বিক্রয় এবং বিডিং রাউন্ডে অধিকসংখ্যক আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানির অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে Multi-Client Seismic Survey পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ০৮/০২/২০১৫ তারিখে আন্তর্জাতিক বিড আহবান করা হয়। গত ০৫/১০/২০১৫ তারিখে সরকার Multi-Client Seismic Survey এর জন্য পুনঃদরপত্র আহবানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। গত ১৫/১২/২০১৫ তারিখে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয় এবং ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত বিড গ্রহণ করা হয়। ৫টি কোম্পানি দরপত্রে অংশগ্রহণ করে। বিডসমূহ মূল্যায়ন শেষে উপযুক্ত বিডারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী কন্ট্রাক্টর চুক্তি স্বাক্ষরের দিন হতে ২৪ মাস সময়ের মধ্যে সার্ভে পরিচালনা এবং ডাটা বিশ্লেষণ সম্পন্ন করবে।

৬। **নতুন অফশোর বিডিং রাউন্ডঃ**

নতুন সমুদ্রসীমা অর্জনের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অফশোর এলাকায় নতুন বিডিং রাউন্ড আহবানের লক্ষ্যে বিদ্যমান Revised Model PSC 2012 এ প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করে একটি খসড়া অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৫ প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৫ বর্তমানে পর্যালোচনাধীন রয়েছে। বিডিং রাউন্ডে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে 2D Non-Exclusive Multi-Client seismic Survey শেষ হবার পরপরই নতুন বিডিং রাউন্ড আহবান করা হবে।

৭। **নতুন অনশোর বিডিং রাউন্ডঃ**

অনশোরের জন্য বিডিং আহবান করার প্রাথমিক কার্যক্রম হিসাবে বিদ্যমান Revised Model PSC 2012 হতে শুধুমাত্র অনশোর এর জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলীসমূহ আলাদা করে একটি Draft Onshore Model PSC 2015 প্রস্তুত করা হয়েছে। বাপেক্স ইতঃপূর্বে তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত রিং-ফেন্সড এলাকাসমূহ ছাড়াও ভবিষ্যতে অনশোর এলাকায় নতুন অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরও ব্লক/রিং-ফেন্স এলাকা সংরক্ষণের জন্য প্রস্তাব করেছে। বাপেক্স এর প্রস্তাবিত এলাকা, ইতঃপূর্বে বাপেক্সের জন্য সংরক্ষিত রিং-ফেন্সড এলাকা, পেট্রোবাংলার অন্যান্য কোম্পানিগুলোর অনুকূলে বরাদ্দকৃত রিংফেন্সড এলাকা, সক্রিয় উৎপাদন বণ্টন চুক্তিভূক্ত এলাকা এবং নতুন অনশোর বিডিং রাউন্ড এর আহবানের জন্য প্রস্তাবিত এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে একটি খসড়া ব্লক ম্যাপ ২০১৫ প্রস্তুত করা হয়েছে। Draft Onshore Model PSC 2015 এবং ব্লক ম্যাপ ২০১৫ বর্তমানে পর্যালোচনাধীন রয়েছে। অনুমোদিত মডেল পিএসসি'র আওতায় পরবর্তীতে বিড আহবান করা হবে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

ভূ-তাত্ত্বিক কার্যক্রমঃ

২০১৪-২০১৫ মাঠ মৌসুমে ভূতাত্ত্বিক জরিপ খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গুতাং ভূগঠনে এলাকায় জলদি ভূগঠনে মোট ১২৫ লাইন-কিলোমিটার জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। জরিপকালীন নয়টি ছড়ায় অনুসন্ধান চালিয়ে ৪৩টি শিলা নমুনা ও ২টি গ্যাস নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। শিলা ও গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণের জন্য পরীক্ষাগার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। চেঙ্গুতাং ভূগঠনে ভূতাত্ত্বিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি এবং শিলা ও গ্যাস নমুনার ভূরাসায়নিক বিশ্লেষণ ফলাফলসহ একটি ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে সমাদৃত পেটরেল, পেট্রোমড এবং টেকলগ সফট্ওয়্যারসমূহ সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পেটরেল দ্বারা ভূতাত্ত্বিক-ভূপদার্থিক উপাত্ত বিশ্লেষণ, পেট্রোমড সফট্ওয়্যার ভূতাত্ত্বিক, ভূপদার্থিক ও ভূরাসায়নিক উপাত্ত সমন্বয়ে বেসিন মডেলিং করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। টেকলগ সফ্টওয়্যার দ্বারা স্বল্পসময়ে সঠিকভাবে ওয়্যারলাইন লগ উপাত্ত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। এ সকল আধুনিক সফ্টওয়্যার সমূহের মাধ্যমে কোন এলাকার তেল-গ্যাসের সম্ভাব্যতা সহজ ও নিভুর্লযোগ্যভাবে নিরূপন করা হয়।

পেট্রোল সফট্ওয়্যার দ্বারা ভূতাত্ত্বিক-ভূপদার্থিক উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেমুতাং দক্ষিণ-১ এবং শ্রীকাইল উত্তর-১ অনুসন্ধান কূপ এবং বেগমগঞ্জ-৪ কূপের উন্নয়ন/মূল্যায়ন কূপ প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে। সুনেত্র-১ অনুসন্ধান কূপের খননোত্তর তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং সম্প্রতি আহরিত থ্রি-ডি সাইসমিক সার্ভে উপাত্ত সমন্বয়ে সুনেত্র ভূগঠন পুনঃমূল্যায়ন করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে সুনেত্র-২ অনুসন্ধান কূপের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। রূপগঞ্জ-১ কূপে গ্যাস আবিষ্কারের ফলে পেট্রেল সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের প্রাথমিক গ্যাস মজুদ প্রাক্কলনের লক্ষ্যে প্রাপ্ত গ্যাস জোনসমূহের রিজার্ভয়্যার ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট-এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Gustavson Associates USA কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন Prospect and Lead Inventory – Bangladesh তালিকা হতে বাপেক্স-এর আওতাধীন অংশে লিড-কে প্রসপেক্ট এবং প্রসপেক্ট-কে রিজার্ভ-এ রূপামতর করার সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার লক্ষ্যে স্থলভাগের ১১নং ব্লকের উপর পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ চলছে।

শাহজাদপুর-সুন্দলপুর গ্যাস ক্ষেত্রে সুন্দলপুর-২ কূপের ভূতাত্ত্বিক ও খনন প্রোগ্রাম সম্বলিত জিওলজিক্যাল টেকনিক্যাল অর্ডার (জিটিও) প্রণয়ন করার কাজ প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে। বিজিএফসিএল-এর অনুরোধে বাখরাবাদ-১০ উন্নয়ন কূপের সংক্ষিপ্ত জিটিও প্রণয়ন করা হয়েছে। এপ্রেইজাল অব গ্যাস গ্যাস ফিল্ডস্ প্রকল্পের আওতায় রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও সিলেট গ্যাসক্ষেত্রে সংগৃহিত থ্রি-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর অনুরোধে পাঁচটি কূপের (কৈলাশটিলা-৯, রশিদপুর-৯, ১০ ও ১২ এবং সিলেট-৯) খসড়া জিটিও প্রণয়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গ্যাস ক্ষেত্রসমূহে থ্রি-ডি সাইসমিক সাভের্র ফলাফল পুনঃবিশ্লেষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইপিসিবি প্রকল্পের অর্থায়নে ক্রয়কৃত নতুন কম্পিউটারাজড অনলাইন মাডলগিং ইউনিটটি পাবনায় মোবারকপুর-১ অনুসন্ধান কূপে মাডলগিং সার্ভিস প্রদানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। অপরদিকে পুরাতন ওএফআই মাডলগিং ইউনিট দ্বারা সালদানদী-৪ কূপে সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে। এসজিএফএল-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় ওয়েদারফোর্ড ইউনিট দ্বারা কৈলাশটিলা-৭ কূপে মাডলগিং সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে ।

ভূ-পদার্থিক কার্যক্রমঃ

১। টু-ডি সাইসমিক সার্ভেঃ

তেল/গ্যাস অনুসন্ধান বিবেচনায় বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম স্বল্প অনুসন্ধানকৃত দেশের একটি। বাংলাদেশে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম মূলত দেশের পূর্বাঞ্চল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সীমাবদ্ধ। ইতঃপূর্বে সম্পাদিত বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক জরীপ এবং সম্প্রতি পরিচালিত জরীপের ফলাফল বিশ্লেষণ করে ধারণা করা যায় যে, দেশের মধ্যাঞ্চল তেল/গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য একটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে যা ভূতাত্ত্বিক ভাবে বেঙ্গল ফোরডিপ ও হিঞ্জজোন নামে পরিচিত । "টু-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অফ বাপেক্স" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাইসমিক জরীপ সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের স্বল্প অনুসন্ধানকৃত জরীপ অঞ্চলের পাশাপাশি তেল/গ্যাস মজুদের জন্য প্রমাণিত অঞ্চলসমূহে অবশিষ্ট ভূতাত্ত্বিক কাঠামো সমূহে সাইসমিক জরীপ পরিচালনা করে সম্ভাব্য কূপ খননের স্থানসমূহ নির্ধারণ করা। এ লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ মাঠ মৌসুমে বাপেক্সের জন্য বরাদ্দকৃত অনুসন্ধান ব্লক-৮ এ জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, টাংগাইল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ৭২০ লাইন কিঃমিঃ টু-ডি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক ডাটা প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশানের ফলাফল অনুযায়ী আনুমানিক ২০টি সাইসমিক লিড চিহ্নিত করা হয়েছে। চিহ্নিত লিডসমূহে ডিটেইল সাইসমিক জরীপ পরবর্তী সম্ভাব্য অনুসন্ধান কূপ খননের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে প্রতীয়মান হয়।

২। ত্রিমাত্রিক (থ্রি-ডি) সাইসমিক সার্ভেঃ

"৩ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৭ সময়কালে ১৮২.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জিডিএফ ফান্ড এর অর্থায়নে সুনেত্র, শ্রীকাইল, সুন্দলপুর-বেগমগঞ্জ, নরসিংদী, হবিগঞ্জ এবং শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র/ভূগঠন সমূহে ১৯৫০ বর্গ কি.মি. থ্রি-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ মাঠ মৌসুমে শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রে ২৯৮ বর্গ কি. মি. এবং শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রে ১৫০ বর্গ কি. মি. সহ সর্বমোট ৪৪৮ বর্গ কি. মি. এলাকায় থ্রি-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। আলোচ্য অর্থ বছরে শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের উপর সংগৃহীত উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ কাজ এবং সুনেত্র ভূগঠনে সংগৃহীত উপাত্তের বিশ্লেষণ কাজ সম্পন্ন হয়। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মহোদয় ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাননীয় সচিব মহোদয় ১৫ মার্চ, ২০১৫ তারিখে শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের থ্রি-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

পরীক্ষাগার কার্যক্রমঃ

পরীক্ষাগার বিভাগ বাপেক্সের তৈল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ল্যাব সার্ভিসের অংশ হিসেবে এ বিভাগে গ্যাস, কনডেনসেট, পানি, রক কোর, আউটক্রপ, সিমেন্ট ইত্যাদি নমুনার ভূতাত্ত্বিক, ভূ-রসায়নিক ও পেট্রোফিজিক্যাল বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাপেক্সের নিজস্ব ৭টি উৎপাদন কূপ (সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, শ্রীকাইল, সেমুতাং, শাহজাদপুর-সুন্দলপুর ও বেগমগঞ্জ) ও ৬টি অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ (রূপগঞ্জ # ১, সেমুতাং # ৬, বেগমগঞ্জ # ৩, শাহবাজপুর # ৩ ও # ৪, কৈলাসটিলা # ৭) থেকে সংগৃহীত ১৯৩টি গ্যাস, ৭২টি কনডেনসেট ও ৭২টি পানি নমুনা, মোবারকপুর # ১ খনন কূপ থেকে প্রেরিত ২টি সিমেন্ট ও ৪টি কাটিং নমুনা, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ৭টি সীপ গ্যাস ও ১টি পানি নমুনা, জলাদি ভূ-গঠনের ৫৮টি আউটক্রপ নমুনা এবং উন্নয়ন কূপ (সেমুতাং # ৬, বেগমগঞ্জ # ৩, শাহবাজপুর #৩ ও # ৪) থেকে সংগৃহীত ৩৬টি Whole core (পেট্রোফিজিক্যাল) ও ২৫টি কোর (জিওলজিক্যাল) নমুনাসহ সর্বমোট ৪৭০টি নমুনা বিশ্লেষণে মোট ৮০টি কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া চাজ্রের বিনিময়ে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. কর্তৃক প্রেরিত রশিদপুর # ৮ কূপের ২৭টি whole core ও ৬টি রিজার্ভায়ার ফ্লুইড (গ্যাস ও পানি) নমুনা এবং ভোলা ২২৫ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে সংগৃহীত ৩টি গ্যাস নমুনা বিশেস্নষণ শেষে সর্বমোট ৫টি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয়। আলোচ্য অর্থ বছরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের এমফিল থিসিসের অংশ হিসাবে ১৪টি ঝযধষব নমুনা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের মাস্টার্স থিসিসের অংশ হিসাবে ৭টি সীপ ও ২টি পারি নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষাগার বিভাগ কর্তৃক বাপেক্স বোর্ড রুমে শ্রীকাইল # ৩ কূপের কোর অ্যানালাইসিস এর উপর একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

ডাটা ম্যানেজমেন্টের কার্যক্রমঃ

পেট্রোবাংলার অধীনে প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর মাধ্যমে বিদেশী কোম্পানিসমূহ এবং পেট্রোবাংলার বিভিন্ন সাবসিডিয়ারী কোম্পানিসমূহকে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান এবং উৎপাদন ডাটা বিষয়ে দক্ষতার সহিত সেবা প্রদান করা হয়। এ বিভাগে সংরক্ষিত সকল ধরনের হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটার হার্ডকপিসমূহের পরিবর্তিত স্ক্যান্ড/ইমেজড কপি এবং ফিল্ড ম্যাগনেটিক টেপে বিভিন্ন ফরমেটের (TIAC, Sequential, SEG-A, B, C, D) সাইসমিক ডাটাসমূহকে SEG-Y ফরমেটে পরিবর্তিত করে সফট্কপি হিসেবে ডিভিডি, এলটিও, এক্সটারনাল হার্ডডিস্কে সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। গত ০১.০১.২০১৫ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান বাপেক্স পরিদর্শনকালে সংরক্ষিত ডাটাসমূহের একটি ব্যাকআপ কপি বাপেক্স ভবনে রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া, পেট্রোবাংলা এবং বাপেক্সের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের নির্দেশনার আলোকে এ বিভাগের জন্য আধুনিক ডিজিটাল সফট্ওয়্যার ক্রয় করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রমঃ

বাখরাবাদ ৫ নং কূপ ওয়ার্কওভারঃ বাপেক্স ও বিজিএফসিএল-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বাখরাবাদ # ৫ কূপ ZJ40DBT (বিজয়-১১) রিগ দ্বারা ১৫-০৩-২০১৪ তারিখ ওয়ার্কওভার কাজ শুরু করা হয় এবং ২৩-০৮-২০১৪ তারিখ ওয়ার্কওভার কাজ সমাপ্ত করা হয়। কূপ কমপ্লিশন করে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদিত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে ১২-১০-২০১৪ হতে সরবরাহ করা হচ্ছে।

কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ খননঃ বাপেক্স ও এসজিএফএল-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় ZJ70DBS (বিজয় ১০) রিগ দ্বারা ১৭-১০-২০১৪ তারিখ কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ খনন শুরু করা হয়। ১১-০১-২০১৫ তারিখ ৩৫৫৫ মিটার গভীরতায় খনন কাজ সমাপ্ত করা হয়। কূপটি হতে দৈনিক ২-৩ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদিত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

মোবারকপুর-১ নং কূপ খননঃ ZJ50DB (বিজয় ১২) রিগ চট্টগ্রাম পোর্ট হতে মোবারকপুর-১ কূপ এলাকায় স্থানামতর হয়। ২২-০৮-২০১৪ তারিখ খনন শুরু করা হয়। ৪৩৭৯ মিটার গভীরতা পর্যমত খননের পর কূপ লগিং এর জন্য স্ট্রিং কূপ হতে তোলা হয়। পুনরায় রিমিং করে যাওয়ার সময় ০৩-০৬-২০১৫ তারিখ ৪১৭৫ মিটার গভীরতায় ড্রিল পাইপ স্টাক হয়। বাপেক্স বোর্ডের সিদ্ধামত অনুযায়ী M/s. Halliburton Inc. এর সহযোগিতায় পরবর্তী অপারেশন পরিচালনা প্রক্রিয়াধীন আছে।

সালদানদী-৪ নং কূপ খননঃ Gardner Denver E-1100 (IPS Cardwell) রিগ দ্বারা ০৮-০৮-২০১৪ তারিখ সালদানদী-৪ ডাইরেকশনাল কূপ খনন শুরু করা হয়। ২৬৮৪ মিটার খনন গভীরতা হতে পুলিং আউট করার সময় ২৬০১ মিটার গভীরতায় পাইপ স্টাক হয়। স্টাক অপারেশনের সময় ২২৬০ মিটার গভীরতায় পাইপ ছিঁড়ে যায়। বাপেক্স বোর্ডের অনুমোদন ও বাপেক্স এর কারিগরি সিদ্ধামত অনুযায়ী M/s. Halliburton Inc. এর সহযোগিতায় ২৭৭৬ মিটার Directional Drilling সম্পন্ন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ICT Department একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ICT উপবিভাগ বাপেক্সের ডবন ও Mail server পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এ ছাড়া Dedicated internet line এর সাহায্যে Online Mud Logging unit, Digital Drilling এবং Seismic ও Geological data monitoring system সচল রাখছে। বাপেক্স ভবন Wifi network এর আওতাধীন। বর্তমানে বাপেক্সের ২৭৫টি Desktop I Laptop computer-এ Wifi এর সাহায্যে Internet সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ICT উপবিভাগের তত্ত্বধানে বাপেক্স ভবনে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন Internet Protocol PABX (IP-PABX) System চালু করা হয়েছে। ICT উপবিভাগ অচিরেই বাপেক্স ভবনে Video Conference System চালু করবে। এ ছাড়া E-governance ও E-tendering system চালু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ICT উপবিভাগ বাপেক্সের Website portal নিয়মিতভাবে update করে থাকে।

সাফল্যঃ

বাপেক্স ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কোম্পানি পর্যায়ে ৫ম সর্বোচ্চ করদাতা হিসেবে মনোনীত হয়। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বাপেক্স কে সম্মাননাপত্র এবং ক্রেস্ট প্রদান করেন।

বাপেক্স-কে কারিগরি ও আর্থিক দিক থেকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সার্বিক সহযোগিতা আগামীতে বাপেক্স এর কার্যক্রমকে বেগবান করবে এবং বাপেক্স-কে তার কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)

ফিল্ডসমূহের সার্বিক অবস্থাঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে ৫টি গ্যাস ফিল্ড উৎপাদনে ছিল এবং উৎপাদনক্ষম ৩৮টি কূপের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ৮১৫.৫৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে মোট ২৯৭,৬৬৯.৪৩৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়। উক্ত অর্থবছরে গ্যাসের উপজাত হিসেবে ১৭৯,০৬০ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কোম্পানির ৫টি গ্যাস ফিল্ডের সার্বিক অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

ফিল্ডের নাম	উৎপাদনক্ষম কূপের সংখ্যা	প্রসেস প্লান্টের সংখ্যা ও টাইপ	দৈনিক গড় উৎপাদন	
			গ্যাস	কনডেনসেট
তিতাস ফিল্ড	২১টি	৮টি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন ও ৬টি এলটিএস টাইপ	৫১৬ মিঃ ঘনফুট	৩৯৪ ব্যারেল
হবিগঞ্জ ফিল্ড	০৭টি	৬টি গ্লাইকল ডি-হাইড্রেশন টাইপ	২২৪ মিঃ ঘনফুট	১১ ব্যারেল
বাখরাবাদ ফিল্ড	০৭টি	৪টি সিলিকাজেল টাইপ	৩৮ মিঃ ঘনফুট	১৬ ব্যারেল
নরসিংদী ফিল্ড	০২টি	১টি গ্লাইকল ডি-হাইড্রেশন টাইপ	২৮ মিঃ ঘনফুট	৫১ ব্যারেল
মেঘনা ফিল্ড	০১টি	১টি এলটিএক্স টাইপ	১০ মিঃ ঘনফুট	১৮ ব্যারেল

উৎপাদনঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কোম্পানির ৫টি গ্যাস ফিল্ডের উৎপাদনশীল কূপ হতে গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

গ্যাস ফিল্ড	কূপ সংখ্যা	উৎপাদনশীল কূপ সংখ্যা	উৎপাদিত গ্যাস		উৎপাদিত কনডেনসেট (লিটার)
			(মিলিয়ন ঘনমিটার)	(মিলিয়ন ঘনফুট)	
তিতাস	২৩	২১	৫,৩৩০.৩৬১	১৮৮২৪০.২৮৭	২২,৮৯০.৫৯৪
হবিগঞ্জ	১১	০৭	২,৩১২.১১২	৮১,৬৫১.৫৫৭	৬৪০,৭৪৪
বাখরাবাদ	০৯	০৭	৩৯২.৭৮৬	১৩,৮৭১.১৬৪	৯৪৬,৩০৪
নরসিংদী	০২	০২	২৮৮.৯৮৮	১০,২০৫.৬০৮	২,৯৬১,৪৬৪
মেঘনা	০১	০১	১০৪.৭৯৭	৩,৭০০.৮১৭	১,০২৯,৩৬৭
মোটঃ	**৪৬**	**৩৮**	**৮,৪২৯.০৪৪**	**২৯৭,৬৬৯.৮৩৩**	**২৮,৪৬৮,৪৭৩**

মজুদ ও ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদনঃ

কোম্পানির আওতাধীন ৬টি গ্যাস ফিল্ডের সর্বশেষ জরিপ তথ্যানুযায়ী উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ১২,২৫২.০০ বিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে গত ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৭,১২৮.৬৪৪ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা হয়েছে যা উত্তোলনযোগ্য মোট মজুদের ৫৮.১৮% ।

সাফল্যঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদাপূরণ তথা নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং আগামী দিনে গ্যাস সংকট মোকাবেলাসহ ভবিষ্যৎ চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে মোট ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান ছিল তন্মধ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১টি, বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ১টি, জাইকার অর্থায়নে ১টি ও জিডিএফ অর্থায়নে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত ।

গৃহীত প্রকল্পসমূহের আওতায় ২০১৪ সালে দৈনিক প্রায় ৪৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করতে কোম্পানি সমর্থ হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়পূর্বক জ্বালানি চাহিদার অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। কূপসমূহ হতে গ্যাস উৎপাদনের বিবরণ নিম্নরূপঃ

সাল	দৈনিক মোট গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)	কূপের নাম	দৈনিক গ্যাস উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)	উৎপাদন শুরুর সময়
২০১৪	৪৮	তিতাস-২২	১১	মার্চ, ২০১৪
		তিতাস-১৯	১৫	জুন, ২০১৪
		তিতাস-২৭	১৭	এপ্রিল, ২০১৪
		বাখরাবাদ-০৫	০৫	অক্টোবর, ২০১৪

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কোম্পানির আওতাধীন হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে সর্বমোট ৫৪০৮৮.৫৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস উৎপাদিত হয়। রশিদপুর-৮ নং কূপটি উৎপাদনে আসায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় সামগ্রিকভাবে কোম্পানির মোট গ্যাস উৎপাদন ৮১৩.৯২৩ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কৈলাশটিলা-১ ও ৫ এবং বিয়ানীবাজার-১ নং কূপ হতে গ্যাসের সাথে অতিরিক্ত পানি ও বালি আসার কারণে কূপ তিনটি হতে গ্যাস উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর এবং বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে মোট ৩৫৮৮৫.৭২৫ কিলোলিটার কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। এছাড়া আলোচ্য অর্থবছরে কৈলাশটিলা এমএসটিই প্ল্যান্টে উৎপাদিত মোট ২৭৬২৩ কিলোলিটার এনজিএল রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানির এলপিজি প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়। লিকুইড হাইড্রোকার্বন সমৃদ্ধ কৈলাশটিলা ফিল্ডের ২টি কূপ ও বিয়ানীবাজার ফিল্ডের ১টি কূপের গ্যাস উৎপাদন বন্ধ থাকায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় এ অর্থবছরে কনডেনসেট উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কোম্পানি কনডেনসেট ফ্রাকশনেট করে ৯০৭৯৬.৯০৩ কিলোলিটার পেট্রোল, ৩৫৭১২.০৫৩ কিলোলিটার ডিজেল ও ২৯৩৩১.৮১০ কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় পেট্রোলের উৎপাদন ৭২৫৫.৩৪১ কিলোলিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে ডিজেল উৎপাদন ২৮৩৮.৭৪৪ কিলোলিটার এবং কেরোসিন উৎপাদন ৮৩০.০১১ কিলোলিটার হ্রাস পেয়েছে। রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন পস্নান্টের দৈনিক ৩৭৫০ ব্যারেল উৎপাদন ক্ষমতার বিপরীতে বিপিসি'র অধীনস্থ তেল বিপণন কোম্পানিসমূহ হতে প্রত্যাশিত পরিমাণে তেল উত্তোলন না করায় ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন কম করতে হয়েছে।

সাফল্যঃ

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিভিন্ন খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে। জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ মূসক প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১১-২০১২,২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড স্বীকৃতি লাভ করেছে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)

১৯৬৮ সালে সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সররাহের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। এরপর থেকে বিগত চার দশকে কোম্পানির কার্য-পরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এ যাবতকাল কোম্পানি নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের চাহিদানুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করে আসছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চাহিদার তুলনায় গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে তিতাস অধিভুক্ত কতিপয় এলাকায় স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজমান থাকায় গ্রাহক সেবা কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানি ১২,৮৮৯.০৩ কি.মি. পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে, যার মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নির্মিত ৩৮৩.৫৩ কি.মি. পাইপলাইন অন্তর্ভুক্ত। ৩০ শে জুন ২০১৫ পর্যমত কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮,৯৭,৩১৭ টি। কোম্পানির বাল্ক গ্রাহকদের মধ্যে ৩টি সার কারখানা, ৭টি সরকারি এবং ২৮টি বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত।

গ্যাস সরবরাহ এবং সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদিঃ

১। বাংলাদেশে বর্তমানে ৬টি গ্যাস বিপণন কোম্পানি স্ব স্ব আওতাধীন এলাকায় পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের আঙ্গিনায় গ্যাস সরবরাহ করে থাকে। এর মধ্যে টিজিটিডিসিএল দেশে উৎপাদিত মোট গ্যাসের দুই-তৃতীয়াংশ বিপণন করছে।

২। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ কোম্পানির আওতাধীন বিপণন এলাকায় গ্যাসের দৈনিক চাহিদা প্রায় ২,০০০ মিলিয়ন ঘনফুটের বিপরীতে গ্যাস প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল দৈনিক ১,৪৫০-১,৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট। এতে দৈনিক প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে ঢাকা শহরসহ তিতাস অধিভুক্ত বেশ কিছু এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাসের স্বল্প চাপ সমস্যা পরিলক্ষিত হয় যা নিরসনে ডিআরএস সমূহে বাই-পাস (By-Pass) ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

৩। ঢাকা শহরের মিরপুর, মিরপুর ডিওএইচএস, যাত্রাবাড়ী, জুরাইন, মাতুয়াইল, মানিকনগর, কাফরুল, গেন্ডারিয়া, আগারগাঁও, জগন্নাথ সাহা রোড, লালবাগ, শের-ই-বাংলা নগর, পূর্ব বাড্ডা, কেরানীগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যমান নেটওয়ার্ক পরিবর্তন/পরিবর্ধন/মেরামতসহ বিভিন্ন ব্যাসের ২৯.৪০ কি. মি. পাইপলাইন স্থাপন করায় উক্ত এলাকাসমূহে গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫। এ ছাড়াও চলমান গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে বিগত বছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরে সারাদেশে Holiday Staggering কার্যক্রমের আওতায় সপ্তাহে এক-এক দিন এক-এক এলাকায় Interruptible শিল্প ও ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণির গ্রাহক আঙ্গিনায় গ্যাস ব্যবহার বন্ধ রাখা হয়েছে। CNG স্টেশনসমূহ প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা অব্যহত রয়েছে।

৬। ১৯৬৮ সালে সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সররাহের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। এরপর থেকে বিগত চার দশকে কোম্পানির কার্য-পরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এ যাবতকাল কোম্পানি নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদের চাহিদানুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করে আসছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চাহিদার তুলনায় গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে তিতাস অধিভুক্ত কতিপয় এলাকায় স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজমান থাকায় গ্রাহক সেবা কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানি ১২,৫০৫.৫০ কি.মি. পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা প্রদান করছে, যার মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নির্মিত ২৫২.২৮ কি.মি. পাইপলাইন অন্তর্ভুক্ত। ৩০ শে জুন ২০১৪ পর্যমত কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭,৩৯,৬৯৫ টি। কোম্পানির বাল্ক গ্রাহকদের মধ্যে ৩টি সার কারখানা, ৯ টি সরকারি এবং ২৫টি বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)

গ্যাস ক্রয় বিক্রয় ও সিস্টেম(লস)/গেইনঃ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্যাস ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৪১৭.০০ ঘনমিটারের বিপরীতে কোম্পানি ৩৩১৬.৪৪ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করে এবং গ্যাস বিক্রির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৩৮২.০০ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ৩৪১৪.৬১ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রি করে। ফলে আলোচ্য অর্থ বছরে সিস্টেম গেইন এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৮.১৭ এমএমসিএম অর্থাৎ ২.৯৬% এবং গ্যাস বিক্রি বাবদ মোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ১৪০৭.৪৩ কোটি টাকা।

কোম্পানির মার্জিন ও নীট মুনাফাঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানির অন্যান্য পরিচালন আয়সহ মোট রাজস্ব আয় হয়েছে ১৪৫১.০০ কোটি টাকা। উক্ত রাজস্ব আয় হতে গ্যাস ক্রয় খাতে ৯৭৩.৫৪ কোটি টাকা, বাপেক্স মার্জিন খাতে ১০.৭০ কোটি টাকা, জিটিসিএল এবং টিজিটিডিসিএল এর হুইলিং চার্জ খাতে ১০২.৫৮ কোটি টাকা, প্রাইস ডেফিসিট ফান্ড খাতে ৪১.১৭ কোটি টাকা, ডেফিসিট ওয়েলহেড মার্জিন খাতে ২১.৬২ কোটি টাকা ও গ্যাস উন্নয়ন তহবিল খাতে ৮৬.৮৩ কোটি টাকা সর্বমোট ১২৩৬.৪৪ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর কোম্পানির মার্জিন দাঁড়িয়েছে ২১৪.৫৬ কোটি টাকা। এ অর্থ বছরে কোম্পানির করপূর্ব নিট মুনাফা হয়েছে ২১১.১৩ কোটি টাকা এবং কর পরবর্তী নীট মুনাফা হয়েছে ১৩৭.২৩ কোটি টাকা।

গ্যাস সংযোগঃ

আলোচ্য অর্থ বছরে ৮১,১০৩ টি আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেড এর অঞ্চল হতে ১ (এক) টি সিএনজি, ১ (এক) টি ক্যাপটিভ পাওয়ার বিজিডিসিএল অঞ্চলে স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে আলোচ্য অর্থ বছরে মোট সংযোগ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮১১০৫টি।

সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুণঃসংযোগ কার্যক্রমঃ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কোম্পানির গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃ সংযোগ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৭২০ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর মধ্যে ক্যাপটিভ পাওয়ার, ৩ টি, শিল্প, ১০টি, বাণিজ্যিক, ৭৩টি, সিএনজি, ৬টি ও আবাসিক, ৬২৮টি। তাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ১৪.৫৩ কোটি টাকা। সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের নিকট হতে ১০.৮৮ কোটি টাকা আদায়পূর্বক আলোচ্য অর্থ-বছরে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৬৮০ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়।

ভিজিল্যান্স কার্যক্রমঃ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অসাধু গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপি ও অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে গঠিত ভিজিল্যান্স টিম কর্তৃক ৬২৮টি আবাসিক, ৭৩টি বাণিজ্যিক, ১০টি শিল্প, ৬টি সিএনজি ও ৩টি ক্যাপটিভ পাওয়ারসহ মোট ৭২০টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ছাড়াও বিপুল পরিমাণ অবৈধ গ্যাস পাইপ লাইন অপসারণ ও এতদসংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে।

গ্রাহকদেরকে প্রত্যয়নপত্র প্রদানঃ

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে এবং বকেয়া পাওনার পরিমাণ নিশ্চিতকরণের স্বার্থে প্রতি পঞ্জিকা বছর শেষে কোম্পানি হতে সকল শ্রেণির গ্রাহকের নিকট প্রত্যয়নপত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। সে মোতাবেক কোম্পানি কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর' ২০১৪ পর্যন্ত "বকেয়া গ্যাস বিলের পরিমাণ"/"বকেয়া পাওনা নাই" মর্মে উল্লেখপূর্বক সকল শ্রেণির গ্রাহকের নিকট ১,৫৮,৯৭৮টি প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করা হয়েছে।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)

(ক) কোম্পানির ভিজিল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে জোন ভিত্তিক ০৮টি ভিজিল্যান্স টিম, ০২টি আবাসিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন টিম ও কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স টিম পুনর্গঠন করা হয়। ভিজিল্যান্স টিমসমূহ পুনর্গঠনের ফলে জুলাই-২০১৪ হতে জুন-২০১৫ পর্যন্ত ভিজিল্যান্স কার্যক্রমে বিশেষ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে-

- ভিজিল্যান্স টিমসমূহ কর্তৃক পরিদর্শনকৃত গ্রাহকসংখ্যা মোট ৪২৯২ টি।
- বকেয়া গ্যাস বিল এবং অবৈধ কার্যকলাপের কারণে ১৯১৩টি আবাসিক, ১৬৪টি বাণিজ্যিক, ৭২টি শিল্প ও ১৭টি সিএনজি সহ মোট ২১৬৬টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে পুনঃসংযোগ প্রদানকালে বকেয়া গ্যাস বিল, অনিবন্ধিত গ্যাস বিল, জরিমানা ইত্যাদি খাতে মোট ১৬,৪৪,০৭,৪০৬.০০ টাকা আদায় করা হয়েছে।

(খ) কোম্পানির বিপণন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাজেটে ০২টি সিএনজি, ০১টি চা বাগান, ৫৩,৯৫৮টি আবাসিক গ্যাস সংযোগসহ মোট সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫৩,৯৬১টি। উহার বিপরীতে ০২টি সিএনজি, ০৫টি শিল্প, ০১টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ও ৬০,৬৬৩টি গৃহস্থালিসহ সর্বমোট ৬০,৬৭১টি সংযোগ প্রদান করা হয়। ৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিভূক্ত গ্রাহক সংযোগের বিবরণ নিচের ছকে প্রদর্শন করা হল:

৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক সংযোগ বিবরণী

গ্রাহক শ্রেণি	সংযোগ সংখ্যা
বিদ্যুৎ	০৫
সার	০৪
শিল্প	১,০৪৫
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১৭৫
বাণিজ্যিক	২,৭৮৮
মৌসুমি	-
চা-বাগান	০২
সিএনজি	৬৬
গৃহস্থালি	৫,৬১,১৭৩
মোট	৫,৬৫,২৫৮

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)

রাইজার উত্তোলন ও গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কোম্পানির আওতাভুক্ত এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের মোট ১৫৩.৬৮ কিলোমিটার গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য ৭,০৮৭ টি রাইজার উত্তোলন করা হয়।

গ্রাহক সংযোগঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১২,১০০টি। কিন্তু আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০১টি বিদ্যুৎ, ১১টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ০৭টি শিল্প, ০৪টি সিএনজি, ১১৫টি বাণিজ্যিক ও ১৬,৪০৮টি আবাসিক সংযোগ প্রদান করে মোট ১৬,৫৪৬ জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৩৬.৭৫% এবং বিগত বছরের তুলনায় ১০.৫৫% বেশী। ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাড়িয়েছে ২,০৯,৪৮৯ টি।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলঃ

খাত	২০১৪-২০১৫ বছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০১৪-২০১৫		৩০ জুন ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
		প্রকৃত সংযোগ	স্থায়ী বিচ্ছিন্ন	
সারকারখানা	-	-	-	০১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	০১	০১	-	১৪
বিদ্যুৎ (ক্যাপটিভ)	১০	১১	-	১০৬
সি এন জি	০৩	০৪	-	৫৬
শিল্প	০৮	০৭	-	৯৯
চা-বাগান	-	-	-	৯৩
বাণিজ্যিক	৭৮	১১৫	১৮	১৬৯০
আবাসিক	১২০০০	১৬৪০৮	৩৮০	২০৭৪৩০
মোট	**১২১০০**	**১৬৫৪৬**	**৩৯৮**	**২০৯৪৮৯**

গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ কার্যক্রমঃ

অনাদায়ী গ্যাস বিল আদায়, অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার ও গ্রাহক কর্তৃক সৃষ্ট অন্যান্য অনিয়মের কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের নিমিত্ত আলোচ্য অর্থ বছরে কোম্পানি কর্তৃক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গ্রাহক প্রতিষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। গ্যাস বিল বকেয়া থাকার কারণে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ০৩টি সিএনজি, ১৩৩টি বাণিজ্যিক ও ৪০৪৯টি আবাসিক সহ মোট ৪১৮৫ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। যাদের নিকট পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ৮.০২ কোটি টাকা। সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকের নিকট হতে ৭.০১ কোটি টাকা আদায় পুর্বক ০৩টি সিএনজি, ৯১টি বাণিজ্যিক ও আবাসিক ৩৫৪৬টি সহ সর্বমোট ৩৬৪০ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ দেয়া হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কোটি টাকায়

গ্রাহক শ্রেণী	অর্থ বছর ২০১৪-২০১৫			
	সংযোগ বিচ্ছিন্ন		পুনঃসংযোগ	
	সংখ্যা	পাওনা অর্থের পরিমাণ	সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
সিএনজি	০৩	৪.৯৬	০৩	৪.৪১
বাণিজ্যিক	১৩৩	০.৫৯	৯১	০.৪১
আবাসিক	৪০৪৯	২.৪৭	৩৫৪৬	২.১৯
মোট	৪১৮৫	৮.০২	৩৬৪০	৭.০১

নিরাপত্তা কার্যক্রমঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ২৪ টি অগ্নিদুর্ঘটনা সহ সর্বমোট ১১৬৭ টি দুর্ঘটনা/অনুঘটনা সফলতার সাথে মোকাবেলা করা হয়। এ সমস্ত দুর্ঘটনার মধ্যে অগ্নিকান্ডজনিত ২৪ টি দুর্ঘটনায় সম্পদের নগণ্য ক্ষতি সাধিত হয়; আর্থিক দিক দিয়ে যার পরিমাণ ১,৫৬০/- (এক হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা মাত্র। এছাড়া কোন ক্ষতি সাধিত হয়নি, গ্যাস সম্পর্কিত বড় ধরণের কোন দুর্ঘটনাও ঘটেনি।

কোম্পানির গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিকতর জোরদারকরণের লক্ষ্যে গঠিত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকিকরণ কমিটি কর্তৃক প্রতিমাসে স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরেজমিনে তদারকি করা হয়। উক্ত কমিটির তদারকি অব্যাহত আছে।

কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট/আবিকা/শাখার তথ্য মতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে স্বল্পচাপ পাইপলাইন ও রাইজারের লিকেজ এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সংঘটিত দুর্ঘটনা ও গ্যাস লিকেজের তুলনামুলক পরিসংখ্যান নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হল:

ক্রমিক নং	দুর্ঘটনার/অনুঘটনার বর্ণনা	২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫	দুর্ঘটনা/অনুঘটনার কারণ
১।	অগ্নি দুর্ঘটনা	০৩	২৪	বজ্রপাত
২।	গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক-এ লিকেজের সংখ্যা	১৯	৬৫	দীর্ঘকালীন ব্যবহার
৩।	রাইজার হতে লিকেজের সংখ্যা	৩৪৯	৬৬৭	"
৪।	গ্রাহক আঙ্গিনাতে লিকেজের সংখ্যা	৬৩	২৩৬	"
৫।	অন্যান্য	৩২৪	১৭৫	নানাবিধ
		৭৫৮	১১৬৭	

সাফল্যঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১২,১০০টি। কিন্তু আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০১টি বিদ্যুৎ, ১১টি ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ, ০৭টি শিল্প, ০৪টি সিএনজি, ১১৫টি বাণিজ্যিক ও ১৬,৪০৮টি আবাসিক সংযোগ প্রদান করে মোট ১৬,৫৪৬ জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৩৬.৭৫% এবং বিগত বছরের তুলনায় ১০.৫৫ % বেশী। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগসহ ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাড়িয়েছে ২,০৯,৪৮৯ টি।

এছাড়া, ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ২১৭১.৫৬০ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ২১৯৮.৬৮৮ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৯৬৭.৪২ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত রাজস্ব আয় ১০০৬.৩৫ কোটি টাকা।

এতদ্ব্যতীত, সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী আগামী জুন ২০১৬ এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায় বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ২৬.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে প্রায় ৯৯.৯৭% সফলতা অর্জিত হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পাইপ লাইন নির্মাণ এবং গ্রাহক গ্যাস সংযোগ প্রদানের বিবরণ:

গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণঃ

কোম্পানির বিদ্যমান নেটওয়ার্কের আওতায় নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদানে সরকারি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় গত বছরের ন্যায় এ অর্থ বছরেও পাইপ লাইন নির্মাণের কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে আবাসিক সংযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে প্রত্যাহার হওয়ায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৮ ইঞ্চি ৩.৫১৩ কিঃ মিঃ, ৬ ইঞ্চি ০.০০৭ কিঃ মিঃ, ২ ইঞ্চি ০.৮৪৮ কিঃ মি, ১ ইঞ্চি ০.৬৫৬ কিঃ মি এবং ৩/৪ ইঞ্চি ১৪৯.৪১৭ কিঃ মি অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যাসের মোট ১৫৪.৪৪১ কিঃ মিঃ গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়।

গ্রাহক গ্যাস সংযোগঃ

আবাসিক গ্যাস সংযোগ ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহক প্রতিষ্ঠানে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদানে সরকারী নিষেধাজ্ঞা থাকায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের বাজেটের আওতায় কোন গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে আলোচ্য অর্থ বছরে পিজিসিএল-এর আওতাভূক্ত এলাকায় মোট ২৩৫০৮ টি নতুন আবাসিক সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আলোচ্য অর্থ বছরে মোট ৩টি ক্যাপটিভ পাওয়ার ও ২টি সিএনজি ষ্টেশনে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল)

বর্তমান সময় পর্যন্ত ভোলা শহরে ৩০৯৫টি টি আবাসিক সংযোগের জন্য ০.২৯৩২৮ এমএমসিএফডি, ১টি রেস্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টে ৯.০০০ এমএমসিএফডি, ২২৫ মেঃ টঃ (কম্বাইন্ড সাইকেল) পাওয়ার প্ল্যান্টে ৩৫ এমএমসিএফডি গ্যাস ব্যবহার করছে। এছাড়া, বর্তমানে ০২টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং আরও ০২টি বাণিজ্যিক ও ০১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদানের বিষয়াদি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে আরও ০১টি ২২৫ মেঃ ওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট ও ০১ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে মঞ্জুরী পত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রক্রিয়াধীন সংযোগ ও মঞ্জুরী প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্যাস সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হলে ভবিষ্যতে সর্বমোট প্রায় ৮৫ এমএমসিএফডি গ্যাস প্রয়োজন হবে।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কোম্পানি মোট ৯০.৯০৬ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় বাবদ ২৬২৮.৬৮ লক্ষ টাকা এবং গ্যাস সংযোগ ফি, কমিশনিং ফি, মিটার রেন্ট, এনার্জি বিলিং ইত্যাদি খাতে ২৬৫.৯৬ লক্ষ টাকা আয়সহ সর্বমোট ২৮৯৪.৬৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করেছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এ আয়ের পরিমাণ ছিল ৮২০.৭৮ লক্ষ টাকা। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্য ২১১৯.৩২ লক্ষ এবং বিতরণ ব্যয় ৪৪২.২২ লক্ষ টাকাসহ মোট রাজস্ব ব্যয় ২৫৬১.৫৪ লক্ষ টাকা। অন্যান্য নন অপারেটিং আয়, ব্যাংক সুদ খাতে আয়, শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিল খাতে প্রভিশন ইত্যাদি বিবেচনায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে করপূর্ব ও কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিমান যথাক্রমে ৫৫৩.০৫ লক্ষ ও ৩৫৯.৪৮ লক্ষ টাকা। বিগত অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৩.২৬ লক্ষ ও ৪১.১২ লক্ষ টাকা।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পে জিওবি বরাদ্দের বিপরীতে ১৫৩.০৭ লক্ষ টাকা সরকারি বিনিয়োগ এবং কোম্পানির রেভিনিউ রিজার্ভ ৩৫৯.৪৮ লক্ষ টাকার কারণে মূলধন ৫১২.৫৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পের জিওবি ঋণ ২২৯.৬০ লক্ষ টাকা ও বৈদেশিক (এডিবি) ঋণ ১৫৫.৪৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িতব্য Extension of Gas Distribution Network in Bhola and New Network at Borhanuddin প্রকল্পের জন্য ঋণ গ্রহণের ফলে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা হতে প্রাপ্ত ঋণ ১৩২৫.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কোম্পানির ১০৯.৬৩ লক্ষ টাকার স্থায়ী সম্পদ ক্রয় এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয় খাতে ৯৩.১৪ লক্ষ টাকা প্রভিশন করা হয়েছে। এছাড়া আলোচ্য অর্থবছরে প্রকল্পের চলমান ব্যয় ১২০০.৬৮ লক্ষ টাকা ওয়ার্ক-ইন-প্রগ্রেস খাতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। স্থায়ী আমানত হিসাব খাতে সুদ বাবদ অর্জিত অর্থ পুন:বিনিয়োগ হওয়ায় স্থায়ী আমানত ২৩.৫৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)

বাংলাদেশে সিএনজি সম্প্রসারন কার্যক্রমঃ

আশি'র দশক হতে আরপিজিসিএল সিএনজি প্রযুক্তির পথ প্রদর্শক হিসেবে বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বায়ু-দুষণরোধ, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ও মানসম্মত বহুমুখী ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আরপিজিসিএল গ্যাস খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসুচি বাস্তবায়নে সর্বদা সচেষ্ট ও অঙ্গীকারবদ্ধ। সিএনজি'র নিরাপদ ও মানসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমুহ নিম্নরূপঃ

- সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও কনভারসন ওয়ার্কশপ স্থাপনের অনুমোদন প্রদান ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে সেবা ফি আদায়।
- কোমস্পানির জোয়াসাহারাস্থ নিজস্ব সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে সিএনজি বিক্রয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান।
- কোম্পানির সেন্ট্রাল ও জোনাল ওয়ার্কশপ হতে ক্রেডিট/নগদ সুবিধায় গাড়ি কনভারসন, টিউনিং, সিলিন্ডার রি-টেস্টিং সেবা প্রদান।
- সিএনজি সংশ্লিষ্ট আমদানিকৃত মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি এসআরও-এর আওতায় ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সিএনজি কার্যক্রম তদারকি ও পরীবিক্ষণ সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পরিচালনা।
- সিএনজি বিষয়ক কারিগরি ও নিরাপত্তামূলক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- পাঁচ বছর অন্তর অন্তর গাড়িতে সংযুক্ত ও ক্যাসকেড সিএনজি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ।
- সিএনজি ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- লিফলেট ও ব্রশিওর বিতরণ এবং বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
- সিএনজি যানবাহন সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনাসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান।

এ ছাড়াও, সময় সময় সরকার ও পেট্রোবাংলা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালন করা হয়।

সারাদেশে ২৩টি জেলায় গ্যাস নেটওর্য়াকের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জুন' ২০১৫ইং পর্যন্ত ৫৪৮ টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন এবং ১৮০ টি যানবাহন রুপান্তর কারখানা চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে বিদ্যমান পেট্রোলপ্রান্তে ৩২টি, ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে ৪৫৩টি, বরাদ্দপ্রাপ্ত সরকারি জমিতে ৬২টি এবং আরপিজিসিএল-এর প্রধান কার্যালয়ে নিজস্ব আঙ্গিনায় ০১টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন চলমান রয়েছে। এ সকল সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে প্রতিদিন ২.৫ লক্ষের অধিক যানবাহনে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সিএনজি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের আলোকে অনুমোদনপ্রাপ্ত সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রুপান্তর কারখানার অনুমোদনের বিপরীতে নির্ধারিত ফি আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জুন' ২০১৫ পর্যন্ত ৩০০টি সিএনজি স্টেশন ও ৬৯টি সিএনজি কনভারশন ওয়ার্কশপ হতে অনুমোদন ফি বাবদ প্রায় ৯৩.৬৬ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশে সিএনজি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের একটি চিত্র প্রদান করা হল:

সরকারিভাবে অনুমোদিত ১৮০টি সিএনজি কনভারশন ওয়ার্কশপ থেকে প্রাপ্ত মাসিক প্রতিবেদন এবং বিআরটিএ'র তথ্য মোতাবেক সারাদেশে চলমান সিএনজি চালিত যানবাহনের সংখ্যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

অর্থ বছর	স্থাপিত সিএনজি ফিলিং স্টেশনের (সংখ্যা)	স্থাপিত সিএনজি কনভারশন ওয়ার্কশপের (সংখ্যা)	রূপান্তরিত গাড়ির (সংখ্যা)	মোট সিএনজিচালিত গাড়ির (সংখ্যা)
-১-	-২-	-৩-	-৪-	-৫-
১৯৮৩-২০০০	০৭	০১	১৩৭৯	১৩৭৯
২০০০-২০০১	০২	০১	৮৩৯	৮৩৯
২০০১-২০০২	০৩	০৩	৪৫১৬	৪৫১৬
২০০২-২০০৩	০৬	০৩	১৮৮	১০৫৭১
২০০৩-২০০৪	৪১	১৯	৮৫৭৫	৯৩০৮
২০০৪-২০০৫	৪১	২২	১০১৩৫	১০৫২৫
২০০৫-২০০৬	২৩	৩১	২৬০৩২	৩৮৩১৩
২০০৬-২০০৭	৪২	২৮	২৫৯৭৪	৩৮৪৫৪
২০০৭-২০০৮	৮৫	১৩	২২৭১৮	২৪০৮২
২০০৮-২০০৯	২১৩	২০	২৪৫১৬	২৬১৪১
২০০৯-২০১০	১১৯	২৯	২৮৬৭৬	২৯৫৭৪
২০১০-২০১১	৫	১০	১৩৩৪৩	১৩৪৭৬
২০১১-২০১২	-	-	৫৭৯২	৫৮৮১
২০১২-২০১৩	-	-	৪৩৮২	৪৩৮৯
২০১৩-২০১৪	-	-	৬৪৮৭	৬৪৮৭
২০১৪-২০১৫	০২	-	৩২৫১৬	৩৯৫৩৯
মোট =	*৫৮৯টি*	*১৮০টি*	২১৬০৬৮টি	২৬৩৪৭৪টি

গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিসমূহ (টিজিটিডিসিএল/বিজিএসএল/জেজিটিডিএসএল/কেজিটিডিসিএল এবং পিজিসিএল) হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জুন' ২০১৫ পর্যন্ত ৫৪৮টি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১০২ এমএমসিএম প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে, যা দেশের মোট ব্যবহারের প্রায় ৫% । জ্বালানি তেলের পরিবর্তে সিএনজি ব্যবহারের ফলে জ্বালানি আমদানি খাতে সরকারের প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১০৭১ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে। সিএনজি'র বহুল ব্যবহারের কারণে বায়ুদুষণের মাত্রা ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে। বায়ুদুষণ রোধকল্পে সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণে সরকার কর্তৃক অতীতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর ন্যাচারাল গ্যাস ভেহিক্যাল (আইএএনজিভি) হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী সিএনজি চালিত যানবাহনে মোট সিএনজি ব্যবহারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৯ম এবং যানবাহনের ঘনত্বের হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়ায় ২য় ও বিশ্বে ৬ষ্ঠ ।

সিএনজি ফিলিং স্টেশন/ সিএনজি ওয়ার্কশপ মনিটরিং:

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বেসরকারীখাতে চলমান সিএনজি স্টেশন/কনভারশন ওয়ার্কশপের মধ্যে ১০০টি সিএনজি স্টেশন এবং ১০টি যানবাহন রুপান্তর কারখানা কোম্পানির প্রকৌশলী ও কারিগরী কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত সিএনজি স্টেশন/ওয়ার্কশপ প্রাঙ্গণে নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশনাবলীর বিপরীতে অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আরপিজিসিএল কর্তৃক তা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় ।

গ) সিএনজি সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা মনিটরিংঃ

দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত সিএনজি সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সরেজমিন পরিদর্শন ও তদারকি করা হয়ে থাকে। দুর্ঘটনা পরিদর্শন পরবর্তী সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। এ যাবৎ দেশের বিভিন্ন সিএনজি স্থাপনায় এবং বিভিন্ন সড়ক/মহাসড়কে প্রায় ৬০টি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। সম্ভাব্য যে সকল কারণে সিএনজি সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তা নিম্নরুপঃ

ক) অনুমোদিত ও মানসম্মত সিএনজি সিলিন্ডার, সিএনজি কিট ও যন্ত্রাংশ ব্যবহার না করা ।

খ) চালকদের অসচেতনতা ও বেপরোয়া গাড়ী চালনা ।

গ) সিএনজি চালিত যানবাহনের নিরাপত্তা বিষয়ে গাড়ী চালকের প্রশিক্ষণ না থাকা ।

ঘ) ইলেকট্রিক সর্ট সার্কিট ও ইঞ্জিনে ওভার হিটের কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে ।

সিএনজি বিষয়ক কারিগরি ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান:

সিএনজি সম্প্রসারণের এযাবৎ আরপিজিসিএল এর খিলক্ষেতস্থঃ সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও রুপান্তর কারখানায় হাতে কলমে অনুমোদিত বিভিন্ন সিএনজি রুপান্তর কারখানা ও ফিলিং স্টেশনের অপারেটর, মেকানিক ও সুপারভাইজারসহ মোট ৯৮৩ জন-কে সিএনজি বিষয়ক কারিগরি ও নিরাপত্তামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সিএনজি বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ:

আরপিজিসিএল কর্তৃক সিএনজি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সিএনজি'র মানসম্মত ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞপ্তি প্রচারসহ লিফলেট ও ব্রশিওর বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে স্থাপিত সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও যানবাহন রুপান্তর কারখানাসমূহ কোম্পানির প্রকৌশলী ও কারিগরি কর্মকর্তা কর্তৃক সময় সময় পরিদর্শনের মাধ্যমে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সিএনজি সিলিন্ডার পুণঃপরীক্ষা কার্যক্রম:

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রজ্ঞাপন ও সিএনজি বিধিমালা' ২০০৫ অনুযায়ী সিএনজিচালিত যানবাহনে ব্যবহৃত সিলিন্ডারসমুহ প্রতি ০৫ বছর অন্তর অন্তর পুনঃপরীক্ষার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিষয়টি সিএনজিচালিত যানবাহন ব্যবহারকারীর জান ও মালের নিরাপত্তার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এ বিষয়ে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানের সাথে সময় সময় যোগাযোগ করা হয়। সিএনজি সিলিন্ডার রিটেষ্টিং বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন লিফলেট ও ব্রশিওর বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। আরপিজিসিএল-এর দুটি রিটেষ্টিং সেন্টারে ২০১৪-২০১৫ অর্থবৎসরে ১৭১৫টি সহ এ যাবৎ ৩৮০০টি সিএনজি সিলিন্ডার রিটেষ্ট করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৪০,০০০টি সিএনজি সিলিন্ডার রিটেষ্ট করা হয়েছে।

সিএনজি কার্যক্রম (সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ, খিলক্ষেত):

আরপিজিসিএল-এর প্রধান কার্যালয়স্থ সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৮১টি গাড়ি সিএনজিতে রুপান্তর করা হয়েছে। যানবাহন রুপান্তরের বিপরীতে এবৎসর ৩৫.৭৯ লক্ষ টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। অর্থ বৎসরে কোম্পানির সিএনজি স্টেশন থেকে ১.৭৪ এমএমসিএম সিএনজি বিক্রয় করা হয়েছে এবং অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ ৫২২.৪৯ লক্ষ টাকা। এছাড়া সিএনজি চালিত যানবাহনে খুচরা যন্ত্রাংশ সংযোজন করে নগদ ও ক্রেডিট সহ ১৬.৬৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

আলোচ্য অর্থ-বছরে সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে ০৫ বছর বা ততোধিক ব্যবহৃত ১১২৫টি সিএনজি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ করা হয়েছে। সিলিন্ডার রি-টেষ্টিং খাতে নগদে ৩৩.০৩ লক্ষ টাকা এবং ৩০১ টিউনিং এর বিপরীতে ০.৩১ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

জোনাল ওয়ার্কশপ, রায়েরবাগ, যাত্রাবাড়ী:

কোম্পানির দনিয়াস্থ জোনাল ওয়ার্কশপে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ০৬টি যানবাহন সিএনজিতে রুপান্তর করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে জোনাল ওয়ার্কশপে ০৫ বছর বা ততোধিক ব্যবহৃত ৫৯০টি সিএনজি সিলিন্ডার পুনঃপরীক্ষণ করা হয়েছে যা হতে ১৭.০৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। সিএনজি চালিত যানবাহনের টিউনিং, সিলিন্ডার সার্ভিসিং ও টিউনিং/পুর্নাঙ্গ কীট ওয়াশ, স্পেয়ার পার্টস সংযোজন কার্যক্রম চলমান আছে। এ কাজে সরকারি, আধাসরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন যানবাহনসমূহে নির্ধারিত ফি'র বিপরীতে বর্ণিত গ্রাহক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সিলিন্ডার টেষ্ট, সিএনজি-তে যানবাহন রুপান্তর ও স্পেয়ার পার্টস সংযোজন বাবদ মোট রাজস্ব আয় ২৬.৩০ লক্ষ টাকা।

এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন ও বিপণন:

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে দেশজ খনিজ সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার কারিগরিভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। জ্বালানি আমদানি হ্রাস, দূষণমুক্ত জ্বালানি উৎপাদন ও গ্যাস ক্ষেত্রসমুহ হতে প্রাপ্ত এনজিএল এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির অধীনে ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৯৮ সালে কৈলাশটিলায় এলপিজি প্ল্যান্ট (ইউনিট-১) নির্মিত হয়। পরবর্তীতে অক্টোবর ২০০৭ সালে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্ল্যান্ট-১ এর সন্নিকটে আরো একটি এনজিএল ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট (ইউনিট-২) টার্ণ-কী ভিত্তিতে বিদেশী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থাপন ও কমিশনিং পূর্বক চালু করা হয়েছে। প্ল্যান্ট দু'টির মাধ্যমে এনজিএল এবং কনডেনসেট প্রক্রিয়াকরণ করে সালফার ও সীসামুক্ত পরিবেশবান্ধব এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদিত এলপিজি বিপিসি'র প্রতিষ্ঠান কৈলাশটিলাস্থ 'এলপি গ্যাস লিমিটেড'-এর মাধ্যমে এবং উৎপাদিত এমএস ও এইচএসডি বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানি (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা) মাধ্যমে বিপণন করা হচ্ছে।

এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন এবং বিপণনের তুলনামূলক বিবরণীঃ

অর্থ বছর	কাঁচামাল		উৎপাদন			বিপণন			প্রসেস লস (%) (ভরের ভিত্তিতে) *আয়তনের ভিত্তিতে
	এনজিএল (লিটার)	কনডেনসেট (লিটার)	এলপিজি (মে. টন)	এমএস (লিটার)	এইচএসডি (লিটার)	এলপিজি (মে. টন)	এমএস (লিটার)	এইচএসডি (লিটার)	
১৯৯৮-০৮ (ক্রমপুঞ্জিত)	২৪৮,১০৩,৯২১	১২,২১০,৩৮২	৬১,৫০৩	১৩৪,৪৫৭,৮৯৩	৩,২৬১,৪৫১	৬১,৪৫৮	১৩৩,৩৯০,৪০৭	২,৯৯৭,০০০	-
২০০৮-০৯	২৩,৪৭৬,০০০	৩০,৪০৮,০৯১	৫,২৫৬.২৮২	৩৪,৭৪৭,৯৩৪	৭,৯১২,৫৪৯	৫,২১৯.৯৭৭	৩৪,৮৫৭,০০০	৭,৭৬৭,০০০	৪.০০*
২০০৯-১০	২৩,৮৭৮,৪০০	২১,৫২৭,৩৫৫	৪,৩৩০.০০১	৩১,৩০০,৩৪৯	৫,৪৮৬,১৫০	৪,৩৫৮.৮৩৫	৩০,৭০৮,০০০	৫,৭০৬,০০০	২.৪২*
২০১০-১১	৩১,২২৪,০০০	২৫,৩৮৮,৬৭১	৭,৮৫৪.১৪২	৩৩,৯৩১,২৯২	৭,১২৩,৮৬০	৭,৮৪৮.৪৯৬	৩৩,৮৫৮,০০০	৭,১৫৫,০০০	২.৫৪*
২০১১-১২	৩৩,৭৯৩,০০০	২৬,০১০,৬৪৬	৮,১১৭.২৯৯	৩৭,০১৪,১৯৬	৭,০৬৬,০০৩	৮,০৮১.৮৭০	৩৭,১০২,৫০০	৭,০২০,০০০	২.২৯
২০১২-১৩	২৯,২৫৫,০০০	১৮,১৮৩,৫৩৬	৫,৭৪৬.৭১৩	৩১,১৬৫,৩৩০	৫,০৮৩,৪৬১	৫৭৯৪.৯৯১	৩১,৬২৬,০০০	৪,৯৯৫,০০০	১.৭৮
২০১৩-১৪	২৭,৬৯৫,০০০	২৬,৯৭১,৫৫৯	৬,২৪৯.৫৫৮	৩৩,৪৫৯,১৯০	৭,৮৩৮,৬৩৪	৬২০৪.৬৪০	৩৩,২৮২,০০০	৭,৭১৩,০০০	২.৭৫
২০১৪-১৫	২৭,৬২৩,০০০	৩৭,২৯৮,৪২১	৬,৬৯৯	৩৯,৮৯৫,২৫৫	১১,১২১,২০৬	৬,৭০৭	৪০,৭৬১,০০০	১১,০০৭,০০০	২.৪৩

বি.দ্রঃ মার্চ ১৯৯৮ হতে কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-১ এবং অক্টোবর-২০০৭ হতে কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট-২ এ উৎপাদন শুরু হয়। প্ল্যান্ট-১ এ এনজিএল প্রসেস করে এলপিজি ও এমএস উৎপাদন করা হয় এবং প্ল্যান্ট-২ এ এনজিএল প্রসেস করে এলপিজি ও এমএস এবং কনডেনসেট প্রসেস করে এমএস ও এইচএসডি উৎপাদন করা হয়।

গৃহীত কাঁচামাল এনজিএল ও কনডেনসেট-এর পরিমাণ, এলপিজি, এমএস ও এইচএসডি-এর উৎপাদন, মজুদ ও বিপণন এবং মাসিক/বাৎসরিক প্রসেস লসের পরিমাণ ৩ মাস অন্তর নিয়মিতভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের কৈলাশটিলা প্ল্যান্টের প্রসেস লস (ভরের ভিত্তিতে) ২.৪৩%। কৈলাশটিলা প্ল্যান্টের প্রসেস লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি সার্বিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট হ্যান্ডলিং কার্যক্রম:

সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহ যেমন আন্তর্জাতিক গ্যাস কোম্পানি শেভরন-এর বিবিয়ানা ও জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ডস এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেডের বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডস-এর গ্যাসের উপজাত হিসেবে প্রাপ্ত কনডেনসেট (অপরিশোধিত তেল) জিটিসিএল-এর মালিকানাধীন ৬ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইন-এর মাধ্যমে আশুগঞ্জে প্রেরণ করা হয়।

সিলেট এলাকা হতে প্রেরিত কনডেনসেট আশুগঞ্জে স্থাপিত আরপিজিসিএল-এর দুটি স্টোরেজ ট্যাংকে গ্রহণ ও মজুদ করে সেখান থেকে বিপিসি'র পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা তৈল বিপণন কোম্পানির মাধ্যমে জাহাজযোগে চট্টগ্রামস্থ ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড-এ পরিশোধনের জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করাই আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার মূল কাজ। এছাড়া, জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে জরুরী প্রয়োজনে এ স্থাপনা হতে ট্যাংক লরিযোগে কনডেনসেট ডেলিভারি প্রদানের জন্য 'লোডিং-বে' নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে শেভরনের বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে কনডেনসেট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পাইপলাইনের মাধ্যমে আরপিজিসিএল-এর আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ বর্ধিত কনডেনসেট উৎপাদনের প্রেক্ষাপটে, বিপিসি'র তৈল বিপণন কোম্পানিসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট কনডেনসেট সরবরাহের জন্য সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। আরপিজিসিএল-এর আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা হতে নদী পথে জাহাজযোগে কনডেনসেট সরবরাহের নিমিত্ত চুক্তি অনুযায়ী বে-সরকারি উপরোক্ত দু'টি প্রতিষ্ঠানসমুহের নিকট ইতোমধ্যেই কনডেনসেট সরবরাহ শুরু করা হয়েছে।

আশুগঞ্জ প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত ও সরবরাহকৃত কনডেনসেটের তুলনামূলক বিবরনী নিম্নরূপঃ

সময়কাল	কনডেনসেট হ্যান্ডলিং (লক্ষ লিটার)		
	গ্রহণ	সরবরাহ	প্রান্তিক মজুদ
২০০১-২০১০	১৩৫৪২	১৩৫৪২	১৪
২০১০-২০১১	৮০৮	৮০৭	১৫
২০১১-২০১২	৭৯৩	৭৯৯	২৯
২০১২-২০১৩	৮৩৬	৮৩৯	২৬
২০১৩-২০১৪	৪৫৪	৪৭৮	২
২০১৪ -২০১৫	৮৫০	৮৪৪	৮
মোট	১৭২৮৩	১৭৩০৯	-

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে জুন মাসে বেসরকারিখাতে কনডেনসেট ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর জাহাজযোগে ৩৫,০৬,১৭৭ লিটার কনডেনসেট সরবরাহের বিপরীতে (প্রতি লিটার ১ টাকা হারে) আরপিজিসিএল ৩৫.০৬ লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম পেয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)

কয়লা উৎপাদন ও উন্নয়নঃ

১২১২ ফেইস থেকে ১৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ থেকে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়। ফেইসটির ডিজাইন স্ট্রাইক লেঙ্থ ৪৪৩.০০ মিটার এবং ফেইস লেঙ্থ ১৫৪.৫০ মিটার। ৩০ মার্চ ২০১৫ তারিখে ফেইসটি ৪৩৭ মিটার রিট্রিট করে কয়লা উৎপাদন শেষ করা হয়। ফেইসটি থেকে ৫ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সর্বমোট ৫,৫৯,৭৫৭ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়।

১২০৮ ফেইস হতে ৭ জুন ২০১৫ তারিখে কয়লা উৎপাদন শুরু হয়। ফেইসটির ডিজাইন স্ট্রাইক লেঙ্থ ৫৫৯ মিটার এবং ফেইস লেঙ্থ ১২৪.৫০ মিটার। ৩০ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ফেইসটি প্রায় ৮৫ মিটার রিট্রিট করে প্রায় ৭৫,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়। ফেইসটি থেকে মোট ৪.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লার উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে ৬.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন শেষে ২০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে এ ফেইস থেকে কয়লা উৎপাদন সম্পন্ন হয়।

আলোচ্য আর্থবছরে রোডওয়ে উন্নয়ন থেকে ৪১,০১৮.৫০ মেট্রিক টনসহ মোট ৬,৭৫,৭৭৫.৫০ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন হয়েছে। এ সময় ১২১২, ১২০৮ উৎপাদন ফেইস এবং ডেডিকেটেড এয়ার রিটার্ণ রোডওয়ে (আংশিক)-এর মোট ৩,০২৮.২০ মিটার উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে।

প্রযুক্তি হস্তান্তরঃ

চুক্তি অনুযায়ী কনসোর্টিয়াম বাংলাদেশী জনবল-কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রযুক্তি হস্থান্তরসহ পরবর্তীতে খনি পরিচালনার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে চুক্তির প্রথম দুই বছরে ১৭ জন কর্মকর্তা আন্ডারগ্রাউন্ড অপারেশন, ভেন্টিলেশন এন্ড সেফটি, সার্ভে এবং সারফেস অপারেশন এর উপর দক্ষতার সহিত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বর্তমানে ১ জুন ২০১৪ তারিখ হতে ২য় গ্রুপে ১১ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। এছাড়া বিসিএমসিএল পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ডিএমটি কনসালটিং লিমিটেড এর সঙ্গে ২ জন কর্মকর্তা সংযুক্ত থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

কনসোর্টিয়াম তাদের অধীনে কর্মব্রত ৮৬৯ জন বাংলাদেশী শ্রমিক কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। কনসোর্টিয়াম চুক্তিকালীন সময়ের মধ্যে সকল বাংলাদেশী শ্রমিকদের-কে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলবে। কনসোর্টিয়াম চুক্তির প্রথম বছরে ৬৫ জন, ২য় বছরে ৫৭ জন, ৩য় বছরে ৫১ জন এবং ৪র্থ বছরে ৪৭ জন সাধারণ শ্রমিক কে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলেছে।

উত্তরাংশে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাইঃ

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উত্তর অংশে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা আহরণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক ইতোমধ্যে বাস্তব কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে খনির উত্তর অংশে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা আহরণের সমীক্ষা/সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য উক্ত এলাকায় Detailed Hydrogeological Study and Ground Water Modeling কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন Institute of Water Modeling (IWM) এর সঙ্গে ০৮-১০-২০১২তে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় আইডব্লিউএম Topographic Survey, Hydrogoelogoical test boring, Exploration drilling, Groundwater level monitoring, Dupitila aquifer test, Geophysical Survey, Surface resistivity Survey ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করে একটি সুনির্দিষ্ট মতামত সম্বলিত রিপোর্ট ১২-১১-২০১৪ তারিখে দাখিল করে। রিপোর্টটি রিভিউ কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নের পর বিসিএমসিএল পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত রিপোর্ট এবং রিপোর্টের উপর বিসিএমসিএল এর মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন পেট্রোবাংলায় এবং পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও আইডব্লিউএম-এর সুপারিশের ভিত্তিতে কোল বেসিনের উত্তর অংশের ২.৮১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বিস্তারিতভাবে আর্থকারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার অনুমোদন চেয়ে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বড়পুকুরিয়া কোল বেসিনের উত্তরাংশে ২.৮১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়ে ভূতাত্ত্বিক জরীপ অধিদপ্তরের মতামত গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ (জিএসবি) বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে উল্লিখিত এলাকায় আর্থকারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। সমীক্ষা প্রতিবেদনে উন্মুক্ত খনি বাস্তবায়ন করা সবদিক দিয়ে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত এলাকা থেকে প্রতিবছর ৪০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিসিএমসিএল ও এক্সএমসি/সিএমসি কনসোর্টিয়ামের মধ্যে সম্পাদিত বর্তমান এমপিএমএন্ডপি চুক্তির আওতায় বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্রের সেন্ট্রাল ও সাউদার্ণ অংশে ৫টি হাইড্রোজিওলজিক্যাল বোরহোল ড্রিলিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। চূড়ান্ত রিপোর্ট কনসোর্টিয়াম কর্তৃক বিসিএমসিএল বরাবরে দাখিল করা হয়েছে।

আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি পাকা ব্যারাক নির্মাণঃ

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ইনফ্লুয়েন্স জোনসহ মাইনিং এলাকায় বসবাসকারি ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার হামিদপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ পলাশবাড়ীতে ৩০ একর জমির উপর নির্মিত আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের কাজ জানুয়ারি ২০১৫ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত আশ্রায়ন-২ প্রকল্পে ৫ ইউনিট বিশিষ্ট ৬৪টি পাকা ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে। খনির ইনফ্লুয়েন্স জোনসহ মাইনিং এলাকায় বসবাসকারি ভূমিহীন পরিবারগুলি বর্তমানে সেখানে বসবাস করেছেন।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেডঃ

মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনির শিলা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমজিএমসিএল এবং জার্মানিয়া-ট্রেষ্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি) এর মধ্যে গত ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে "Management of Operation and Development, Production, Maintenance and Provisioning Services" সংক্রান্ত ১৭১.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী জিটিসি ছয় বছরে ৯২ লক্ষ মেট্রিক টন শিলা উৎপাদনসহ ১২টি স্টোপ ও ভূ-গর্ভস্থ রোডওয়ে এর উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। এরই ধারাবাহিকতায় জিটিসি গত ২৪ ফেব্রুয়ারী হতে ১ম শিফট এবং ১৭-০৫-২০১৪ তারিখে ২য় শিফটের কার্যক্রম শুরু করে। বিগত অর্থ-বছরে খনি হতে মোট ৯,৩১,৪৭৬ মেট্রিক টন শিলা উৎপাদিত হয়েছে। এ সময় মোট ৫,১৫,৪৯৭.১৭ মেট্রিক টন শিলা বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে খনিতে ৭৫৮ জন খনি শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া খনি হতে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন শুরু হওয়ায় শিলা বিক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। মধ্যপাড়া খনি বাংলাদেশের একমাত্র ভূ-গর্ভস্থ শিলা খনি। এ খনি হতে উৎপাদিত শিলা দেশের চাহিদা মেটানোসহ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় সম্ভব হচ্ছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পেট্রোবাংলা ও ইহার অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

সরকারি কোষাগারে পরিশোধিত অর্থের পরিমাণঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সংস্থা/কোম্পানির নাম	খাত ভিত্তিক সরকারি কোষাগারে পরিশোধিত টাকার পরিমাণ						সর্বমোট
		সম্পূরক শুল্ক ও মুসক	কর্পোরেট ট্যাক্স	সিডি/ভ্যাট	ডিএসএল	রয়্যালটি	ডিভিডেন্ড	
১।	পেট্রোবাংলা	৭৪৩.৭০	২২১.৯৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৬৫.৬৯
২।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোং লিঃ	২১৭৭.৮৩	১৭.৯৩	০.০০	৩৮.৩৮	০.০০	৩৬.১৬	২২৭০.৩০
৩।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ	৫৩১.১৪	১৫৫.৬১	০.০০	৩.৪৩	০.০০	১৭৮.৬৫	৮৬৮.৮৩
৪।	বাপেক্স	২৬৮.৬২	১৪.৩৫	০.০০	১০.৩২	০.০০	১৭.২৯	৩১০.৫৮
৫।	তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লিঃ	০.০০	৩৬২.২৪	২৩.৫৪	২৯.৫৩	০.০০	৩৭৫.০৮	৭৯০.৩৯
৬।	জালালাবাদ গ্যাস টি এন্ড ডি সিস্টিমস লিঃ	০.০০	২৮.৭৯	০.৭৬	২.৫১	০.০০	৪৫.৭৯	৭৭.৮৫
৭।	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	৬৭.০০	৫.৩৭	২.৭০	০.০০	৩৯.০৮	১১৪.১৫
৮।	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ	০.০০	১০.১৯	২৫.৩৭	০.০০	০.০০	৭২.২৯	১০৭.৮৫
৯।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ	০.০০	৭.২০	০.০০	১৫.৭০	০.০০	৪.২৪	২৭.১৪
১০।	সুন্দরবন গ্যাস কোং লিঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ	১৭.২৭	১৮.৪৬	৮.০০	২০.১২	২৩.৩৬	৬০.০০	১৪৭.২১
১২।	মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোং লিঃ	১১.৩১	৬.১৮	৬.৪৪	০.০০	১.১৯	০.০০	২৫.১২
১৩।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ	০.০০	১৮.২৩	২৪.০২	৮৬.৭৩	০.০০	১৬২.৭০	২৯১.৬৮
১৪।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোং লিঃ	০.০০	১৮.৯৯	৪৯.০৮	২৯.৮২	০.০০	১৫.৪৫	১১৩.৩৪
সর্বমোট =		৩৭৪৯.৮৭	৯৪৭.১৬	১৪২.৫৮	২৩৯.২৪	২৪.৫৫	১০০৬.৭৩	৬১১০.১৩

বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প/উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড

পেট্রোবাংলার ও ইহার অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য/উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ডঃ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্পঃ

১) বানপাড়া-রাজশাহী গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন প্রকল্প।

২) তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ এবং এ ফিল্ডের মূল্যায়ন।

৩) সাপ্লাই ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট অব তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি।

৪) বাপেক্স এর গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সালদা # ৩, ৪ ও ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫)।

খ) নিজস্ব তহবিলভুক্ত প্রকল্পসমূহঃ

১) বিবিয়ানা-ধনুয়া গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প।

গ) জিডিএফভুক্ত প্রকল্পঃ

১) ১৫০০ এইচপি রিগ সংগ্রহ।

২) বাপেক্সের ৫টি কূপ খনন (শাহবাজপুর # ৩, ৪ বেগমগঞ্জ # ৩ সেমুতাং # ৬ ও শ্রীকাইল # ৩)।

৩) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ।

৪) স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ।

৫) রুপগঞ্জ তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ প্রকল্প।

৬) বাখরাবাদ ৫নং কূপ পুনঃ সম্পাদন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

ক) মোবারকপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পঃ

মোবারকপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পটির পিসিপি বিগত ২২.০২.২০০৬ তারিখে মোট টাঃ ৫৬০৪.০০ লক্ষ (স্থানীয় মুদ্রায় টাকা ২১৫৫.০০ লক্ষ এবং নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় টাঃ ৩৪৪৯.০০ লক্ষ) ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ১৬.০৩.২০০৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ৩০.০৩.২০১০ তারিখে মোট টাকা ৮৯২৬.০০ লক্ষ (স্থানীয় মুদ্রায় টাকা ২৭৪২.০০ লক্ষ এবং বৈদেশিক মুদ্রায় টাঃ ৬১৮৪.০০ লক্ষ) ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। একইসঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩১.১২.২০১১ তারিখ পর্যমত বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের মেয়াদ জুন'২০১৩ ও ডিপিপি (২য়) সংশোধনীসহ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০.০৬.২০১৫ এবং ৩১.১২.২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত টাকা ২৬৭১.০০ লক্ষ এর বিপরীতে টাকা ১৩৭০.৮৫ লক্ষ ব্যয় হয়। বৈদেশিক মালামাল ক্রয় খাতে ব্যয়ের পরিমাণ টাকা ৩৫৫.০০ লক্ষ। আলোচ্য অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫১.৩২% অর্জিত হয়। চীন হতে নতুন ক্রয়কৃত 1500 HP (বিজয়-১২) রিগ মোবারকপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন কাজে নিয়োজিত করা হয়। রিগ ও রিগ যন্ত্রপাতি সংযোজন, কমিশনিং ও টেস্টিং করে ২২/০৮/২০১৪ তারিখে কূপ খনন শুরু করে ৩০-০৬-২০১৫ তারিখ পর্যমত ৪৩৭৯ মিটার পর্যন্ত খনন কাজ সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু খনন কাজ চলাকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যা উদ্ভুত হওয়ায় কোম্পানির কারিগরি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাপেক্স বোর্ডের অনুমোদনের আলোকে M/s. Halliburton Inc. এর সহযোগিতায় পরবর্তী অপারেশন পরিচালনা প্রক্রিয়াধীন আছে।

খ) প্রকিউরমেন্ট অব স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট প্রকল্পঃ

গত ২৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে "প্রকিউরমেন্ট অব স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট" প্রকল্পের ডিপিপি এবং ১৫ মে ২০১৪ তারিখে প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদিত হয়। আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত এবং প্রকল্প ব্যয় ৪৬১৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রকল্প ব্যয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১৫৩৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১৫০৮.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা লক্ষ্য মাত্রার শতকরা ৯৮.২৭ ভাগ। প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন একটি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন টাইপ গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট বেগমগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে স্থাপন ও কমিশনিং এবং ১ সেট Early Production Facility (Well Testing Unit) রূপগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে কমিশনিং করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে।

গ) প্রকিউরমেন্ট অব গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট ফর শাহবাজপুর ফিল্ড প্রকল্পঃ

সংশোধিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। অনুমোদিত সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ৭৭.৮১ কোটি টাকা যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ৬৭.৪৩ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে দৈনিক ৭০ মিলিয়ন (২?৩৫) ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন টাইপ প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। গত ১৬ মে ২০১৫ হতে ভোলাস্থ পিডিবির নবনির্মিত পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টসহ অন্যান্য গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করে প্ল্যান্ট কমিশনিং এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্ল্যান্টের মাধ্যমে দৈনিক ৪০-৪২ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

ঘ) প্রসেস প্ল্যান্ট প্রকল্প (শ্রীকাইল):

চুক্তি মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অংশ অর্থাৎ ১২,৯৯৬,৪১২.০০ মার্কিন ডলারের এর বিপরীতে ১৮-০২-২০১৫ তারিখে এলসি খোলা হয়েছে। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এলসি নিশ্চিৎ হয়েছে এবং এলসি নিশ্চিৎ হওয়ার পর ৩৬৫ দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্র, মুরাদনগর, কুমিল্লায় প্রসেস প্ল্যান্টের যাবতীয় মালামাল সরবরাহপূর্বক স্থাপন করে কমিশনিং কার্য সম্পন্ন করবে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপি'তে ১১৫৩৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে যার মধ্যে নঃবৈঃমুদ্রা ১০২০০.০০ লক্ষ টাকা এবং সে আনুযায়ী এডিপি ২০১৫-১৬ অনুমোদিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বরাদ্দ বিভাজন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সেপ্টম্বর-অক্টোবর ২০১৫ মাসে রাজস্ব ও মূলধন খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ২.৭৪ লক্ষ টাকা।

Turn-key চুক্তির টাইম সিডিউল অনুযায়ী প্রসেস প্ল্যান্টের Basic Design সম্পন্ন করা হয়েছে, Detail Engineering অনুমোদন দেয়া হয়েছে, প্রসেস প্ল্যান্ট ম্যাটেরিয়াল এর ক্রয় প্রক্রিয়া/Fabrication চলছে। কন্ট্রোল বিল্ডিং ও জেনারেটর হাউজ এর Lay-out Plan I Detail Engineering অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং সে আনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে। ইতি মধ্যে দুটি জাহাজীকরণ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে যার ইনভয়েস মূল্য ১০,৯০,৫০০.০০ ইউএসডি।

ঙ) রূপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পঃ

রূপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পের মেয়াদকাল ছিল জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫ পর্যমন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৭০০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে, ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে রূপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম শেষ করার জন্য ৭৮টি খাতে ৬১৭ লক্ষ টাকা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল যার মধ্যে ৫৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সর্বমোট ৬১৩৪.৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে রূপগঞ্জ # ১ কূপ হতে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের প্রস্তুতি রয়েছে।

চ) ১৫০০ হর্স পাওয়ার রিগ সংগ্রহ প্রকল্পঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও উৎপাদান কূপ খনন তরান্বিত করার জন্য বাপেক্স এর খনন সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১টি ১৫০০ হর্স পাওয়ার AC-AC VFD Type Land Drilling Rig Accessories with Supporting Service ক্রয়ের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।

প্রকল্পটি জুলাই ২০১২ হতে শুরু হয়ে জুন ২০১৫ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১টি আধুনিক ১৫০০ হর্স পাওয়ার AC-AC VFD Type Land Drilling Rig and Rig Accessories with Supporting Service এবং আবাসনের জন্য Caravan ক্রয় করা হয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী রিগ সরবরাহকারী M/s. Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. Ltd, China জানুয়ারি ২০১৪ রিগ জাহাজীকরণ করে রিগ ও রিগ যন্ত্রপাতি দেশে পৌছার পর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রিগটি মোবারকপুর খনন প্রকল্পে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পে রিগ প্রস্তুতকারীর Engineer কর্তৃক রিগটির Erection, Testing and Commissioning কাজ সম্পন্ন করা হয়। রিগ Commissioning শেষে মোবারকপুর খনন প্রকল্পের খনন কাজ শুরু করা হয়। উক্ত রিগ দ্বারা মোবারকপুর খনন প্রকল্পে ৪৩৬৯ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাপেক্স এর খনন ও প্রকৌশল বিভাগের ২৫ জন কর্মকর্তাকে রিগ প্রস্তুতকারীর Manufacturing Yard প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং রিগ Erection, Testing and Commissioning এর সময়ে রিগ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীগণ বাপেক্স এর সংশ্লিষ্ট জনবলকে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৫ তারিখে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

ছ) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর # ২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্পঃ

শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর # ২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্পটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় কর্তৃক ২৭/১০/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদকাল ১/১০/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬ পর্যমত ধার্য রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় নগদ বৈদেশিক মুদ্রা ৪৮৮৫.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ৭৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ভূমি উন্নয়ন, এপ্রোচ রোড নির্মাণ এবং বিভিন্ন রকমের বৈদেশিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন খাতে ৬২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রকল্প এলাকায় মাটির অভাব ও ড্রেজিং এর সময় পানির অভাবের কারণে মাটি ভরাট কাজ অনেকাংশে ব্যহত হয়। কিছু ক্ষেত্রে দরপত্র পুনঃ আহবান ও মূল্যায়ন করে কার্যাদেশ প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় আর্থিক অগ্রগতি কিছুটা কম হয়। নতুন প্রকল্প ও নানা প্রতিকূলতা সত্বেও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক ছিল।

জ) সালদা # ৩, ৪ ও ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫ গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্পঃ

দেশের গ্যাস সংকট নিরসনে কার্যকরি ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বাপেক্স-এর নিজস্ব দুইটি গ্যাস ক্ষেত্রে ২টি করে ৪টি উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে জাতীয় গ্রীডে ৬০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে ২৪০২৯.৯০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ ৩০৫৬৪.০০ লক্ষ টাকায় "সালদা # ৩, ৪ ও ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫ গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি ৫ অক্টোবর, ২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে প্রকল্পের অধীনে ৪টি কূপ ওয়ার্ক ওভার অন্তর্ভুক্ত করে এবং বিদ্যমান প্রসেস প্লান্টের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরো ৪ X ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন প্রসেস প্ল্যান্ট ক্রয়, বাস্তবায়নকাল জুলাই' ২০১০ হতে জুন' ২০১৫ ধার্য করে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি ০৭ জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই' ২০১০ হতে জুন' ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

প্রকল্পের অধীনে সালদা # ৩নং কূপ খনন করে ডিসেম্বর, ২০১১ হতে ২০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ কূপ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ হতে ২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ আরম্ভ করা হয়। ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ সালে ফেঞ্চুগঞ্জ # ৫ কূপ খনন শেষে ডিএসটিতে প্রাপ্ত গ্যাসের সাথে অতিরিক্ত পানি এবং বালি আসার কারণে কূপটি সাসপেনডেড অবস্থায় রাখা হয়েছে। সালদা # ৪ কূপ ২৬৮৪ মিটার খনন করার পর পাইপ স্ট্যাক হয়ে যায়। পাইপ অবমুক্ত করা সম্ভব না হওয়ায় সিমেন্ট প্লাগ করে গ্যাস জোন আইসোলেশন করা হয়েছে এবং সাইডট্রাকিং করার জন্য মেসার্স হ্যালিবার্টন ইন্টারন্যাশনাল এর সংগে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ৪টি ৩০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন স্কিড মাউন্টেড প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ করা হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের বিপরীতে ৯৪.৬৩ লক্ষ টাকা ছাড় হয়। ৯২.৭৭ (বিরানববই কোটি সাতাত্তর লক্ষ মাত্র) কোটি টাকা ব্যয় হয় যা সংশোধিত আরএডিপি লক্ষ্যমাত্রার ৯৪.৫৮%।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হল:

"বাখরাবাদ গ্যাস ক্ষেত্র পুনঃউন্নয়ন (১ম পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ সালে বাপেক্স-এর পি-৮০ রিগ দ্বারা বাখরাবাদ ৫ নং কূপ ওয়ার্কওভার করা হয়। ওয়ার্কওভারকালে এ রিগের কার্যক্ষমতা কম থাকায় সম্ভাবনাময় গ্যাস জোনে পৌঁছা সম্ভব না হওয়ায় পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্তানুযায়ী কূপটিকে সাময়িকভাবে abandon করা হয়। পরবর্তীতে বাপেক্স এর বিজয়-১১ রিগের মাধ্যমে কূপটিকে পুনঃসম্পাদনের লক্ষ্যে জিডিএফ অর্থায়নে বৈদেশিক মুদ্রায় ৭.৩৫ কোটি টাকাসহ মোট ৪২.৭৫ কোটি টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। কূপটির পুনঃসম্পাদন কাজ মার্চ, ২০১৪ এ শুরু হয়ে অক্টোবর, ২০১৪ এ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে কূপটি থেকে দৈনিক ৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। নির্ধারিত বাস্তবায়ন মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৪ এ অনুমোদিত ৪২.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে ৩৮.৬০ কোটি টাকায় প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে বিজিএফসিএল এবং এসজিএফএল এর সমন্বিত প্রকল্পের আওতায় বিজিএফসিএল অংশের তিতাস ফিল্ডে ৪টি নতুন কূপ (নং-১৯, ২০, ২১ ও ২২) খনন ও প্রতিটি দৈনিক ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন এবং এসজিএফএল অংশের রশীদপুর ফিল্ডে ১টি নতুন কূপ (নং-৮) খনন ও গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় বিজিএফসিএল অংশে ১১৩৫.২৫ কোটি টাকা ও এসজিএফএল অংশে ১৬৫.২৫ কোটি টাকাসহ মোট ১৩০০.৫০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় তিতাস ২০, ২১, ২২ ও ১৯ নং কূপের খনন ও কমপ্লিশন কাজ আগস্ট, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪ সময়ে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তিতাস ২০ নং কূপ হতে দৈনিক ১০ মিলিয়ন, তিতাস ২২ নং কূপ হতে দৈনিক ১৭ মিলিয়ন ও তিতাস ১৯ নং কূপ হতে দৈনিক ১৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। তিতাস ২১ নং কূপের কমপ্লিশন শেষে ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখ হতে কূপটি থেকে দৈনিক ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়। অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ২০ জুন, ২০১৪ তারিখ থেকে কূপটি হতে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ আছে। এ কূপ হতে গ্যাস পুনঃউৎপাদনের লক্ষ্যে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি প্রসেস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে কূপগুলো হতে উৎপাদিত গ্যাস প্রসেস করা হচ্ছে।

তিতাস ফিল্ডে সম্পাদিত ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের আলোকে পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্তানুযায়ী গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) এর অর্থায়নে "তিতাস ২৭ নং কূপ খনন" প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮.৫০ কোটি টাকাসহ মোট ৯৪.২৫ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় তিতাস ২৭ নং কূপের খনন কার্য ২০ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে বাপেক্স কর্তৃক শুরু হয় এবং খনন সম্পন্নের পর ১০ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখ হতে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা হয়। বর্তমানে কূপটি হতে দৈনিক ১৭ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। বাপেক্স ও বিজিএফসিএল এর মজুদকৃত খনন মালামাল দিয়ে কূপটির খনন কার্য সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের আওতায় ৭টি গ্রুপের সকল খনন মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাখরাবাদ ফিল্ডে উৎপাদনরত কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সাল হতে ভাড়া ভিত্তিতে বুস্টার কম্প্রেসর স্থাপনের মাধ্যমে উক্ত ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত রাখা হয়। এ ফিল্ডের কূপসমূহের গ্যাসের চাপ যে হারে হ্রাস পাচ্ছে তাতে স্থাপিত বুস্টার কম্প্রেসর এর মাধ্যমে মার্চ, ২০১৬ এর পরে সঞ্চালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব নয় বিধায় ভাড়া ভিত্তিতে স্থাপিত বুস্টার কম্প্রেসরসমূহ নতুন ক্রয়তব্য কম্প্রেসরের মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের জন্য জিডিএফ-এর অর্থায়নে অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রায় ৯৪.৮০ কোটি টাকাসহ ১১৯.৭৫ কোটি টাকায় 'বাখরাবাদ ফিল্ডে গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় দৈনিক ১৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি (তিন) গ্যাস কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে কৃতকার্য দরপত্রদাতার সাথে ২৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের আওতায় আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ প্রতিটি দৈনিক ১৫ মিলিয়ন ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি কম্প্রেসর স্থাপনসহ কমিশনিং ও টেষ্টিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)

বাস্তবায়িত প্রকল্প/উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ডঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্থায়নের উৎস/পরিমান (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০১	এপ্রাইজাল অব গ্যাস ফিল্ডস (৩-ডি সাইসমিক), এসজিএফএল অংশ। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল জানুয়ারী ২০০৬ - জুন ২০১৬	গ্যাস উৎপাদনের জন্য কূপ খনন/ ওয়ার্কওভার বা এতদসংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে রিজার্ভয়ারের সঠিক চিত্র পাওয়া।	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ৩৭৫৯.২১, জি ও বি ৩৮৬০.৬৮ ও নিজস্ব অর্থায়ন ৩১৪৫.১১ সহ মোট ১০৭৫৫.০০	রশিদপুর ফিল্ডে ৩২৫ বর্গ কিঃ মিঃ, কৈলাশটিলা ফিল্ডে ১৯০ বর্গ কিঃ মিঃ এবং সিলেট ফিল্ডে ১৯০ বর্গ কিঃ মিঃ অর্থাৎ মোট ৭০৫ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে।
০১।	অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্রাক প্রোগাম (এসজিএফএল অংশ)। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল জুলাই ২০১০ - মার্চ ২০১৬	দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের এসজিএফএল অংশের আওতায় রশিদপুর ফিল্ডে ১টি নতুন কূপ (কূপ নং ৮) খনন করা।	জি ও বি ১৬৫২৫.০০	৪ জুন ২০১৪ তারিখে রশিদপুর ৮ নং কূপ spud-in করে খনন কার্যক্রম ০৭-০৮-২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। রশিদপুর-৮ নং কূপের আপার গ্যাস স্যান্ড (১৪৭৫-১৪৯৭ মিটার এমডি) হতে দৈনিক প্রায় ১৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ২৭-০৮-২০১৪ তারিখ থেকে উত্তোলন করা হচ্ছে।
০২।	কৈলাশটিলা স্ট্রাকচারে ০১ টি মূল্যায়ন তেল কূপ/উন্নয়ন গ্যাস কূপ খনন (কৈলাশটিলা-৭)। **বাস্তবায়নের মেয়াদকাল** সেপ্টেম্বর ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৫	কৈলাশটিলা ৭ নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ৫০০ ব্যারেল তেল অথবা দৈনিক ২৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা। এর ফলে জাতীয় পেট্রোলিয়াম পণ্য/গ্যাস চাহিদা আংশিকভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে।	জিডিএফ ২১৮১৮.৭৯	কৈলাশটিলা-০৭ নং কূপের খনন কার্যক্রম (Spud-in) ১৭-১০-২০১৪ তারিখে শুরু করে ৮-৩-২০১৫ তারিখে শেষ করা হয় এবং ২৬-৩-২০১৫ তারিখে উৎপাদন পরীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উক্ত কূপ হতে দৈনিক প্রায় ৭/৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ৫-৯-২০১৫ তারিখ হতে জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সরবরাহ করা হয়।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি নতুন নতুন পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করেছে। নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, সার্ভিস সংযোগ ও পাইপলাইন মডিফিকেশন/পুনর্বাসন/সংস্কারমূলক কার্যক্রমে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নির্মিত ৩৮৩.৫৩কি.মি.সহ কোম্পানির মোট পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১২,৮৮৯.০৩ কি.মি.।

ক) সিস্টেম লস হ্রাসকরণ কার্যক্রম :

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এবং তিতাস ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সিস্টেম লস হ্রাসকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অসাধু গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের লক্ষ্যে কোম্পানি কর্তৃক বিশেষ পরিদর্শন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কোম্পানির সিস্টেম লসের পরিমাণ ৩.৮৯% ।

খ) অবৈধ সংযোগ বৈধকরণ সংক্রান্ত তথ্য:

সরকার কর্তৃক আবাসিক খাতে নতুন গ্যাস সংযোগ উন্মুক্তকরণের ঘোষণার পর অবৈধ সংযোগ বৈধকরণের লক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত ২০ জুন ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত গ্যাস সংযোগ বৈধকরণের জন্য আবেদন পাওয়া যায়। প্রাপ্ত আবেদনের মধ্যে (১) বিদ্যমান সংযোগ হতে হাউজ লাইন বর্ধিত করে অবৈধভাবে চুলা বৃদ্ধি, (২) কোম্পানি কর্তৃক রাইজার উত্তোলন করা হয়েছিল কিন্তু সংযোগ দেয়া হয়নি এ রকম রাইজার হতে অবৈধভাবে সংযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং (৩) বৈধ বিতরণ লাইন থেকে গৃহীত আত্মস্বীকৃত অবৈধ (গ্রাহক সংকেত সংবলিত ও গ্রাহক সংকেত ব্যতীত উভয় ধরণের) গ্যাস সংযোগ - এ তিন শ্রেণির আবেদনকারীর অবৈধ গ্যাস সংযোগ কতিপয় শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে বৈধ করা হচ্ছে। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ১৫,২২২ জন আবেদনকারীর বিপরীতে ৫৪,৩৬২টি চুলা নিয়মিত করণের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা বাবদ প্রায় ৩৭.০০ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

গ) অবৈধ গ্যাস পাইপলাইন অপসারণ/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ:

তিতাস গ্যাস পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ থেকে মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে অবৈধ গ্যাস বিতরণ লাইন উচ্ছেদের অংশ হিসেবে তিতাস গ্যাস অধিভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কোম্পানির পরিদর্শন টীম কর্তৃক জুন ২০১৫ পর্যন্ত মোট ১৫১টি অভিযানের মাধ্যমে প্রায় ২৬২ কিলোমিটার পাইপলাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। উক্ত অভিযানের ফলে আনুমানিক ৯০ হাজার অবৈধ চুলার গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এ অভিযান অব্যহত আছে।

ঘ) পাইপলাইন নির্মাণ/উন্নয়ণ কার্যক্রম:

- ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা যথা: (ক) রোড নং-৩ ও ৪, ব্লক-সি, সেকশন-১২, মিরপুর; (খ) রোড নং ৭, ব্লক-ই, সেকশন-১২, মিরপুর; (গ) পশ্চিম কাফরুল; (ঘ) পূর্ব রাজাবাজার, তেজগাঁও; (ঙ) আরজতপাড়া (হোল্ডিং নং-৯৪/৩ হতে ৪৪৭), তেজগাঁও; (চ) চায়না বিল্ডিং, রসুলবাগ, লালবাগ, আজিমপুর; (ছ) রোড নং-৩, ব্লক- খ, পিসি কালচার হাউজিং, শেখেরটেক, আদাবর; (জ) তল্লাবাগ, রায়েরবাজার, হাজারীবাগ; (ঝ) জাহানারা গার্ডেন, গ্রীন রোড; (ঞ) মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার অধীন মাঠপাড়া; (ট) রোড নং-৫, ব্লক- সি, সেকশন-৬, মিরপুর; (ঠ) পূর্ব কাজীপাড়া ও সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর; (ড) ঢাকা শহরের এলিফ্যান্ট রোড (বাটা সিগন্যাল);(ঢ) উত্তর গজমহল, হাজারিবাগ এবং পূর্ববাড্ডা পোস্ট অফিস রোডের পাঁচতলী কবরস্থান এলাকা ও উত্তর কাফরুল, ঝিলপাড় এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে বিভিন্ন ব্যাসের (১"-৪") x ৫০পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- বাংলাদেশ রেলওয়ের টঙ্গী-ভৈরব সেকশনে ডাবল ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলাকালীন প্রকল্পের আওতায় সাপমারা মৌজা, দৌলতকান্দী, ভৈরব এলাকায় ১৬" ব্যাসের গ্যাস পাইপলাইন; পুবাইল, টঙ্গী এলাকায় ৬" ব্যাসের গ্যাস পাইপলাইন; নিমতলী, মিরেরবাজার, টঙ্গী এলাকায় ৬" ব্যাসের গ্যাস পাইপলাইনের নিরাপত্তার স্বার্থে সাপমারা মৌজা, দৌলতকান্দী, ভৈরব; পুবাইল, টঙ্গী; নিমতলী, মিরেরবাজার, টঙ্গী এলাকায় রেলওয়ে ট্র্যাক অতিক্রমকারী গ্যাস পাইপলাইনের কেসিং পাইপ সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- নারায়ণগঞ্জ, গোদনাইল, পাগলা, ফতুলস্না, পঞ্চবটি, মুক্তারপুর ও মুন্সিগঞ্জ এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপজনিত সমস্যা দূরীকরণ ও প্রয়োজনীয় চাপে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ, বিশেষ করে শিল্প গ্রাহকগণের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে সিদ্ধিরগঞ্জ হতে গোদনাইল টিবিএস পর্যন্ত ১৬" ব্যাস x ৩০০ পিএসআইজি x ৬.০ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন, গোদনাইল টিবিএস হতে পঞ্চবটি ডিআরএস পর্যন্ত ১২" ব্যাস x ১৪০পিএসআইজি x ৮.০ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন এবং গোদনাইল টিবিএস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- জিটিসিএল কর্তৃক নির্মিত বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের সাথে মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংযোগের লক্ষ্যে জিটিসিএল অফটেক হতে মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আরএমএস পর্যন্ত ২০" ব্যাস x ১০০০পিএসআইজি x ৬০০মি. লিংক লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- জিটিসিএল কর্তৃক নির্মিত বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের সিদ্ধিরগঞ্জ আরএমএস অফটেক হতে টিজিটিডিসিএল কর্তৃক নির্মিত সিদ্ধিরগঞ্জ-গোদনাইল ১৬" ব্যাস x ৩০০পিএসআইজি গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে আরএমএস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- গাজীপুর-জয়দেবপুর এলাকায় গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে শ্রীপুর উপজেলায় তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বিপরীত পার্শ্বে ১২" ব্যাস x ১৪০পিএসআইজি x ৩০০ মি. গ্যাস পাইপলাইন প্রতিস্থাপন/পুন:স্থাপন কাজ করা হয়।

- জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪ লেন-এ উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ নির্বিঘ্ন রাখার স্বার্থে প্রকল্প এলাকায় কোম্পানির মোট ৩৭ টি ভাল্ব স্থানান্তর করা হয়।
- নারায়ণগঞ্জ শহরের কালিরবাজার এলাকায় ফ্রেন্ডস মার্কেটের সম্মুখস্থ শায়েস্থা খান রোড ও সিরাজ-উ-দ্দৌলা রোডে ১" ব্যাস x ৫০পিএসআইজি x ৩৬৭মি. গ্যাস পাইপলাইন পুন:নির্মাণ/পুনর্বাসন কাজ।
- খিলগাও ফ্লাইওভার এর সায়েদাবাদ প্রান্তে প্রস্তাবিত নতুন লুপ (২য় ফেজ) বরাবর পাইপলাইন স্থানান্তর/পুনর্বাসন কাজ করা হয়।
- এলজিইডি'র অর্থায়নে এফডিসি গেট সংলগ্ন মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার বরাবর ৩" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি x ৩৬ মি. গ্যাস পাইপলাইন পুনর্বাসন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

ঙ) পূর্ত কার্যক্রম :

ডেমরা সিজিএস এলাকায় আনসার শেড নির্মাণ, ঘোড়াশাল জিপিএস আরএমএস স্টেশনের কন্ট্রোল ভবন দোতলাকরণ, মিরপুর মাজার রোডস্থ কোম্পানির পরিবহন পুলে নিরাপত্তা কক্ষ ও হেরিংবোন বন্ড রাস্তা নির্মাণ, ঘোড়াশাল জিপিএস এলাকায় আনসার শেড, ওয়াকওয়ে ও ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ এবং আবিবি-গাজীপুর কার্যালয়ে মিটার টেস্টিং ক্রু রুম নির্মাণ কাজ করা হয়েছে।

চ) IT System-এর আধুনিকায়ন :

কোম্পানির বিদ্যমান কম্পিউটার সিস্টেমটি Proprietary Base Close System হওয়ায় যুগপোযোগী ওয়েব বেইজ Online সুবিধা না থাকায় কোম্পানি Total Integrated Open Architectural কম্পিউটার সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করে। সকল পর্যায়ে কাজে গতিশীলতা আনয়ন এবং গ্রাহক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রোপাইটরী বেইজ কম্পিউটার সিস্টেম থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদার নিরিখে আধুনিক ও যুগপোযোগী কম্পিউটার সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপনের জন্য "Procurement of Hardware and Software, Development of Customized Software and Data Migration" শীর্ষক দরপত্রের বিপরীতে M/S. Divine IT Ltd., Business Land Ltd. & Right Brain Solution Ltd. (JV) নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে কোম্পানির গত ০২ মার্চ ২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির আলোকে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সরবরাহ করা হয়েছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ সকল জোন/জোনাল বিক্রয় অফিসে নেটওয়ার্কিং (খঅঘ) স্থাপন করা হয়েছে। বিলিং সফটওয়্যারের প্রাথমিক ভার্সন-এ গ্যাস বিল প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে এবং অন্যান্য সফটওয়্যার তৈরী প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রস্তাবিত কাজ সম্পন্ন হলে নিম্নবর্ণিত সুবিধা পাওয়া যাবে :

- ইন্টিগ্রেটেড একাউন্টিং সফটওয়্যার চালু হলে পেট্রোবাংলা, মন্ত্রণালয়, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর চাহিদা/নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা সহজতর এবং নির্ভুলভাবে দ্রুমত সময়ের মধ্যে হিসাব চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে।
- সম্মানিত গ্রাহকগণ দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের Online সুবিধার মাধ্যমে এবং মোবাইল অপারেটরের Point of Sale (POS)-এর মাধ্যমে বিল পরিশোধসহ Credit Card-এরমাধ্যমেও বিল পরিশোধ করতে পারবেন।
- ব্যাংক বা Point of Sale (POS) এ গমন না করেও গ্রাহকগণ বিল পরিশোধ করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব হতে বিলের অথের্র পরিমাণ ডেবিট-এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা সম্ভব হবে।
- বিল পরিশোধের সাথে সাথেই কোম্পানির বিলিং ডাটাবেইজ আপডেট হবে।
- Billing Software Web base হবে বিধায় গ্রাহকগণ Online সুবিধা পাবে।
- কোম্পানির সকল পর্যায়ে কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- সময়োপযোগী গ্রাহক সেবা প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)

ক) বেগমগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড হতে মাইজদী লেটারেল লাইনে গ্যাস সরবরাহের নিমিত্ত পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পঃ

বেগমগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদিত গ্যাস মাইজদী লেটারেল লাইনে সরবরাহ করে বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে বিরাজমান গ্যাস সংকট সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৫৯৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বিজিডিসিএল পরিচালনা পর্ষদের ৪৭২তম সভায় অনুমোদিত হয়। অনুমোদন মোতাবেক বেগমগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড হতে মাইজদী লেটারেল লাইনের সেতুভাঙ্গা পর্যন্ত ৮? ব্যাস ও ১০ বার চাপ বিশিষ্ট ৫৩৭৬ মিটার ও বেগমগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের অভ্যন্তরে ৬? ব্যাস ও ৩০ বার চাপ বিশিষ্ট ২০৭ মিটার পাইপলাইন নির্মাণ ও বেগমগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের অভ্যন্তরে ২০ এমএমসিএফডি ক্ষমতার একটি আরএমএস স্থাপন করা হয়।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)

কোম্পানির কর্মকর্তাদের আবাসনের জন্য চান্দগাঁও আবাসিক এলাকায় বিদ্যমান এ, বি এবং সি টাইপের তিনটি আবাসিক ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি আবাসিক ভবন পুনঃনির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০তলা বিশিষ্ট 'সি' টাইপ ভবন পুনঃনির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। 'বি' টাইপ ভবন নির্মাণের জন্য ডিজাইন, ড্রয়িং ও প্রাক্কলন প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অচিরেই দরপত্র আহবান করা হবে। পর্যায়ক্রমে 'এ' টাইপ আবাসিক ভবনও পুনঃনির্মাণ করা হবে। ডিআরএস সমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নিরাপত্তা বেষ্টনী পুনঃনির্মাণসহ অপারেটরদের জন্য কক্ষ নির্মাণ কার্যক্রম চলছে। প্রধান কার্যালয়ের নিরাপত্তার লক্ষ্যে সিসিটিভি সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম স্থাপনের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আবাসিক গ্রাহকদের নথি সংরক্ষণের জন্য রাজস্ব ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন কক্ষে ওয়াল ক্যাবিনেট নির্মাণ কাজ চলছে।

বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ কোম্পানির ৬০/১৫০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম হতে ২১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ৩৫০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস পাইপলাইন এবং চট্টগ্রাম রিং মেইন পাইপলাইন হতে সেমুতাং গ্যাস ফিল্ড পর্যন্ত ১০ ইঞ্চি ব্যাসের ৯৬০ পিএসআইজি চাপের গ্যাস পাইপলাইন রয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৩/৪ ইঞ্চি হতে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ১২৪.৮৩ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কোম্পানিতে চলমান কোন প্রকল্প ছিল না। তবে কোম্পানিতে নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়েছেঃ

(ক) আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ২৩,৫০৮ টি দ্বৈত চুলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) "Shifting, Installation and Related works of Pabna DRS at Pabna Regional Office Complex from existing Pabna DRS area at Mahendrapur, Pabna " শীর্ষক কাজ ।

(গ) "Construction of Ishwardi DRS (140-60 Psig) at PGCL, Ishwardi complex " শীর্ষক কাজ ।

রুপান্তরিত প্রকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)

আরপিজিসিএল-এর আশুগঞ্জ স্থাপনায় কনডেনসেট গ্রহণপূর্বক Barge Facility এর মাধ্যমে নদীপথে কনডেনসেট সরবরাহ করা হচ্ছে। পেট্রোবাংলার নির্দেশনায় প্রতিকূল পরিস্থিতিসহ যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় বিকল্প ব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে সড়ক পথে কনডেনসেট সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও আনুষঙ্গিক সুবিধাধিসহ ০২টি লোডিং-বে স্টেশনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

এছাড়াও, আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৩০ লক্ষ লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ২নং স্টোরেজ ট্যাংকের বটম মেরামত, সংস্কার এবং কমিশনিং কাজ শেষে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ইনফ্লুয়েন্স জোনসহ মাইনিং এলাকায় বসবাসকারী ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার হামিদপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ পলাশবাড়ীতে ৩০ একর জমির উপর নির্মিত আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের কাজ জানুয়ারি ২০১৫ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত আশ্রায়ন-২ প্রকল্পে ৫ ইউনিট বিশিষ্ট ৬৪টি পাকা ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে।

খনির নিরাপত্তার স্বার্থে আপৎকালীন সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এমপিএমএন্ডপি চুক্তির শর্তানুযায়ী দু'টি ৩.০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর স্থাপনের অংশ হিসেবে ১টি ৩.৫ মেগাওয়াট এবং অপর ১টি ৩.৩৮ মেগাওয়াট, ৬০০০ ভোল্ট ডিজেল জেনারেটর স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে নতুন স্থাপিত জেনারেটর দু'টির বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ অব্যাহত আছে। খনি হতে এলটিসিসি পদ্ধতিতে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ভূ-গর্ভে পানি নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত পানি ভূ-গর্ভ থেকে সারফেসে উত্তোলনের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভের পাম্পিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য -৪৩০ মিঃ লেভেল-এ পুরাতন ৩টি ৫০০ কিলোওয়াট (৫০০ ঘনমিটার/ঘন্টা) ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প ৩টি নতুন ১৮০০ কিলোওয়াট (৭২০ ঘনমিটার/ঘন্টা) ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত -৪৩০ মিঃ লেভেল-এ অতিরিক্ত ৫০০ কিলোওয়াট (৫০০ ঘনমিটার/ঘন্টা) ক্ষমতা সম্পন্ন পুরাতন একটি পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে সামগ্রিকভাবে ভূ-গর্ভের পানি উত্তোলনের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা বর্তমানে ৩২৮০ ঘনমিটার/ঘন্টা। এছাড়া সারফেস ও আন্ডারগ্রাউন্ডে ফ্রেশ ওয়াটারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তৃতীয় একটি ডিপ পাম্প স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ফ্রেশ ওয়াটার রিজার্ভ ট্যাংক হতে ওভারহেড ট্যাংকে পানি উত্তোলনের জন্য বিদ্যমান ৪টি সাপ্লাই পাম্পের অতিরিক্ত আরো ০২টি ১৮.৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন করেছে।

গ্যাসট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটে (জিটিসিএল)

- বনপাড়া-রাজশাহী গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প;
- তিতাস গ্যাসফিল্ড (লোকেশন-সি-বি-এ) হতে তিতাস-এবি পাইপলাইন পর্যন্ত ১০? ব্যাসের ৭.৭০ কিঃ মিঃ আন্তঃসংযোগ পাইপলাইন প্রকল্প;
- বিবিয়ানা-ধনুয়া ৩৬? ব্যাসের ১৩৭ কিঃ মিঃ সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প ।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোম্পানিসসূহের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেয় । ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিজিএফসিএল এর অধীনে বাস্তবায়ধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় তিতাস, বাখরাবাদ, সিলেট, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের রিজার্ভয়ার স্ট্রাকচারে গ্যাস মজুদের পরিমাণ, স্ট্রাকচারের বিস্তৃতিসহ সার্বিক ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ণয়ের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় । প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় বিজিএফসিএল অংশের জন্য প্রকল্প সাহায্য ২৯.২৪ কোটি টাকাসহ মোট ৮৫.১৫ কোটি টাকা । প্রকল্পের আওতায় বিজিএফসিএল অংশে তিতাস স্ট্রাকচারে ৩৩৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ সম্পন্নপূর্বক ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন শেষে ০৩ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন পাওয়া যায় । প্রতিবেদন তিতাস ফিল্ডে সর্বমোট ১১টি নতুন কূপ খননের প্রস্তাব করা হয়েছে । যার মধ্যে জিডিএফ অর্থায়নে তিতাস ২৭ নং কূপ খনন সম্পন্ন করা হয়েছ এবং এডিবি অর্থায়নে তিতাস ফিল্ডে ৪টি কূপ (তিতাস- ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬) খননের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে । এ প্রকল্পের আওতায় বাখরাবাদ স্ট্রাকচারে ২১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ সম্পন্নপূর্বক ডাটা প্রসেসিং ও ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন শেষে ১৮ মার্চ, ২০১৪ তারিখে চূড়ান্ত জরিপ প্রতিবেদন পাওয়া যায় । প্রতিবেদন সর্বমোট ৩টি নতুন কূপ খননের প্রস্তাব করা হয়েছে । তন্মধ্যে বাখরাবাদ ১০ নং কূপ খননের কার্যক্রম জিডিএফ অর্থায়নে প্রক্রিয়াধীন আছে ।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর অর্থায়নে Expert Consultants নিয়োগের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তদানুযায়ী সর্বোচ্চ ৫টি কূপের ওয়ার্কওভার/রিমেডিয়াল কাজ সম্পাদন এবং ৪টি নতুন কূপ (কূপ নং ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬) খনন ও প্রতিটি দৈনিক ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি প্রসেস প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় । প্রকল্পের অনুমোদিত সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় সাহায্য ৬৮৫.৬০ কোটি টাকাসহ মোট ৯০৯.৩০ কোটি টাকা । প্রকল্পের আওতায় তিতাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়োজিত পরামর্শকগণ ২৯ জুন হতে ২৬ জুলাই, ২০১১ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা করে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে । প্রতিবেদনের আলোকে তিতাস ফিল্ডের ত্রুটিপূর্ণ কূপসমূহের রিমেডিয়াল কার্যক্রম সম্পন্নের লক্ষ্যে জিডিএফ অর্থায়নে "তিতাস ফিল্ডের গ্যাস উদগিরণ এলাকার কূপসমূহের ওয়ার্কওভার" শীর্ষক একটি আলাদা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন আছে । প্রকল্পের আওতায় ৬টি গ্রুপের সকল খনন মালামাল সাইটে পৌঁছেছে । এছাড়া তিতাস ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের আওতায় ৪টি কূপ খনন এবং ২টি প্রসেস প্লান্ট সহাপনের জন্য ২ টি পৃথক লোকেশনে মোট ১৪.৯৯৩৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে । অধিগ্রহনকৃত এলাকায় ভূমি উন্নয়ন, রিটেইনিং ওয়াল, বাউন্ডারি ওয়াল, সংযোগ সড়ক, সিকিউরিটি পোষ্ট, আনসার সেড নির্মাণ ও ১টি রিগ প্যাড ফাউন্ডেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে । বর্তমানে অবশিষ্ট ১টি রিগ প্যাড ফাউন্ডেশন কাজ চলছে । তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা ও কতিপয় মালামালসহ খনন ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে কৃতকার্য দরপত্রদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । চুক্তির আওতায় বৈদেশিক ঠিকাদারের মাধ্যমে ৪টি কূপের মধ্যে তিতাস ২৫ নং কূপের খনন ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে শুরু হয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে 'এ' স্যান্ড জোনে ৩৫৬০ মিটার গভীরতায় কূপটির কমপ্লিশন সম্পন্ন হয়েছে । বর্তমানে তিতাস ২৬ নং কূপ খনন চলছে। পর্যায়ক্রমে তিতাস ২৩ ও ২৪ নং কূপ খনন করা হবে । প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে আহবানকৃত আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে কৃতকার্য দরপত্রদাতার সাথে ০১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে । প্রসেস প্লান্টের অধিকাংশ মালামাল প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে এবং অবশিষ্ট মালামাল জাহাজীকরণ করা হয়েছে । ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রসেস প্লান্ট সহাপনের লক্ষ্যে অধিকাংশ পূর্ত কাজ শেষ হয়েছে । এছাড়া প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উঙও আহবানের বিপরীতে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহের কারিগরি ও আর্থিক মুল্যায়ন প্রতিবেদন এডিবি ও বিজিএফসিএল বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে । বর্তমানে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন আছে । বর্ণিত কূপগুলো খননের মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৮০-১০০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ।

বাস্তবায়নাধীন "তিতাস গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উদগীরণ নিয়ন্ত্রণ এবং এ ফিল্ডের মূল্যায়ন ও উন্নয়ন" প্রকল্পে নিয়োজিত বৈদেশিক বিশেষজ্ঞগণের সুপারিশের আলোকে পেট্রোবাংলার সিদ্ধান্তানুযায়ী তিতাস ফিল্ডের ত্রুটিপূর্ণ কূপসমূহের রিমেডিয়াল কার্যক্রম গ্রহণ তথা তিতাস গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস উদগীরণ সমস্যা হ্রাসকল্পে জিডিএফ অর্থায়নে বৈদেশিক মুদ্রায় ৬৩.৫৫ কোটি টাকাসহ মোট ২৩৫.০০ কোটি টাকা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৫টি গ্রুপের ওয়ার্কওভার মালামাল ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ৪টি ক্যাটাগরিতে তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের লক্ষ্যে কৃতকার্য দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫টি কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে শুরুর লক্ষ্যে ঠিকাদার কর্তৃক রিগ ফাউন্ডেশন মডিফিকেশনের কাজ শেষ হয়েছে। বাপেক্স এর মাধ্যমে ৫টি কূপের মধ্যে তিতাস ১১ নং কূপ ওয়ার্কওভার ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখে শুরু হয়ে ১৮ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে সম্পন্নের পর বিদ্যমান গ্যাস উৎপাদন বজায় রাখা হচ্ছে। বর্তমানে তিতাস ১০ কূপ ওয়ার্কওভার শুরুর প্রস্তুতি চলছে। কূপগুলো সফল ওয়ার্কওভার এর মাধ্যমে তিতাস ফিল্ডে সংঘটিত গ্যাস উদগীরণ সমস্যার পূনারাবৃত্তি রোধ করা ছাড়াও দৈনিক অতিরিক্ত ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী ফিল্ডে অবস্থিত কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ প্রতি বছর যে হারে হ্রাস পাচ্ছে সে অনুযায়ী আগামী ৩-৪ বৎসরের মধ্যে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি তে এবং আগামী ৫-৬ বৎসরের মধ্যে নরসিংদী ফিল্ডে ওয়েলহেড কম্প্রেসর সহাপন না করা হলে উক্ত কূপসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাস ৯৫০-১০০০ পিএসআইজি চাপে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিতাস ফিল্ডের লোকেশন-সি এবং নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডে অবস্থিত কূপসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাসের চাপ সঞ্চালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কম্প্রেসর স্থাপনের নিমিত্ত জাইকা'র আর্থিক সহায়তায় Natural Gas Efficiency Project [Installation of Gas Compressors at Titas (Location-C) & Narsingdi Gas Fields] শীর্ষক প্রকল্পটি প্রকল্প সাহায্য ৭২৯.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৮৬৮.০০ কোটি টাকায় গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় উপদেষ্টা সেবা নিয়োগের জন্য RFP এর বিপরীতে প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন সম্পন্ন শেষে জাইকা'র সম্মতি পাওয়া যায়। ১৮ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সাথে এতদসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ০১-০২-২০১৬ তারিখ হতে তাদের বিশেষজ্ঞ পরামর্শক মোবিলাইজেশনপূর্বক সাইটে কাজ শুরু করেছে। কম্প্রেসর ঠিকাদার নিয়োগের জন্য পরামর্শক কর্তৃক Pre-Qualification Document প্রনয়ন করে বিজিএফসিএল এর নিকট প্রদান করেছে। বর্তমানে বিজিএফসিএল PQ Document পর্যালোচনা করছে যা শেষ হওয়ার পর জাইকার সম্মতি পাওয়ার জন্য প্রেরণ করা হবে। মে, ২০১৬ এ PQ Document আহবান করা হবে আশা করা যায়।

বাখরাবাদ ফিল্ডে ২০১২ সালে পরিচালিত ত্রি-মাত্রিক ভূ-কম্পন জরিপ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ১টি উন্নয়ন কূপ খনন (বাখরাবাদ-১০) এবং এ কূপের খনন ফলাফল ও ফিল্ডের অবস্থার ভিত্তিতে আরও ২টি নতুন কূপ (১টি উন্নয়ন ও ১টি মূল্যায়ন-কাম উন্নয়ন কূপ) খননের প্রস্তাব করা হয়। রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান GAZPROM EP INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V. (Gazprom International) এর মাধ্যমে বাখরাবাদ ১০ নং কূপসহ আরো ৪টি কূপ (শ্রীকাইল-৪, রশিদপুর-৯, ১০ ও ১২) খননের সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে Gazprom International এর মাধ্যমে বাখরাবাদ ১০ নং কূপ খননের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ১৮৯.৫৫ কোটি টাকাসহ মোট ২৩৩.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বাখরাবাদ ১০ নং কূপটি খননের লক্ষ্যে Gazprom International এর সাথে ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কূপটির খনন কার্যক্রম চলছে।

"অগমেন্টেশন অব গ্যাস প্রোডাকশন আন্ডার ফাস্ট ট্র্যাক প্রোগ্রাম" প্রকল্পের আওতায় খননকৃত তিতাস ২১ নং কূপ হতে অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের কারণে ২০ জুন, ২০১৪ তারিখে গ্যাস উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে ১৩ আগষ্ট, ২০১৪ তারিখে এডিপিভূক্ত উচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় আলাদা ওয়ার্কওভার প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বন্ধ হয়ে যাওয়া তিতাস ২১ নং কূপটিকে পুনরায় উৎপাদনে আনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তানুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় ৮.৪০ কোটি টাকাসহ মোট ৫৩.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক ওয়ার্কওভার মালামাল এবং তৃতীয় পক্ষীয় প্রকৌশল সেবা সংগ্রহের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে কূপটির ওয়ার্কওভার কার্যক্রম চলছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	অর্থায়নের উৎস/পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০১।	রশিদপুরে দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতা সম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লাট স্থাপন। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল জুলাই ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৬	দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিবিয়ানা ফিল্ডে বর্ধিত উৎপাদিতব্য কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা।	এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ৪৬৩৫০.০০	প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক প্রায় ২৮০০ ব্যারেল পেট্রোল, ৩৬০ ব্যরেল ডিজেল ও ৮৪০ ব্যারেল কেরোসিন উৎপাদন করা সম্ভব হবে।
০২।	পেট্রোলকে অকটেন-এ রুপান্তরের লক্ষ্যে আরসিএফপি-তে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন। উাস্তবায়নের মেয়াদকাল মার্চ ২০১২ - জুন ২০১৭	দেশে সিএনজির উর্ধ্বমুখী এবং পেট্রোলের নিম্নমুখী চাহিদার প্রেক্ষিতে রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্টে উৎপাদিতব্য পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তর করার জন্য ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন।	এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ৩৫৪১৩.০০	প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক প্রায় ২৭১০ ব্যারেল অকটেন এবং ২৫.৬৮ মেট্রিক টন এলপিজি উৎপাদন করা সম্ভব হবে।
০৩।	রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট (আরসিএফপি)-তে ২টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল সেপ্টেম্বর ২০১২- জুন ২০১৬	রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন পান্টে ১টি ডিজেল ও ১টি কেরোসিন ট্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে পান্টের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতঃ আরসিএফপি কে পূর্ণ ক্ষমতায় চালনা করা এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।	এসজিএফএল এর নিজস্ব তহবিল ২১৩১.০০	প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে ৬০,০০০ ব্যারেল ডিজেল এবং ২০,০০০ ব্যারেল কেরোসিন-এর মজুদ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।
০৪।	কৈলাশটিলা-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল নভেম্বর ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৭	দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে কৈলাশটিলা-৯ নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ২৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস ও দৈনিক ২৫০ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদন করা।	জিডিএফ ১৪০০৭.০০	কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ও রশিদপুর-৮ নং কূপের ফলাফল ৩-ডি সাইসমিক জরীপ অনুযায়ী আশানুরূপ না হওয়ায় ২৯-০৪-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের ৪৭৫তম সভায় ৩-ডি সাইসমিক ডাটা রিভিউ না করা পর্যন্ত প্রক্রিয়াধীন মালামাল সংগ্রহ এবং ওয়্যার হাউস নির্মাণ ব্যতীত প্রকল্পের অন্যান্য সকল কাজ আপাততঃ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের প্রক্রিয়াধীন অবশিষ্ট খনন মালামাল সংগ্রহে 'ধীরগতি' নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের অনুকুলে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহনের কার্যক্রম চলমান আছে।

০৫।	সিলেট-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০১৩ - জুন ২০১৮	দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে সিলেট-৯ নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ১৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস অথবা দৈনিক ৩০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল উৎপাদন করা।	জিডিএফ ১৬০২৭.০০	কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ও রশিদপুর-৮ নং কূপের ফলাফল ৩-ডি সাইসমিক জরীপ অনুযায়ী আশানুরূপ না হওয়ায় ২৯-০৪-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদের ৪৭৫তম সভায় ৩-ডি সাইসমিক ডাটা রিভিউ না করা পর্যন্ত প্রক্রিয়াধীন মালামাল সংগ্রহ এবং ওয়্যার হাউস নির্মাণ ব্যতীত প্রকল্পের অন্যান্য সকল কাজ আপাততঃ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের প্রক্রিয়াধীন অবশিষ্ট খনন মালামাল সংগ্রহে 'ধীরগতি' নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের অনুকুলে পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।
০৬।	রশিদপুর-১০ এবং রশিদপুর-১২ নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৪ - জুন ২০১৭	দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে রশিদপুর-১০ এবং রশিদপুর-১২নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ৩০ এমএমএসসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা।	জিডিএফ ৫৫৬২৭.৪৫	প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব হতে পারে।
০৭।	রশিদপুর-৯ নং কূপ (মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ) খনন। বাস্তবায়নের মেয়াদকাল জানুয়ারী ২০১৪ - জুন ২০১৭	দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের ভিত্তিতে রশিদপুর-৯ নং কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ১০ এমএমএসসিএফ গ্যাস উৎপাদন করা।	জিডিএফ ১৯৮০৭.০০	প্রকল্পের ডিপিপি ২৫-০৩-২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব হতে পারে।

তিতাস গ্যাসট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)

পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম :

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন ও চলমান পাইপলাইন প্রাতিস্থাপন/পুনর্বাসন কার্যক্রম :

- কোম্পানির অধিভুক্ত এলাকায় কয়েকটি নদীবক্ষে উম্মুক্ত হয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইনের নিরাপত্তা বিধানকল্পে তুরাগ নদীর ৩টি, ধলেশ্বরী নদীর ১টি ও কালিগঙ্গা নদীর ১টিসহ মোট ৫টি স্থানে এইচডিডি (হরিজন্টাল ডিরেকশনাল ড্রিলিং) পদ্ধতিতে পাইপলাইনের নদী অতিক্রমণ;
- কুড়িল ফ্লাইওভারের পুর্বাচল সড়কগামী লুপ-৪ এর রাম্প এর সম্মুখস্থ এবং ফ্লাইওভার প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত পাইপলাইন ভাল্ব প্রতিস্থাপন/পুন:স্থাপন;
- ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে কোনাবাড়ী, কলেজগেট, জয়দেবপুর-এ অবস্থিত মেসার্স থার্মেক্স সিএনজি'র সন্নিকটে কার্লভার্ট সংলগ্ন ১০" ব্যাস ও ৮" ব্যাস x ৫০পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন পুনর্বাসন;
- ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা যথা: (ক) আফসার উদ্দিন রোড (নতুন রাম্প), ঝিগাতলা, ঢাকা; (খ) দক্ষিণ পাইকপাড়া, সোনালী নগর, মিরপুর; (গ) হাজী লাল মিয়া সড়ক, উত্তর মুরাদপুর; (ঘ) পাবনা হাউজ গলি (পুল পাড়), রায়ের বাজার, মোহাম্মদপুর; (ঙ) ব্লক-ঝ, তালতলা মার্কেট, খিলগাঁও; (চ) রায়েরবাজার কমিউনিটি সেন্টার গলি, শের-ই-বাংলা রোড; (ছ) সাভার ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন ডেভাবর নতুন পাড়া, সাভার; (জ) সাভারে বিরুলিয়া-আশুলিয়া সংযোগ সড়কের খগান নামক এলাকা; এবং (ঝ) হাজারীবাগ এলাকার টালী অফিস রোড ও সুলতানগঞ্জ রোড এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে বিভিন্ন ব্যাসের (১"-৬") x ৫০পিএসআইজি ৮৩৬ মি. গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ।

৫.২ রূপগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড, পূর্বাচল নতুন প্রকল্প হতে কামতা গ্যাস ফিল্ড পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প :

● পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকার ২০ নং সেক্টরে বাপেক্স কর্তৃক জুন, ২০১৪-এ একটি নতুন গ্যাস স্ট্রাকচারের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। যা হতে দৈনিক ১০-১৫ এমএমএসসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হতে পারে। আবিষ্কৃত নতুন রূপগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড হতে উৎপাদিত গ্যাস সবচেয়ে নিকটবর্তী সঞ্চালন লাইনে (কামতা গ্যাস ফিল্ড হতে জয়দেবপুর সিজিএস পর্যমত্ম অব্যবহৃত অবস্থায় বিদ্যমান ৬" ব্যাস x ১০০০ পিএসআইজি x ১৯.৩০ কি.মি.) সরবরাহের লক্ষ্যে রূপগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড, পূর্বাচল হতে কামতা গ্যাস ফিল্ড পর্যন্ত ৬"ব্যাস x ১০০০ পিএসআইজি x ৭.০০ কি.মি. পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮২১.৯৭ লক্ষ টাকা (বৈদেশিক মুদ্রায়-৩১৬.৮০ লক্ষ টাকা, স্থানীয় মুদ্রায়-৫০৫.১৭ লক্ষ টাকা)। বর্তমানে প্রকল্পটির ড্রইং ও ডিজাইন কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মালামাল সংগ্রহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটির নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়ে এবং দ্রুততম সময়ে উৎপাদিত গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে জয়দেবপুর সিজিএস-এ যুক্ত করা সম্ভব হবে। এতে জয়দেবপুর সিজিএস ও তদ্সংলগ্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপজনিত সমস্যা কিছুটা লাঘব হবে।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)

ক) ইআরপি সফট্ওয়্যার সংক্রান্ত কার্যক্রম :

কেজিডিসিএল-এর সামগ্রিক কার্যক্রম ইআরপি সফট্ওয়্যারের আওতায় আনয়নের জন্য IICT, BUET কর্তৃক একটি কাস্টোমাইজড্ সফট্ওয়্যার তৈরি কাজ চলমান রয়েছে। Oracle 11g এবং Java Script এর মাধ্যমে উক্ত সফট্ওয়্যারটি তৈরি করা হচ্ছে যা একটি উম্মুক্ত কোডের সফট্ওয়্যার। সফট্ওয়্যারটি চালু করার পর কেজিডিসিএল-এর দাপ্তরিক নথিপত্র ইলেকট্রনিক্যালি প্রসেস করা সম্ভব হবে।সফট্ওয়্যারটি ওয়েব বেইস্ড এবং এর ডাটা সেন্ট্রাল সার্ভার এ সংরক্ষিত থাকবে। ফলে মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা বা অন্য যে কেউ তাদের প্রয়োজনে কেজিডিসিএল-এর গ্রাহক সংক্রান্ত বা অন্য যে কোন তথ্য সহজেই সংগ্রহ করতে পারবে। সফট্ওয়্যারটি ওয়েব বেইস্ড হওয়ার কারণে গ্রাহকগণ নতুন গ্যাস সংযোগের আবেদনপত্র, বিলিং বা অন্যান্য তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে।

খ) অনলাইন বিলিং :

কেজিডিসিএল-এর সকল শ্রেণির গ্রাহক যাতে সহজে এবং দ্রুততার সাথে বিল পরিশোধ করতে পারে সে লক্ষ্যে IICT, BUET এর সহায়তায় অনলাইনে গ্যাস বিল পরিশোধ সিস্টেম স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সিস্টেমটি স্থাপিত হলে গ্রাহকগণ ইন্টারনেট ও অনলাইন ব্যাংকিং এর সুবিধাসম্পন্ন যে সকল ব্যাংকে কেজিডিসিএল-এর কালেকশন হিসাব রয়েছে উক্ত ব্যাংকের যেকোন শাখায় দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে একটি ডেস্কটপ ভার্সন সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে বিলিং, লেজার পোস্টিং সম্পন্ন করা হয় এবং কম্পিউটার সিস্টেম থেকে বকেয়া সম্বলিত প্রত্যায়নপত্র প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হয়। অপরদিকে গ্রামীণফোনের 'বিল-পে' সিস্টেমের মাধ্যমে গৃহস্থালি গ্রাহকদের নিকট থেকে বিল আদায়ের ব্যবস্থাও বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১৭,০০০ জন গ্রাহক বিল পরিশোধ করেছেন।

গ) গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক ও গ্যাস স্থাপনার জিআইএস বেইস্ড ডিজিটাল ম্যাপ :

Center for Environmental and Geographic Information Services বা CEGIS এর মাধ্যমে কেজিডিসিএল-এর গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক ও গ্যাস স্থাপনার ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক ও গ্যাস স্থাপনার অপারেশনাল কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এছাড়া গ্যাসের স্বল্প-চাপ জনিত সমস্যা যথাযথভাবে বিশ্লেষণপূর্বক স্বল্প-চাপের জোন চিহ্নিতকরণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সহজ হবে এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

ঘ) ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান :

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও গ্রাহক সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজলভ্য করার জন্য সরকার কর্তৃক নির্দেশিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে কোম্পানির কার্যক্রম ওয়েবসাইট (www.kgdcl.gov.bd) এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় কোম্পানি পরিচিতি, ঠিকাদারের তালিকা, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, গ্যাস সংযোগের আবেদন পত্র, সিটিজেন চার্টার এবং জরুরি যোগাযোগ ইত্যাদি তথ্য গ্রাহক/আগ্রহী প্রতিষ্ঠান সহজে এ ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ করতে পারবেন

ঙ) ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট :

গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করার নিমিত্ত কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর আওতাধীন চট্টগ্রাম জেলার ষোলশহর, নাসিরাবাদ, খুলশী, লালখান বাজার, চান্দগাঁও, হালিশহর, আন্দরকিল্লা, কাজীরদেউরী, চকবাজার, পাঁচলাইশ ইত্যাদি এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ৬০,০০০টি প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের জন্য জাইকা, জিওবি ও কেজিডিসিএল এর যৌথ অর্থায়নে "ন্যাচারাল গ্যাস ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট (ইন্সটলেশন অফ প্রিপেইড গ্যাস মিটার ফর কেজিডিসিএল) " শীর্ষক প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। গত ৩০.১২.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ১ জুলাই ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ হতে ২৩.০৪.২০১৫ তারিখে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে ১২.০৫.২০১৫ তারিখে প্রকল্প অনুমোদনের সরকারি আদেশ জারি করা হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৬৫৬.১৭ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে জাইকা'র প্রকল্প সাহায্য ১৫৪১৮.৮৭ লক্ষ টাকা, জিওবি'র ৮১৪৫.৪২ লক্ষ টাকা ও কেজিডিসিএল এর ১০৯১.৮৮ লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে এর প্রতিটি অংশের বাস্তবায়ন সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিসিএল)

সিলেট গ্যাস ট্রান্সমিসন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রজেক্টঃ

জালালাবাদ গ্যাস অধিভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত এলাকাসমুহে উচ্চচাপ ব্যালেন্সিং পাইপলাইন নির্মাণ, সিলেট জেলার বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর এবং মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলাসমুহকে গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের সর্বমোট ১১৪ কিলোমিটার উচ্চচাপ পাইপলাইন নির্মাণ, ৪টি নতুন ডিআরএস নির্মাণ, ৫টি ডিআরএস মডিফিকেশন কাজ এবং স্থাপিতব্য নেটওয়ার্ককে সিপি সিস্টেমের আওতায় আনার জন্য ৫টি থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটর (টিইজি) স্থাপনপুর্বক সিপি কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে "সিলেট গ্যাস ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৯০৭৫.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জিওবি খাতের ৮০৭৫.০০ লক্ষ টাকা (ঋণ ও ইক্যুইটি ৬০:৪০) ও নিজস্ব খাতের ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বাস্তবতার নিরিখে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণ অপরিহার্য হওয়ায় কোম্পানির ৩৩২তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিশেষ করে তাজপুর, রশিদপুর, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, রাজনগর ইত্যাদি এলাকাসমুহের গুরুত্বপূর্ণ ও কারিগরিভাবে গ্রহণযোগ্য স্থানে বিভিন্ন ব্যাসের ৭৫ কিলোমিটার বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ৩টি বিদ্যমান ডিআরএস-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিআরএস মডিফিকেশন এবং ৭টি সিপি স্টেশন নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত করে সময় বৃদ্ধিসহ ডিপিপি'র ২য় সংশোধনীর উদ্যোগ নেয়া হয় যা পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ৩১-১২-২০১৪ তারিখে অনুমোদন লাভ করে। আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় সর্বমোট ১০৬.৮৩ কোটি টাকা (জিওবি ৮৭.০৩ কোটি টাকা ও নিজস্ব অর্থায়নে ১৯.৮০ কোটি টাকা) যার মেয়াদ আগামী জুন ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

প্রকল্প অনুমোদন অনুযায়ী বিভিন্ন বৈদেশিক ও স্থানীয় মালামাল ক্রয়পুর্বক মাঠ পর্যায়ে পাইপলাইন স্থাপন, ডিআরএস নির্মাণ ও মডিফিকেশন কাজের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬টি গ্রুপে ১০৭ কিলোমিটার পাইপলাইন, ৪টি নতুন ডিআরএস ও ৫টি বিদ্যমান ডিআরএস মডিফিকেশন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী আগামী জুন ২০১৬ এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায় বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ২৬.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে প্রায় ৯৯.৯৭% সফলতা অর্জিত হয়েছে।

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল)

ক) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পঃ

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৫টি জেলায় (কুষ্টিয়া, যশোর, ঝিনাইদহ, খুলনা ও বাগেরহাট) বিভিন্ন ব্যাসের মোট ৮৪৫ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন করে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রকল্পের ডিপিপি সেপ্টেম্বর ২০১০ সালে এডিবি ঋণ ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি মোট ৬০০.০০ (প্রকল্প সাহায্য ২৮৫.০০ কোটি টাকা এবং জিওবি ৩১৫.০০ কোটি) কোটি টাকায় ১২ জুন ২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ইতোমধ্যে এডিবি ঋণ চুক্তির মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলা এবং মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের আলোকে শুধুমাত্র পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং শিল্প শ্রেণির গ্রাহকের জন্য ১০" হতে ২০" ব্যাসের ১১২ কিমি গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন এবং ডিপিপির মেয়াদ আগামী জুন,২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে গত ২৮/০২/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি প্যাকেজের (প্যাকেজ-১, প্যাকেজ-২ ও প্যাকেজ-৪) আওতায় আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সকল মালামাল অর্থাৎ লাইন পাইপ, টেপ এন্ড প্রাইমার, থার্মো ইলেকট্রিক জেনারেটর, ক্যাথোডিক প্রটেক্শন মেটিরিয়ালস, সিমলেস পাইপ, ভাল্ব, মিটার, রেগুলেটর, ফিটিংস ইত্যাদি উপকরণ ক্রয়পূর্বক খুলনা ও নওয়াপাড়াস্থ বিভিন্ন ইয়ার্ডে/গুদামে সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্যাকেজ-৩ এর অধীনে রূপসা নদীর তলদেশ দিয়ে টার্ন-কি ভিত্তিতে ২০" ব্যাসের উচ্চ চাপের পাইপলাইন এবং নদীর দুই পার্শ্বে ০২টি ভাল্ব স্টেশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ভাল্ব স্টেশনের বাউন্ডারী ওয়ালসহ আনুসাঙ্গিক পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান আছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের জন্য খুলনায় ৬৫ শতাংশ জমিসহ ৫টি জেলার ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। রূপসা নদীর ০২ পার্শ্বে লাইন পাইপ স্থাপনের জন্য রূপসা ও জাবুসা মৌজায় ০২টি জায়াগার ভূমি অধিগ্রহণ কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে। খুলনাতে প্রধান অফিস নির্মাণ কাজের ডিজাইন, ড্রইং, এষ্টিমেসন, ডকুমেন্টেশন ও তদারকি কাজের উপদেষ্টা হিসেবে সরকারী প্রতিষ্ঠান Housing & Building Reaserch Institute (HBRI) এর সাথে গত ২৯/০৬/২০১৫ তারিখে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। HBRI ইতোমধ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা দাখিল করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জুন, ২০১৬ এর মধ্যে দরপত্র আহবানের পরিকল্পনা রয়েছে।

খ) Extension of Gas Distribution Network in Bhola and New Network at Borhanuddin.

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর অধীন "Extension of Gas Distribution Network in Bhola and New Network at Borhanuddin" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে ১৮৩৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের আওতায় ভোলা হতে বোরহানউদ্দিন উপজেলা পর্যন্ত ৬০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ৬" ব্যাসের ২০.০০ কিঃমিঃ ও ৪" ব্যাসের ০.৫০ কিঃমিঃ, ভোলা শহরে ৬০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ২" ব্যাসের ১০ কিঃমিঃ ও ১" ব্যাসের ১০ কিঃমিঃ এবং বোরহানউদ্দিন শহরে ৬০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ২" ব্যাসের ২.৫০ কিঃমিঃ ও ১" ব্যাসের ২.০০ কিঃমিঃ অর্থাৎ মোট ৪৫ কিঃমিঃ পাইপ লাইন নির্মাণ করা হবে। উল্লেখিত প্রকল্পের মেয়াদ অক্টোবর/২০১৪ হতে জুন/২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ভোলা শহরে আরও ২০ কিঃমিঃ বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ এবং বোরহানউদ্দিন শহর অবধি ২৫ কিঃমিঃ গ্যাস পাইপলাইন পৌঁছানোসহ শহরে বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আগামী ২০ বছরে অতিরিক্ত ০.৬০০ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজন হবে। প্রকল্প ছক অনুযায়ী এর মেয়াদ জুন' ২০১৬ সাল পর্যন্ত ধার্য্য করা হয়েছে।

গ্যাসট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)

ক) জিওবি এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে Gas Transmission and Development Project (GTDP)-এর আওতাধীন পাইপলাইন প্রকল্পসমূহঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সঞ্চালন অবকাঠামো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪টি পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তি নং-২১৮৮ ব্যানএসএফ-এর আওতায় কোম্পানির ৪টি প্রকল্পের জন্য ১৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের সংস্থান করা হয়। প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের অর্জিত অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অর্জিত অগ্রগতি
৫.১.১।	হাটিকুমরুল-ভেড়ামারা ৩০" ব্যাস ৮৭ কিঃমিঃ সঞ্চালন পাইপলাইন।	কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় ১০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সিটি গেইট স্টেশন (সিজিএস) এর স্থাপন কাজ (কমিশনিং ব্যতীত) সম্পন্ন করা হয়েছে। Horizontal Directional Drilling (HDD) পদ্ধতিতে পদ্মা নদী অতিক্রম কাজে ঠিকাদারের পরপর দু'দফা ব্যর্থতার পর পুনরায় কাজ শুরুর বিষয়ে ঠিকাদার কর্তৃক অনীহা প্রকাশ করায় এডিবি'র সম্মতি এবং পরিচালকমন্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঠিকাদারের চুক্তি বাতিলকরতঃ নতুন করে ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে Limited International Bidding (LIB) পদ্ধতিতে পুনঃ দরপত্র আহবানক্রমে কাজ শুরুর যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।
৫.১.২।	ভেড়ামারা-খুলনা ২০" ব্যাস ১৬৫ কিঃমিঃ সঞ্চালন পাইপলাইন।	প্রকল্পের আওতায় ভেড়ামারা হতে খুলনা পর্যন্ত ২০" ব্যাসের ১৬২.৫ কিঃ মিঃ দীর্ঘ পাইপলাইন নির্মাণ, এইচডিডি পদ্ধতিতে ৬টি নদীর তলদেশে ২.৫ কিঃ মিঃ পাইপলাইন স্থাপন, নির্মিত পাইপলাইন সুরক্ষার জন্য সিপি সিস্টেম স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া খুলনা ও যশোর এলাকায় ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প এলাকার ১টি বিভাগীয় শহর (খুলনা) ও ৩টি জেলা শহরে (কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর) গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে যথাক্রমে ১টি City Gate Station (CGS) ও ৩টি Town Border Stations (TBS) স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে স্টেশনসমূহের মেকানিক্যাল ফেব্রিকেশন কাজ সম্পন্ন করতঃ হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্ট (Hydrostatic Test) সম্পাদন করা হয়েছে। পদ্মা নদী ক্রসিং সম্পন্নের পর গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে পাইপলাইনটি কমিশনিং করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।
৫.১.৩।	বনপাড়া-রাজশাহী ১২" ব্যাস ৫৩ কিঃমিঃ সঞ্চালন পাইপলাইন।	প্রকল্পের আওতায় আরডিপিপি অনুযায়ী সকল কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়েছে। রাজশাহীতে সিজিএস কমিশনিং করে নির্ধারিত চাপে রাজশাহী মহানগর ও তদ্‌সংলগ্ন এলাকায় গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ইতোমধ্যে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।

খ) **জিওবি এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Natural Gas Access Improvement Project (NGAIP)-এর আওতাধীন আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় কম্প্রেসার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পঃ**

জাতীয় গ্যাস গ্রিডভূক্ত বিদ্যমান সঞ্চালন পাইপলাইনসমূহের পাশাপাশি নির্মিতব্য বিভিন্ন সঞ্চালন পাইপলাইনসমূহে গ্যাস প্রবাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশের বিভিন্ন গ্যাস বিপণন কোম্পানির গ্রাহক প্রান্তে নির্দিষ্ট চাপে ও চাহিদা মোতাবেক গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গাতে জিওবি ও এডিবি'র যৌথ অর্থায়নে কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ও চলমান কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

- আশুগঞ্জ কম্প্রেসর স্টেশনঃ ঠিকাদার আশুগঞ্জে ৩টি কম্প্রেসর ইউনিটের মধ্যে ২টি ইউনিটের কমিশনিং কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে গত ২৭ জুলাই ২০১৪ এবং ২৯ আগস্ট ২০১৫ তারিখে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ৩য় ইউনিটটি দূর্ঘটনা পরবর্তী মেরামত করে সাইটে আনয়নপূর্বক স্থাপন করা হলেও তা কমিশনিং করতে সক্ষম না হওয়ায় পুনরায় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের Germany'স্থ Siemens এর Workshop-এ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ইউনিটের কমিশনিং কাজ ডিসেম্বর ২০১৫ নাগাদ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

- এলেঙ্গা কম্প্রেসর স্টেশনঃ ঠিকাদার এলেঙ্গায় ৩টি কম্প্রেসর ইউনিটের মধ্যে ২টি ইউনিটের কমিশনিং কার্যক্রম গত ১৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু ৩য় ইউনিটের বেশ কিছু মালামালের ঘাটতি থাকায় এবং উক্ত মালামালসমূহ Long lead Item হওয়ায় তা বর্তমানে Siemens হতে সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ইউনিটের কমিশনিং কাজ নভেম্বর ২০১৫ নাগাদ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

গ) **জিওবি ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে বাসত্মবায়নাধীন বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্পঃ**

- সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পের আওতায় সিদ্ধিরগঞ্জে স্থাপিতব্য ৩৩৫ মেঃ ওঃ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং মেঘনাঘাট, হরিপুর ও সিদ্ধিরগঞ্জে বিদ্যমান ও স্থাপিতব্য পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বাখরাবাদ হতে সিদ্ধিরগঞ্জ পর্যন্ত ৩০" ব্যাসের প্রায় ৬০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (৬টি রিভার ক্রসিং এবং ৬টি ভাল্ব স্টেশনসহ) নির্মাণ করতঃ ২৬ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে কমিশনিং করা হয়েছে।

- প্রকল্পের আওতায় ৩টি মিটারিং স্টেশন (বাখরাবাদ, হরিপুর এবং সিদ্ধিরগঞ্জ) স্থাপন, স্কাডা সিস্টেম স্থাপন ও বিদ্যমান স্কাডা সিস্টেমের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন কাজ ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক চলমান রয়েছে।

- বিশ্বব্যাংকের একই ঋণচুক্তির আওতায় প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে জিটিসিএল-এ Enterprise Resource Planning (ERP)/ Enterprise Asset Management (EAM) System বাস্তবায়নের নিমিত্ত টার্নকি ভিত্তিক ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

- প্রকল্পের পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোঃ লিঃ অধিভুক্ত মেঘনাঘাট, হরিপুর ও সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় বিদ্যমান ও স্থাপিতব্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ এবং ঢাকা সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলসমূহে বর্ধিত গ্যাস সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে বর্ণিত পাইপলাইনের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলেও গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

ঘ) **জিওবি ও জাইকা'র যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন স্কাডা রিহেভিলিটেশন প্রকল্পঃ**

দেশের গ্যাস উৎপাদন, বিতরণ এবং সঞ্চালন পাইপলাইনসমূহকে কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের নিমিত্ত জিটিসিএল-এর বিদ্যমান স্কাডা সিস্টেম-এর Rehabilitation and Expansion কাজের লক্ষ্যে স্কাডা রিহেভিলিটেশন প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার ও জাইকা'র যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ইতোমধ্যে প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে এবং উচঈ ঠিকাদার নিয়োগের জন্য প্রকল্পের পরামর্শক কর্তৃক Prequalification document প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৪০০.৪৫ লক্ষ টাকা তন্মধ্যে জিওবি অংশ ৫৩৭৬.৯০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য অংশ ২৪০২৩.৫৫ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি আগামি জুন, ২০১৬ তারিখের মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।

ঙ) **জিওবি, জিটিসিএল ও জাইকার অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ৬৬ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ধনুয়া-এলেঙ্গা এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড়-নলকা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (Natural Gas Efficiency Project, BD-P78) প্রকল্প**

- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক বিগত ৩-২-২০১৫ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়। জাইকার সাথে গত ১৬-৯-২০১৪ তারিখে ৬৪৯০ মিলিয়ন জাপানীজ ইয়েনের (সমপরিমাণ ৫০৭ কোটি টাকা) ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং গত ১৯-৯-২০১৪ তারিখ থেকে ঋণ চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে।

- ধনুয়া থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত বিদ্যমান ২৪" ব্যাসের ৫২ কিঃ মিঃ পাইপলাইন এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় থেকে নলকা পর্যন্ত বিদ্যমান ২৪" ব্যাসের ১৪ কিঃ মিঃ পাইপলাইনের সমান্তরালে আলোচ্য ৩০" ব্যাসের লুপলাইন প্রকল্পটি বাস্বায়িত হলে জাতীয় গ্যাস গ্রিডের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, তিতাস গ্যাস অধিভূক্ত এলাকা (গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা), পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস অধিভূক্ত এলাকা (বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ) এবং নির্মাণাধীন সুন্দরবন গ্যাস অধিভূক্ত (বৃহত্তর খুলনা বিভাগ) এলাকায় বর্ধিত হারে গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত ৪৫০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ভেড়ামারায় নির্মাণাধীন ৪৫০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে ।

- প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চ) **বৈদেশিক অর্থায়ন ব্যতীত বাস্তবায়নাধীন পাইপলাইন প্রকল্পসমূহঃ**

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অর্জিত অগ্রগতি
১।	বিবিয়ানা-ধনুয়া ৩৬" ব্যাস ১৩৭ কিঃমিঃ সঞ্চালন পাইপলাইন (অর্থায়ন : জিটিসিএল, পেট্রোবাংলা এবং এর অধীনস্থ ৬টি কোম্পানি)।	• দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহের নিমিত্ত হবিগঞ্জ জেলাধীন বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে গাজীপুর জেলাধীন ধনুয়া পর্যন্ত ৩৬" ব্যাসের ১৩৭ কিঃ মিঃ দীর্ঘ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পটি সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন-২০১০ এর আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। • গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত পাইপলাইনসহ বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের সম্প্রসারণ পান্ট ২৯ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন। পাইপলাইন উদ্বোধনের পর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের সম্প্রসারণ প্লান্টের দৈনিক ৩৫০-৪০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এ পাইপলাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।
২।	গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপানশন-আশুগঞ্জ টু বাখরাবাদ (অর্থায়ন : জিওবি ও জিটিসিএল)।	প্রকল্পটি বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আশুগঞ্জ প্রান্তে প্রাপ্ত অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ২০০-৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকায় সঞ্চালনের লক্ষ্য ইত:পূর্বে ১৯৯৭ সালে নি র্মিত আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনের সমান্তরালে আলোচ্য ৩০" ব্যাসের ৬১ কিঃ মিঃ দীর্ঘ পাইপলাইন নির্মাণপূর্বক সম্পতি উক্ত পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে কমিশনিং করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩টি ইন্টারফেজ মিটারিং স্টেশন নির্মাণের লক্ষ্যে পরিচালকমন্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ ২২-৩-২০১৫ তারিখে প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিসি) -এর মাধ্যমে গ্রহণ ও কারিগরি প্রস্তাব খোলা হয়। বর্তমানে দরপত্রের কারিগরী মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩।	মহেশখালী-আনোয়ারা ৩০" ব্যাস ৯১ কিঃমিঃ সঞ্চালন পাইপলাইন (অর্থায়নঃ জিওবি ও জিটিসিএল)।	সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির মাধ্যমে দেশের গ্যাসের চাহিদা পূরণকল্পে দৈনিক প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর আওতায় মহেশখালী হতে আনোয়ারা পর্যন্ত ৩০" ব্যাসের ৯১ কিঃ মিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পটি জিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। মহেশখালী-আনোয়ারা প্রকল্পের ডিপিপি গত ২৩-১২-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের পাইপলাইন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট মালামাল যথা ঃ লাইন পাইপ, ইনডাকসন বেন্ড, প্লাগ ভাল্ব, সিপি ম্যাটেরিয়াল, পিগ ট্রাপ্ ও বল এন্ড গেট ভাল্ব ক্রয়ের লক্ষ্যে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। শীঘ্রই অন্যান্য মালামাল যথা ঃ কোটিং এন্ড র‍্যাপিং ম্যাটেরিয়াল, ফিটিংস ও টিইজি ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হবে। ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ের মধ্যে পাইপলাইন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান মালামাল নির্মাণ সাইটে পৌছাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পাইপলাইন পথস্বত্বের জন্য কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের অধীনে জমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে আহবানকৃত স্থানীয় উন্মুক্ত দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপনান্তে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের লক্ষ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে উক্ত ক্রয় প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের বিষয়টি চলমান রয়েছে। নদী ক্রসিং কাজের জন্য আহবানকৃত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন কার্যক্রম এবং চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ৬০০ MMSCFD ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি City Gate Station (CGS) কক্সবাজারের মহেশখালীতে ৬০০ MMSCFD ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি Custody Transfer Metering Station (CTMS) স্থাপনের লক্ষ্যে আহবানকৃত আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রসমূহের কারিগরী ও আর্থিক অংশের মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী শুষ্ক মৌসুমে প্রকল্পের পাইপলাইন নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৪।	তিতাস গ্যাসফিল্ড (লোকেশন-সি-বি-এ) হতে তিতাস-এবি পাইপলাইন পর্যন্ত ১০" ব্যাসের ৭.৭০ কিঃমিঃ আন্তঃসংযোগ পাইপলাইন (অর্থায়নঃ জিটিসিএল)	তিতাস গ্যাসফিল্ডসের ভিন্ন ভিন্ন লোকেশনে খননকৃত ৪টি কূপ (১৯, ২০, ২১ ও ২২) হতে উৎপাদিত অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালনের লক্ষ্যে "তিতাস গ্যাসক্ষেত্র (লোকেশন সি-বি-এ) হতে বিদ্যমান ২৪" ব্যাস সম্পন্ন তিতাস-এবি পাইপলাইনের ছয়বাড়ীয়াস্থ অফটেক ভাল্বস্টেশন পর্যন্ত আন্তঃসংযোগ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০" ব্যাস সম্পন্ন ৭.৭ কিঃ মিঃ আন্তঃসংযোগ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ কাজ গত ১০ মে ২০১৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। নব-নির্মিত পাইপলাইন কমিশনিং পরবর্তী তিতাস গ্যাসফিল্ড হতে অতিরিক্ত উৎপাদিত দৈনিক প্রায় ৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এ পাইপলাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)

ক) বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প:

কয়লার উৎপাদন দৈনিক ৫০০০ টন হতে বৃদ্ধি করে ৭০০০ টনে উন্নীত করার জন্য বর্তমানে বড়পুকুরিয়া আন্ডারগ্রাউন্ড মাইন উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ দিকে বর্ধিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ফিজিবিলিটি স্টাডির জন্য একটি প্রকল্প তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের স্টাডি কার্যক্রম শুরু করার জন্য Consulting Firm নিয়োগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে গত ১৮/০৫/২০১৫ ইং তারিখে Expressions of Interest (EOI) আহবান করে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ কোম্পানি, পেট্রোবাংলা ও সিপিটিইউ এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাস সমূহে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

খ) বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডঃ

দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্র হতে কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যে একটি খসড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করা হয়েছে। যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে, স্টাডি কার্যক্রম শুরু করা যাবে। উল্লেখ্য যে, দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্রের অনুসন্ধান ও উন্নয়নের জন্য অনুসন্ধান লাইসেন্স বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোঃ লিঃ-এর অনুকূলে প্রদানের বিষয়ে পেট্রোবাংলার ৪৬৩ তম বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

পেট্রোবাংলা ও ইহার অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের সম্মিলিত সংখ্যাঃ

ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচীঃ

স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা		বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা		সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচরী	কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/কর্মচরী	
৪০২	১৫৩৭	৫৮	৫৫১	২০৮৮

খ) সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ

স্থানীয় সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		সর্বমোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচরী	কর্মসূচীর সংখ্যা	কর্মকর্তা	
১০	২৩	১১	৫২	৭৫

পরিবেশ সংরক্ষণ

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা)

- প্রকল্প এলাকায় কূপ খনন চলাকালীন সময়ে পরিবেশ দূষণ এবং দূর্ঘটনা প্রতিরোধে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।
- কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহে Condensate সংগ্রহের সময় Spillage প্রতিরোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়।
- ডাটা সেন্টারে সংরক্ষিত যন্ত্রপাতি, ডকুমেন্টস, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদি সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডি-হিউমিফায়ারের সাহায্যে সংরক্ষণাগারের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। পরীক্ষাগার বিভাগে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়েলে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- গ্যাস ফিল্ডের কূপ হতে উৎপাদিত পানি পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নিষ্কাশন করা হয়। প্লান্ট এলাকার ড্রেনসমূহ ও কূপসমূহের সেলারের পানি পরিস্কার করা হয়। কনডেনসেট লোডিং এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময় তরল পেট্রোলিয়াম যাতে মাটিতে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়।
- বৈদ্যুতিক জেনারেটর ও এয়ার কম্প্রেসরের ব্যবহৃত পোড়া মবিল, মবিল ফিল্টার ও লুব অয়েল নির্দিষ্ট ড্রামে সংরক্ষণ করা হয়। আবর্জনা নির্দিষ্ট গর্তে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়।
- আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বর্জ্য পদার্থ এবং Solid waste সংরক্ষণ ও অপসারণের জন্য সেইফটি কোড অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে ট্যাংক স্থাপিত আছে।
- মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড'র নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ গ্রানাইট আহরণ এবং ভান্ডার পর্যন্ত পরিবহনকালে Dust নিয়ন্ত্রণ করার জন্য Dust Collector এবং পানি স্প্রে করা হয় ফলে Dust পরিবেশে ছড়িয়ে পরার সুযোগ থাকে না। Fine Dust particle mg~n Precipitation pool এর Sedimentation Pond-এ জমা হয়।

- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ভূ-গর্ভস্থ কয়লা উত্তোলনকালে উক্ত প্যানেলের পরিবেশ কার্যোপযোগী করে রাখার জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, আর্দ্রতা ও বিভিন্ন গ্যাস নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত বাতাসের প্রবাহ চালু রাখা হয়। বাতাসে কয়লা ডাস্ট প্রতিকারের জন্য কভার বেল্ট এর মাধ্যমে কয়লা পরিবহনের পাশাপাশি পানি স্প্রে করা হয়। Coal Storage এ Ignition প্রতিরোধক হিসেবে কোল ইয়ার্ডে ওয়াটার স্প্রে সিস্টেম চালু আছে। কয়লার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট-এর মাধ্যমে ডাস্ট আলাদা করা হয়। কয়লার বর্জ্য হতে কোন প্রকার Land/Soil pollution, Water pollution হয় না।
- কোম্পানিসমূহের স্থাপনাগুলিতে শব্দ-দূষণ মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখা হয়। সঞ্চালন পাইপ নিয়মিত সময় অন্তর নির্দিষ্ট কালার কোড অনুযায়ী রং করা হয়।
- প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্কীম পিট, গ্যাদারিং লাইন ও ট্যাংক এলাকা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। রোপিত চারাগাছ, সৌন্দর্য বর্ধনে ঘাসের পরিচর্যা ও আগাছা নিয়মিত পরিস্কার করা হয়। স্থাপনায় নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্ন শৌচাগার ব্যবস্থা আছে।
- পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানিসমূহের সকল স্থাপনায় বৃক্ষরোপন করে সবুজের সমারোহের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়।
- সর্বোপরি পেট্রোবাংলার ইএসডি বিভাগ কোম্পানিসমূহের গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং খনিজাত পদার্থের পরিবেশ বান্ধব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মনিটরিংয়ের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

বাপেক্স কোন প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে পরামর্শক নিয়োরে মাধ্যমে EIA (Environmental Impact Assessment) সম্পন্ন করে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করে থাকে । এছাড়া মাঠ পর্যায়ে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অস্থায়ী স্থাপনাগুলোতে ফলজ ও ঔষধি গাছ লাগিয়ে থাকে ।

স্বাস্থ্য, কার্যক্রম নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিষয়কঃ

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ বিষয়ক (এইচএসই) কার্যক্রম বাপেক্স এর সকল কর্যক্রমের সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করেছে। নিরাপদ কাজের পরিবেশ ও নীতি মেনে চলায় আলোচ্য বছরে উলেস্নখযোগ্য কোন দূর্ঘটনা ঘটেনি। বাপেক্স এর প্রতিটি খনন ও ওয়ার্কওভার প্রকল্প এবং টু-ডি ও থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে প্রতিদিন সকালে সেফ্টি মিটিং করা হয়। প্রত্যেকটি ক্যাম্পে একজন করে মেডিক দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পরপর ঔষধসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সেফ্টি বুট, সেফ্টি ভেস্ট, হেলমেট, হাত মোজা, জীবন রক্ষাকারী জ্যাকেট, অগ্নিনির্বাপক, প্রাথমিক চিকিৎসার বক্স সরবরাহ করা হয়।

বাপেক্সের থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মানের এইচএসই ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও অস্থায়ী জনবলের এইচএসই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হয়। থ্রি-ডি সাইসমিক প্রকল্পে কমব্রত একজন এইচএসই কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এইচএসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয় সেগুলোর মধ্যে দ্রুত চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিকল্পনা (মেডিভেক স্পান), গাড়ীর যাত্রা ব্যবস্থাপনা (স্পিড লিমিট মেনে চলা, সিট বেল্ট বাঁধা, ড্রাইভিং এর সময় ধুমপান ও মোবাইল ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকা) এবং অস্থায়ী জনবলের সেফ্টি বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। এইচএসই ব্যবস্থাপনায় একজন ডাক্তার ও একটি অ্যাম্বুলেন্স সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)

এনভায়রণমেন্ট এন্ড সেফটি সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনায় বিজিএফসিএল সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে। পেট্রোবাংলার ইএসএমএস প্রকল্পের প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে ইএস বিভাগের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কোম্পানির সকল ফিল্ড/স্থাপনা পরিদর্শন করে এনভায়রণমেন্ট এন্ড সেফটি সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়াও, কোম্পানির ইএস বিভাগ প্রতি মাসে পেট্রোবাংলায় এনভায়রণমেন্ট এন্ড সেফটি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করে।

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রম ও গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর যাতে কোন বিরুপ প্রভাব না পড়ে সে বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেয়া হয়। প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের শর্তাবলী অনুসরণ করা হয় এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন ফিল্ড/স্থাপনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফলদ, বনজ ও ওষধি বৃক্ষ রোপন ও এদের পরিচর্যা করা হয়।

অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য কোম্পানিতে বেশ কয়েকটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ফায়ার টেন্ডার রয়েছে। তাছাড়াও, বিভিন্ন স্পট/লোকেশনে বিভিন্ন সাইজের ফায়ার এক্সটিং গুইসার রাখা আছে। বেশ কিছু সংবেদনশীল এলাকা যেমন কূপ এলাকা/প্রসেস প্লান্ট এলাকায় সার্বক্ষণিক ফায়ার হাইড্রেন্ট ব্যবস্থা স্থাপন করা ?আছে।

কোম্পানির বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য ?আমদানিকৃত বিস্ফোরক ও Radioactive Materials সতর্কতার সাথে ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)

পরিবেশ সংরক্ষনের লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড/স্থাপনাসমুহে বিদ্যমান প্রসেস প্ল্যান্টের Environment Management Plan (EMP) Study পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। বিদ্যমান প্রসেস প্ল্যান্টসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্র পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা থেকে গত ৩০-১১-২০১৪ তারিখ পাওয়া যায়। পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে নিয়মিত নিষ্কাশন, কূপ, প্রসেস প্ল্যান্ট, অফিস ও আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিস্কার রাখা, সকল আবর্জনা ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্ল্যান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিস্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারণ, জেনারেটর, কম্প্রেসর ও গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়।

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ডসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেটের সাথে কোন কোন সময়ে লবনাক্ত পানি ও তৈলাক্ত গাঁদ নির্গত হয়। উৎপাদিত তৈলাক্ত গাঁদ ও লবনাক্ত পানি সঠিকভাবে পরিশোধন করে ডিসচার্জ করার জন্য প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনায় একটি করে Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপনের লক্ষ্যে এসজিএফএল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ETP স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কাছ থেকে কারিগরি সহায়তা নেয়া হচেছ। প্রাথমিক পর্যায়ে বুয়েট এসজিএফএল-এর ফিল্ডসমূহ পরিদর্শন করেন এবং কনডেনসেট-এর গাঁদ ও লবণাক্ত পানির নমুনা সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে এসজিএফএল-এ প্রাথমিকভাবে বিয়ানীবাজার ফিল্ডে বুয়েট কর্তৃক ডিজাইন এবং ড্রইং-এর আলোকে ETP স্থাপনের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ফিল্ড/স্থাপনায় ETP স্থাপন করা হবে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা কার্যক্রম :

পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস অন্যতম। অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা এবং কোম্পানির গ্যাস পাইপলাইন ও স্টেশন ডিজাইনসহ বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে :

ক) স্বাস্থ্য :

সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত হারে কোম্পানির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়। কোম্পানির চিকিৎসকগণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পোষ্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল কোম্পানির সঙ্গে কোম্পানির চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানির ব্যয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের বহির্বিভাগ, আন্তঃবিভাগ ও জরুরী বিভাগে চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। তাছাড়াও কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত ১৮টি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

খ) পরিবেশ :

প্রাকৃতিক গ্যাস বাতাসে নিঃসরণে কার্বন ডাই-অক্সাইড/কার্বন মনোঅক্সাইড অপেক্ষা ২২ গুণ ওজন স্তরকে ক্ষতি করে, ফলে বৈষ্যয়িক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের উপর বিরাট প্রভাব পড়ে। সে দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ ন্যূনতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে তিতাস গ্যাসের কর্মকান্ড যেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে। গ্যাস পাইপলাইনের রুট নির্ধারণের সময় বিদ্যমান বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান প্রভৃতির যেন ন্যূনতম ক্ষতিও এড়ানো সম্ভব হয় সে বিষয়ে মনোযোগ দেয়া হচ্ছে। কোম্পানির নিজস্ব স্থাপনাসমূহের খোলা জায়গায় সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য গাছের চারা রোপণ এবং রোপিত চারাগাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে। যে সকল গ্যাস স্টেশন হতে কনডেনসেট সংগ্রহ করা হয়, কনডেনসেট সংগ্রহ ও পরিবহনকালে কোন লিকেজ যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অডোরেন্ট চার্জ করার সময় যেন বাতাসে তা নিঃসরণ না হয় তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

গ) নিরাপত্তা :

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা, পাইপলাইন নির্মাণ এবং সিস্টেম পরিচালনের সর্বক্ষেত্রে কঠোরভাবে অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ফলে কোম্পানির জন্মলগ্ন হতে এযাবৎকাল পাইপলাইন সিস্টেম নির্বিঘ্নভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। সিস্টেম পুরোনো বলে মাঝে মধ্যে গ্যাস লিকেজ দেখা দিলে তা তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত করা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইনের নির্বিঘ্ন পরিচালন নিশ্চিতকল্পে কোন পাইপলাইনের রাইট অফ ওয়েতে কোন ধরণের স্থাপনা নির্মাণ, গ্যাস লিকেজ, অন্যান্য সংস্থার উন্নয়ন কাজে পাইপলাইনের কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্যাস স্থাপনাসমূহের সম্ভাব্য গ্যাস ও কনডেনসেট লিকেজের বিষয় নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নিবারণমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সময় সময় গৃহীত ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। পাইপলাইনের করোশন নিবারণকল্পে সিপি সিস্টেম স্থাপন ও পরিচালনের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে সিপি স্টেশন পরিদর্শন এবং প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর পি.এস.পি. রিডিং গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও মনিটরিং করা হয়।

অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম (কার্বন-ডাই-অক্সাইড/ড্রাই গ্যাস পাউডার) প্রয়োজন মোতাবেক স্থাপন ও ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস নীতিমালা লঙ্ঘনক্রমে কোন গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে রাইজার স্থানান্তরসহ অন্যান্য কার্যক্রমের দ্বারা সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করাসহ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের দপ্তরকে অবহিত করা হয়। গ্যাস দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে অবহিত করা হয়। সিস্টেম পরিচালন ব্যবস্থায় যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় বা দুর্ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে কোম্পানির উদ্যোগে এবং পেট্রোবাংলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর ১ বার কোম্পানির বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহের সেফটি অডিটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও কোম্পানির সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিমাসে স্টেশনসমূহের সেফটি অডিটিং ইন্সপেকশন করা হয়।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)

কোম্পানির সকল কার্যক্রমে পরিবেশ বান্ধব নীতি অনুসরণক্রমে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার নিমিত্ত বিজিডিসিএল-এর বিভিন্ন স্থাপনায় প্রতিবছর ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়। রোপনকৃত গাছসমূহ নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্সে প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রকার ৫৫ (পঞ্চান্ন) টি ফজল, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করা হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় কমপ্লেক্সসহ কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় রোপনকৃত বিভন্ন প্রকার বৃক্ষের সংখ্যা ৩৭৪৫টি এর মধ্যে ফলজ ৯৯০ টি বনজ ২৫২০টি ও ঔষধি ২৩৫ টি।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)

পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে গৃহস্থালি গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেয়া হয়। এ ছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং নিয়মিতভাবে পরিচর্যা করা হচ্ছে। কোম্পানির কর্মকান্ডে পরিবেশের যাতে কোন ক্ষতি না হয় তা মনিটরিংয়ের জন্য কোম্পানিতে "এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড সেফটি" নামে একটি শাখা রয়েছে। কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন গ্রাহকদের সিএমএস পরিদর্শনপূর্বক পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে পেট্রোবাংলায় প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। কোম্পানির প্রকৌশলীগণকে মাঝে মাঝে পরিবেশ ও নিরাপত্তার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

জালালাবাদ গ্যাসট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)

বিদ্যমান গ্যাস সঞ্চালন/পরিবহন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং বিভিন্ন গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনসহ নতুন পাইপলাইন ও গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নির্মাণ/স্থাপন কাজ সম্পাদনকালে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি ও কোম্পানির আদেশ-বিনির্দেশ এবং "প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১" (সংশোধনীসহ) অনুসৃত হয়। এছাড়া আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে "পরিবেশ ছাড়পত্র" গ্রহণপূর্বক গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ তথা সংযোগ প্রদান করা হয়। গ্যাস সংযোগ প্রদান ও জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের সময় বাতাসে গ্যাসের নিঃসরণ যথাসম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা হয়। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কোম্পানির বিভিন্ন আঙ্গিনায় বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষাদির নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)

প্রাকৃতিক গ্যাস একটি পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ামক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের নিরাপত্তা এবং কোম্পানির গ্যাস পাইপ লাইন ও স্টেশন ডিজাইনসহ বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ লক্ষ্যে বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে পিজিসিএল-এর পক্ষ হতে পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

ক) কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনায় জাতীয় অঙ্গীকারের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণরোধে পিজিসিএল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে এবং রোপিত বৃক্ষসমূহের নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে বড় করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উপরোক্ত নলকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের বৃক্ষশোভিত সবুজ বেষ্টণী আরো নিবিড় করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, পরিবেশগত ভারসাম্য ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি মাসে কোম্পানির Environment & Safety সেলের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থাপনা নিয়মিত পরিদর্শন করে রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

খ) পিজিসিএল-এর গ্যাস বিতরণ এলাকায় আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করা হয়। ১০ বার পাইপ লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়াও বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনুমোদন নেয়া হয়। গ্রাহকের দোরগোড়ায় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিজিসিএল কর্তৃক নিরাপত্তা ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পাইপ লাইন, সিএমএস, ডিআরএস ও টিবিএস ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। সিএমএস, টিবিএস ও ডিআরএস সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কোন মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোম্পানির নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত পাইপ লাইনসমূহের ক্ষয়রোধের জন্য সিপি সিস্টেম স্থাপন করা আছে। মাস ভিত্তিতে এসব সিপি সিস্টেমের কার্যকারিতা যাচাই করে দেখা হয়। এ ছাড়া, জরুরী ভিত্তিতে গ্যাস লিকেজ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য Emergency Cell-এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জনস্বার্থে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের সাথে সাথে রি-ফিলিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো বিপদকালে চালানোর জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত মহড়া দেওয়া হয়।

গ্যাসট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)

সরকারি নীতিমালার আওতায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে অন্যান্য বছরের ন্যায় চলতি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরেও কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনায় বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। এছাড়া কোম্পানির সকল যানবাহনে সিএনজি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। পরিবেশগত ভারসাম্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শনের মাধ্যমে নিয়ম মাফিক রিপোর্ট গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আপিজিসিএল)

বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত সমস্যার প্রেক্ষিতে এর ভারসাম্যপুর্ণ সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করা সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। বায়ুদুষণরোধে প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুবিধ ব্যবহার তথা যানবাহনে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ সিএনজি কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং গৃহস্থালী কাজে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি এলপিজি উৎপাদন ও স্বল্পমূল্যে বিপণন করে আরপিজিসিএল প্রশংসনীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেও আশির দশক থেকে পরিবেশ সংরক্ষণে আরপিজিসিএল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে যানবাহনে পরিবেশ বান্ধব সিএনজি'র ব্যাপক ব্যবহারের ফলে দেশে বায়ুদুষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বিষয়ক গণসচেতনতা কর্মসুচিতে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। এ বছর বিভিন্ন কর্মসুচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ইং অর্থবৎসরে রোপিত বিভিন্ন বৃক্ষের বর্ণনাঃ

ক্রমিক নং	স্থাপনার নাম	ফলদ গাছের সংখ্যা	বনজ গাছের সংখ্যা	ঔষধি গাছের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
১.	প্রধান কার্যালয় ও সেন্ট্রাল ওর্য়াকশপ, ঢাকা	০২	০৬	০৩	১১
২.	কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট, সিলেট	০৫	০৬	০৫	১৬
৩.	আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনা, আশুগঞ্জ	০৩	০৫	০২	১০
৪.	জোনাল ওর্য়াকশপ, রায়েরবাগ, ঢাকা	০২	০২	০১	০৫

ইত:পূর্বে রোপিত বৃক্ষসমূহ সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)

বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানি কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসাবে অধিগ্রহণকৃত এবং লীজকৃত ১১৩ একর জমিতে ইতঃপূর্বে বিভিন্ন প্রজাতির ৪০,০০০ গাছের চারা রোপন করা হয়। এ বছরও বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে খনি হতে নিষ্কাষিত পানি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে পরিশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং এ জন্য নিয়মিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিশোধিত পানিকে আরও অধিক মাত্রায় পরিশোধনের জন্য খনির নিকটবর্তী ১৬০০মি.x১৭মি. রেলওয়ে ডিচটি লীজ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর আবেদন করা হয়েছে। খনি হতে নিস্কাষিত পানিতে ক্ষতিকারক পদার্থের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিমাসে পানির রাসায়নিক ও ব্যাকটেরিয়া টেষ্ট করা হয়। আনুমানিক ১৮০০ ঘনমিটার/ঘন্টা হারে পানি ৮ কি.মি. দীর্ঘ খালের মাধ্যমে ফুলবাড়ী ও নবাবগঞ্জ থানায় প্রবাহিত হচ্ছে। শুষ্ক মৌসূমে পানি খালের পার্শববর্তী প্রায় কয়েক হাজার একর জমিতে সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়। খনি এলাকায় গাছ-পালা ও পরিবেশগত অনুকূল অবস্থা বিরাজ করায় মৌসূমী পাখিরা তাদের আবাসস্থল তৈরী করে বংশ বিস্তার করছে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল)

খনি এলাকার সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কোম্পানির পক্ষ হতে বিভিনণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্রাশিং ও সর্টিং প্ল্যান্টে এবং স্কীপ আনলোডিং হাউজে সৃষ্ট শিলাধুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ডাস্ট কালেক্টর স্থাপন করা আছে। ভূ-উপরিভাগে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে তা হতে উদ্ভুত শব্দ অনুমোদিত মাত্রা ৭৫ ডেবিবল-এর মধ্যে রয়েছে। ফলে অত্র খনি কাজে সংশ্লিষ্ট জনবল ও পরিবেশের উপর উদ্ভুত শব্দের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য গত অর্থ বছরে নতুন ১০০টি বিভিন্ন জাতের আমের চারা রোপন করা হয়েছে। বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রোপনকৃত গাছ নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে।

ভবিষৎ কর্ম পরিকল্পনা

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

২০১৫-২০২১ সময়ে বাপেক্স এর ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

১) ভূতাত্ত্বিক জরিপ-৫৭০ লাইন কিঃ মিঃ।

২) দ্বিমাত্রিক জরিপ-১২,৮০০ লাইন কিঃ মিঃ।

৩) ত্রিমাত্রিক জরিপ-২৮৪০ বর্গ কিঃ মিঃ।

৪) অনুসন্ধান কূপ খনন-৫৩টি।

৫) উন্নয়ন কূপ খনন-৩৫টি।

৬) ওয়ার্কওভার কার্যক্রম ২০টি।

৭) গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভাব্য অতিরিক্ত ৯৪৩ (বাপেক্স ৮১২) এমএমএসসিএফডি ।
(সময় ও চাহিদার বাস্তবতায় কর্মপরিকল্পনাটি পরিবর্তন হতে পারে)

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা/প্রকল্পসমূহের বিবরণঃ

বিভিন্ন ফিল্ডে কূপসমূহ হতে দীর্ঘ সময় ধরে গ্যাস উৎপাদনের কারণে কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় সঞ্চালন লাইনের চাপের সাথে সমন্বয় রেখে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কম্প্রেসর স্থাপন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। যার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (বৈঃ মুদ্রা	বর্তমান অবস্থা
১।	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন-এ তে কম্প্রেসর সহাপন জুলাই, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০২০ অর্থায়নঃ জাইকা	৯২৫০০.০০ (৭৫৪০০.০০)	বিজিএফসিএল ও পেট্রোবাংলা বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বিবেচনাধীন আছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার বিবরণঃ

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ক) স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০১৬-২০১৮):

- রশিদপুর - ৯,১০ ও ১২ এবং কৈলাশটিলা -৯ ও সিলেট-৯ নং কূপ খনন সম্পাদন।
- অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করতঃ ছাতক ফিল্ডের প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা পূর্বক ২০১৭-২০১৮ সালে কূপ খননের কার্যক্রম শুরু।
- ২০১৭-২০১৮ সালের মধ্যে বিয়ানীবাজার ফিল্ডে বাপেক্স/আমতর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩-ডি জরিপ সম্পন্ন করা।
- কেলাশটিলা, হরিপুর ও রশিদপুর ফিল্ডে সম্পাদিত ৩-ডি জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল পরামর্শক নিয়োগ করতঃ ২০১৬-২০১৭ সালের মধ্যে পুনঃপর্যালোচনা করা।
- বিদ্যমান বন্ধ কূপসমূহের উপর পেট্রোবাংলা কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে ২০১৬-২০১৮ সালে বন্ধ কূপসমূহ পুনঃসম্পাদন/ওয়ার্কওভার করা।

খ) মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০১৯-২০২০):

- বিয়ানীবাজার ফিল্ডে সম্পাদিতব্য ৩-ডি জরিপ ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১৯ সালে কূপ খনন কার্যক্রম শুরু করা।
- হরিপুর ফিল্ডের সুরমা-১/১এ (সিলেট-৮) কূপে ২০১৯ সালের মধ্যে ওয়্যারলাইন লগিং পরিচালনা করে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে কূপটিকে পুনঃসম্পাদন করা।
- সিলেট-৯নং কূপ খননে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে ২০১৯- ২০২০ সালে হরিপুর ফিল্ডে আরও ১টি কূপ খনন করা।
- রশিদপুরে চলমান খনন প্রকল্পের ফলাফলের উপর ভিত্তিক করে ২০১৯-২০২০ সালের মধ্যে আরো ২টি নতুন কূপ খনন করা।
- ছাতক স্ট্রাকচারে ৩-ডি জরীপ সম্পন্ন করতঃ নতুন নতুন কূপ খনন করা।
- সিলেট এলাকায় আইওসি-কে বরাদ্দকৃত অংশ ব্যতিত গ্যাস ব্লক ১২,১৩ ও ১৪ এর অবশিষ্ট অংশ এসজিএফএলকে বরাদ্দ প্রদান করা হলে এসব ব-কে ২-ডি জরীপ সম্পন্ন করতঃ নতুন কূপ খনন করা।
- হরিপুর (সিলেট) ফিল্ডে ৬০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।

গ) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫):

- ৩-ডি জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ২০২১-২০২৩ সালের মধ্যে ছাতক স্ট্রাকচারে নতুন কূপ খনন করা।
- রশিদপুরে চলমান খনন প্রকল্পের ফলাফল এবং ৩-ডি রিভিউ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একাধিক কূপ খনন করা।
- সিলেট জেলার কানাইঘাটে অবস্থিত আটগ্রাম স্ট্রাকচার এসজিএফএলকে বরাদ্দ প্রদান করা হলে আটগ্রাম স্ট্রাকচারে ৩-ডি জরীপ সম্পন্ন করতঃ নতুন কূপ খনন করা।

তিতাস গ্যাসট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার বিবরণঃ

ক) পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম :

বহিঃসংস্থার অর্থায়নে সম্পাদিতব্য প্রকল্পসমূহ :

ক্র. নং	প্রকল্প/কাজের নাম	প্রকল্পের অবস্থান	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা
০১	শীতক্ষা (৩য়) সেতু নির্মাণ প্রকল্প	নারায়ণগঞ্জ	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	প্রকল্পের বিশদ নক্সা প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। নক্সা প্রেরণ করা হলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০২	ঢাকা - সিলেট সড়ক ৪-লেন উন্নীতকরণ প্রকল্পর (কাঁচপুর - ভৈরব অংশ)	নারায়ণগঞ্জ - নরসিংদী	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	প্রকল্পের বিশদ নক্সা প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। নক্সা প্রেরণ করা হলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৩	বিআরটি (এয়ারপোর্ট - গাজীপুর)	এয়ারপোর্ট - গাজীপুর	ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প দপ্তরের প্রেরিত নক্সায় কোম্পানির বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের অবস্থান প্রদর্শনপূর্বক প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসনের প্রয়েজনীয়তা সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৪	এমআরটি - ৬ (উত্তরা - মতিঝিল)	উত্তরা - মিরপুর - ফার্মগেট - মতিঝিল	ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প দপ্তরের প্রেরিত নক্সায় কোম্পানির বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের অবস্থান প্রদর্শনপূর্বক প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসনের প্রয়েজনীয়তা সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৫	বিআরটি - ৩ (এয়ারপোর্ট - কেরানীগঞ্জ)	এয়ারপোর্ট - মহাখালী - গুলিস্তান -কেরানীগঞ্জ	ঢাকা যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ	প্রকল্প দপ্তরের প্রেরিত নক্সায় কোম্পানির বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের অবস্থান প্রদর্শনপূর্বক প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্বাসনের প্রয়েজনীয়তা সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৬	ঢাকা পানি সরবরাহ উন্নীতকরণ প্রকল্প	ঢাকা শহর	ঢাকা ওয়াসা	প্রকল্পের বিশদ নক্সা প্রেরণের জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে। নক্সা প্রেরণ করা হলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৭	ঢাকা বাইপাস সড়ক ৪-লেন উন্নীতকরণ প্রকল্প	জয়দেবপুর বাইপাস - চিটাগাং রোড	ডিপিপি	প্রকল্পের বিশদ নক্সা প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। নক্সা প্রেরণ করা হলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৮	বনানী এলাকা'র সড়ক, ফুটপাথ সম্প্রসারণ প্রকল্প	বনানী	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	প্রকল্পের বিশদ নক্সা প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। নক্সা প্রেরণ করা হলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
০৯	যানজট নিরসনে আন্ডারপাস ও ইউটার্ন নির্মাণ (সর্বমোট ১০ টি) প্রকল্প	মিরপুর, ফকিরাপুল	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	প্রকল্প দপ্তর হতে বিশদ নক্সা প্রেরণ করা হলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১০	কমন ইউটিলিটি ট্যানেল	এয়ারপোর্ট - ফার্মগেট - শাহবাগ - মৎস ভবন	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	প্রকল্প দপ্তর হতে বিশদ নক্সা প্রেরণ করা হলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১	কম্প্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প	ঢাকা বিভাগ	ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	প্রকল্প দপ্তরের প্রেরিত নক্সায় কোম্পানির বিদ্যমান স্থাপনাসমূহের অবস্থান প্রদর্শনের কাজ চলমান রয়েছে।
১২	কমন ইউটিলিটি প্যানেল	বিদেশী বড় বড় শহরের আদলে Common Utility Service প্রণয়ন।	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবস্থাপক (এনএএস) উক্ত প্যানেলের সদস্য হিসেবে মনিটর করছেন।
১৩	তিতাস গ্যাস কেম্পানির বিদ্যমান নেটওয়ার্কের জিআইএস ম্যাপ বাস্তবায়ন	তিতাস অধিভুক্ত এলাকা	তিতাস গ্যাস	সেল গঠন করা হয়েছে।

খ) Improvement of Natural Gas Transmission and Distribution Capacities of TGTDCL প্রকল্প:

তিতাস গ্যাস অধিভুক্ত সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ, সাটুরিয়া, আরিচা ও তদসংলগ্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ, গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে এডিবি'র অর্থায়নে এ প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িতব্য ৩টি কার্যক্রম হল:

(১) এলেঙ্গা হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২০"ব্যাস x ১০০০ পিএসআইজি x ৬৫.০০ কি. মি. সঞ্চালন লাইন নির্মাণ;

(২) মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০"ব্যাস x ৩০০ পিএসআইজি x ২৫.০০ কি. মি. বিতরণ লাইন নির্মাণ;

(৩) মানিকগঞ্জে নতুন একটি সিজিএস নির্মাণ, ধামরাইয়ে নতুন একটি টিবিএস নির্মাণ, এলেঙ্গায়টিবিএস মডিফিকেশন এবং নরসিংদী ভালভ্ স্টেশন # ১২-এর মডিফিকেশন।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তিতাস অধিভুক্ত এলাকায় কোম্পানির গ্যাসের সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত Outsourcing পদ্ধতিতে এ প্রকল্পের রুট সার্ভে সম্পাদনের কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

গ) Implementation of GIS MAP in Titas Franchise Area প্রকল্প:

কোম্পানির বিদ্যমান পাইপলাইন নেটওয়ার্কে গ্যাস বিতরণ ও সঞ্চালন এবং চাপ পরিস্থিতি'র স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ, দূর্ঘটনা ও জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গ্যাস নেটওয়াকের্র বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রনয়ণ করার লক্ষ্যে একটি GIS based MAP বাস্তবায়নের জন্য GIS MAP প্রণয়নের পূর্বকাজ হিসেবে বিদ্যমান গ্যাস নেটওর্য়াকের কী-ম্যাপসমূহের হালনাগাদ কার্যক্রম চলছে। GIS based MAP বাস্তবায়িত হলে কোম্পানির বিদ্যমান নেটওয়াকের সার্বিক পরিস্থিতি অবলোকনপূর্বক জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় অথবা পাইপলাইনপুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে দ্রুততম সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নতুন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং পুরাতন নেটওয়ার্ক-এর উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

ক) বিজরা অফটেক, লাকসাম, কুমিল্লা হতে কুমিল্লা ইপিজেড পর্যন্ত ২৭.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮? ব্যসের ২৭ কিলোমিটার প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্প:

কুমিল্লা শহরসহ কুমিল্লা ইপিজেড ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্তমানে বিদ্যমান স্বল্প চাপজনিত সমস্যা লাঘবের জন্য বিজরা অফটেক, লাকসাম, কুমিল্লা হতে কুমিল্লা ইপিজেড পর্যন্ত ২৭.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮? ব্যসের ২৭.০০ কিলোমিটার প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বিজিডিসিএল পরিচালনা পর্ষদের ৪৮৮তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়। গত ২০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বিজিডিসিএল পরিচালনা পর্ষদের উক্ত সভায় বর্ণিত প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এনটিএল হতে পাইপ ক্রয়সহ পাইপ লাইন নির্মাণ কাজের দরপত্র প্রস্তুতের কাজ চলছে।

খ) আশুগঞ্জ ম্যানিফোল্ড স্টেশনের অফটেক হতে আশুগঞ্জ সার কারখানা পর্যন্ত গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণঃ

আশুগঞ্জ সার কারখানায় গ্যাসের স্বল্প চাপজনিত সমস্যা নিরসনের জন্য আশুগঞ্জ ম্যানিফোল্ড স্টেশনের ১০" ব্যসের ৭৮০ পিএসআইজি চাপের অফটেক হতে আশুগঞ্জ সার কারখানার আরএমএস পর্যন্ত ১০" ব্যসের ১০৩০ মিটার গ্যাস পাইপ লাইন আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (এএফসিসিএল) এর নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	উদ্দেশ্য
১.	কেজিডিসিএল গ্যাস ডিষ্টিবিউশন নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প গ্রহণ	আমদানিতব্য গ্যাস (LNG) কেজিডিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় বাষ্ক, শিল্প, বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য শ্রেণির গ্রাহকের আঙ্গিনায় সরবরাহকরণই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৫০০ এমএমএসসিএফডি গ্যাস কেজিডিসিএল অধিভুক্ত এলাকায় বিতরণ করা সম্ভব হবে।
২.	এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্লানিং সফটওয়্যার ক্রয়	কেজিডিসিএল এর দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা বৃদ্বির লক্ষ্যে Enterprise Resource Planning (ERP) Software ক্রয় করতে হবে যাতে করে গ্রাহক সেবা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব হয়।
৩.	এ্যাডভান্স মিটারিং ইনফ্রাস্টাকচার	কেজিডিসিএল এর সমস্ত মিটার Advanced Metering Infrastructure(AMI)এর আওতায় নিয়ে আসতে হবে। অগও মিটারিং সিষ্টেম স্থাপিত হলে সার্বক্ষনিক গ্রাহক মনিটরিং সম্ভব হবে।
৪.	EVC যুক্ত টারবাইন মিটার ক্রয়	কেজিডিসিএল এর ২" সাইজের উপরে সকল টারবাইন মিটার উঠঈ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সেই লক্ষ্যে EVC যুক্ত টারবাইন মিটার ক্রয় করতে হবে।
৫.	আবাসন ব্যবস্থা	কেজিডিসিএল এ কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের গতিশীলতা বৃদ্বির লক্ষ্যে আবাসিক ভবন নির্মাণ করতে হবে।
৬.	অফিস বিল্ডিং নির্মাণ	কেজিডিসিএল এর বিক্রয় ও বিতরণ (দক্ষিণ) অফিসের জন্য নিজস্ব অফিস বিল্ডিং নির্মাণ করতে হবে।
৭.	নতুন এলাকার জন্য গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নির্মাণ	আমদানিতব্য গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ নতুন এলাকা/অর্থনৈতিক এরিয়া/অনুমোদিত শিল্প এলাকায় সরবরাহ করার লক্ষ্যে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক নির্মাণ করতে হবে।
৮.	হট লাইন চালুকরন	বিল আদায়ে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও দূর্ঘটনাজনিত তথ্য প্রদানের জন্য হট-লাইন চালু করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

জালালাবাদ গ্যাসট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় সরকারি-বেসরকারি খাতে যে সকল প্রকল্প/বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে/ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলোঃ

ক) মেসার্স শাহজাহানউল্লাহ পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ

২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সিলেটের কুমারগাঁও-এ সম্প্রতি নির্মাণ করতঃ চালু করা হয়েছে। জালালাবাদ গ্যাসের সাথে স্বাক্ষরিত গ্যাস বিক্রয় চুক্তি (Gas Sales Agreement-GSA) অনুযায়ী গত ১৫-১০-২০১৩ তারিখে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এতে বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। আরো ৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ০৭ এমএমসিএফডি হারে অতিরিক্ত গ্যাস বরাদ্দের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ৫.৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলে দেশের বিরাজমান বিদ্যুৎ অবস্থার উন্নতি সাধিত হবে।

খ) সামিট বিবিয়ানা-২ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডঃ

৩৪১ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন সামিট বিবিয়ানা-২ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার বিবিয়ানা এলাকাতে নির্মিত হয়েছে। বিবিয়ানা এলাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ১০ কিলোমিটার গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন কাজ ১৩-০৪-২০১৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। শেভরন বাংলাদেশ লিঃ এর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে উক্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে সামিট-বিবিয়ানা-২ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বর্তমানে গড়ে ৫৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।

গ) বিবিয়ানা-৩ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ

বিবিয়ানা এলাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ১০ কিলোমিটার উচ্চচাপ গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন কাজ ১৩-০৪-২০১৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। শেভরন বাংলাদেশ লিঃ এর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে উক্ত পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। বিবিয়ানা-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট গ্যাস চাহিদা ৫৫ এমএমসিএফডি। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিবিয়ানা-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কাজটি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিবিয়ানা-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং এতদসংক্রান্ত সিএমএস নির্মাণ সাপেক্ষে গ্যাস সরবরাহ করা যাবে।

ঘ) বিবিয়ানা সাউথ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ

বিবিয়ানা এলাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি চাপ বিশিষ্ট ১০ কিলোমিটার উচ্চচাপ কমন গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন কাজ ১৩-০৪-২০১৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। শেভরন বাংলাদেশ লিঃ এর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড হতে উক্ত পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিবিয়ানা-সাউথ কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আনুমানিক ৫৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে। ২০১৬ সনের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হবে মর্মে আশা করা যায়।

ঙ) শাহজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পঃ

পিডিবি'র নিয়ন্ত্রণে ২০১৬ সালের মধ্যে শাহজীবাজার এলাকায় শাহজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে জালালাবাদ গ্যাস ও পিডিবি'র সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। জালালাবাদ গ্যাস, পিডিবি ও ইপিসি ঠিকাদারের সাথে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ পুরোদমে চলছে। আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাসের চাহিদা ৪৭ এমএমসিএফডি।

চ) ফেঞ্চুগঞ্জস্থ কুশিয়ারা ১৬৩ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ

কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লিঃ এর নিয়ন্ত্রণে ১৬৩ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ফেঞ্চুগঞ্জ এলাকাতে স্থাপিত হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হলে এতে দৈনিক প্রায় ২৮ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস ব্যবহৃত হবে। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে জালালাবাদ গ্যাসের সাথে প্রজেক্ট কোম্পানির MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ছ) মেসার্স দেশ ক্যামব্রিজ কুমারগাঁও পাওয়ার কোম্পানি লিঃ

সিলেট শহরের নিকটবর্তী কুমারগাঁও এলাকায় ১০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন মেসার্স দেশ ক্যামব্রিজ কুমারগাঁও পাওয়ার কোম্পানি লিঃ নামীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বর্তমানে চালু রয়েছে। আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২০০৯ সালে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। তাদের বর্তমান স্টেশন সংলগ্ন স্থানে অতিরিক্ত ৫০ মেঃ ওঃ ক্ষমতাসম্পন্ন আরেকটি ইউনিট স্থাপনের জন্য গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অত্র কোম্পানি বরাবর আবেদনের প্রেক্ষিতে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের বরাদ্দ দেয়া হয়। আশা করা যায়, আগামী অর্থ বছরে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হবে।

জ) মেসার্স বিয়ানীবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডঃ

শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার এলাকায় মেসার্স বিয়ানীবাজার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড ২০ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দৈনিক ৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহের প্রাথমিক সম্মতিপত্র দেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী অর্থ বছরে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হবে।

ঝ) শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরীঃ

বিসিআইসি'র অধীনে ফেঞ্চুগঞ্জে দৈনিক ১৭৬০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী নামে বিসিআইসি কর্তৃক একটি নতুন সার কারখানার নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ইতিপূর্বে উচ্চচাপ পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে এবং অস্থায়ী সিএমএস এর মাধ্যমে বর্তমানে দৈনিক গড়ে ৪০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। স্থায়ী সিএমএস নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঞ) শ্রীহট্ট ইকোনমিক জোনঃ

মৌলভীবাজার জেলাধীন শেরপুর এলাকায় শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে স্থাপিতব্য শিল্প-কারখানাসমূহে আনুমানিক ১৬ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজন হবে। শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন ও সিএমএস/আরএমএস নির্মাণের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ট) বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানঃ

দেশের অন্যান্য এলাকায় গ্যাস সংযোগ কার্যক্রম ২০০৯-২০১২ পর্যন্ত স্থগিত থাকলেও জালালাবাদ গ্যাসের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় গ্যাস সংযোগ অব্যাহত থাকার ফলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান (স্কয়ার টেক্সটাইলস, স্কয়ার ফ্যাশনস, বাদশা টেক্সটাইলস, দেশবন্ধু গ্রুপ, প্রাণ, আরএকে, এসএম স্পিনিং, পাইওনিয়ার স্পিনিং মিলস ইত্যাদি)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদেরকে গ্যাস সংযোগের প্রাথমিক সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহে গ্যাস সরবরাহের জন্য শাহজীবাজার এলাকায় ১৫০ পিএসআইজি চাপের ৮/১০ ইঞ্চি ব্যাসের ১২ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপিত রয়েছে। এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে গড়ে ১৫ এমএমসিএফডি হারে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। আগামী ২/১ বছরের মধ্যে গ্যাস সংযোগের সম্মতি প্রাপ্ত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪০-৫০ মিলিয়ন ঘনফুট ঘন্টা হারে গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

শাহজিবাজার হতে শ্রীমঙ্গলগামী পাইপলাইনের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান (মেসার্স ওমেরা সিলিন্ডার্স, মেসার্স অলিলা গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ, মেসার্স এভারওয়ে ডাইং ইত্যাদি) বরাবর গ্যাস সংযোগের প্রাথমিক সম্মতিপত্র ইস্যু করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমুহের গ্যাস চাহিদা প্রায় ০৯ এমএমসিএফডি। তন্মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ এলাকায় বর্ধিত হারে গ্যাস সরবরাহের জন্য শাহজীবাজার হতে নসরতপুর পর্যন্ত ৮" x ১০০০ পিএসআইজি ১২ কিঃমিঃ পাইপলাইন স্থাপন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঠ) আবাসিক গ্রাহক প্রান্তে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনঃ

জালালাবাদ গ্যাসের নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ গৃহস্থালী গ্যাস সংযোগ রয়েছে। সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আবাসিক গ্যাস সংযোগকে প্রি-পেইড মিটার এর আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করতঃ উহা অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

ড) ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপনঃ

কোম্পানির আওতাধীন শিল্প/বাণিজ্যিক/সিএনজি/চা বাগান ইত্যাদি শ্রেণির গ্রাহক প্রান্তে ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কোম্পানির আওতাধীন সিএনজি শ্রেণির সকল গ্রাহক প্রান্তে ইতোমধ্যে ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৪টি ইভিসিযুক্ত মিটার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য গ্রাহক প্রান্তে স্থাপনের জন্য ইত:পূর্বে ক্রয়কৃত ১৪৮টি টারবাইন মিটারকে ইভিসিযুক্ত মিটারে রুপান্তর এবং ৬৯টি ইভিসিযুক্ত মিটার ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখিত পরিকল্পনা এবং প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে সিলেট এলাকায় গ্যাস অবকাঠামো, গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে, দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি হবে, সিলেট বিভাগের শিল্পায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে এবং সর্বোপরি কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)

দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে উঠার প্রবণতা ও বিভিন্ন এলাকার গ্যাস চাহিদার উপর লক্ষ্য রেখে আগামী ৫ বছরের পিজিসিএল-এর যে অতিরিক্ত গ্যাসের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তার একটি রূপরেখা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ কর্মপরিকল্পনা	বাস্তবায়ন বছর	মোট কাজের পরিমাণ (কিঃ মিঃ)	মোট ব্যয় (মিলিয়ন) টাকা	বাস্তবায়নের পর বছর ভিত্তিক গ্যাস ব্যবহার এবং খরচের পরিমাণ										মন্তব্য
					২০১৫-২০১৬		২০১৬-২০১৭		২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০		
					গ্যাস (MMCFD)	ব্যয় (মিঃ টাঃ)	গ্যাস (MMCFD)	ব্যয় (মিঃ টাঃ)	গ্যাস (MMCFD)	ব্যয় (মিঃ টাঃ)	গ্যাস (MMCFD)	ব্যয় (মিঃ টাঃ)	গ্যাস (MMCFD)	ব্যয় (মিঃ টাঃ)	
১	বগুড়া ডিআরএস এবং নেটওয়ার্কের গ্যাস প্রবাহ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরন	২০১৬-২০২০	৬.৫০ ডিআরএসসহ	৬৫.০০	-	১০.০০	-	১০.০০	২	১৫	২	১৫	১	১৫	পিজিসিএল-এর রাজস্ব বাজেট
২	নাটোর শহর গ্যাস বিতরন নেটওয়ার্ক নির্মান	২০১৬-২০১৭	৪৫.৫০ ডিআরএসসহ	৭৩৫.৮২	-	৯.৪২	-	৬৩৫.৫৮	-	৯০.৮২	২.৬৭	-	২.৭২	-	সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়ন বিবেচনায়

৩	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট, ডুয়েল ফুয়েল)-এ গ্যাস সরবরাহ	২০১৫-২০১৭	০.১৫ সিএমএসসহ	৩৫৪.২৪	-	১০৭.০০	-	২৪৭.২৪	৩৫	-	৩৫	-	৩৫	-	NWPGCL - এর অর্থায়নে
৪	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট, ডুয়েল ফুয়েল)-এ গ্যাস সরবরাহ	২০১৬-২০১৮	২.০০ সিএমএসসহ	৪১৫.২৫	-	-	-	১৬৬.১০	-	২৪৯.১৫	৩৫	-	৩৫	-	NWPGCL - এর অর্থায়নে
৫	সিরাজগঞ্জ ৪০০ মেঃওঃ ষ্ট ১০% আইপিপি ডুয়েল-ফুয়েল (গ্যাস/HSD) কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৪র্থ ইউনিট)-এ গ্যাস সরবরাহ	২০১৭-২০১৯	৫.৫০ সিএমএসসহ	৮০০.০০	-	-	-	-	-	৩২০.০০	-	৪৮০.০০	৭৫	-	SEMCO RP / NWPGCL - এর অর্থায়নে
৬	ঈশ্বরদী ইপিজেডের ১ম ফেজের অবশিষ্টাংশ ও ২য় পর্যায় প্রকল্পভুক্ত এলাকায় গ্যাস নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও ডিআরএস আপগ্রেডেশন	২০১৫-২০১৬	৫.১০	৩৭.০৩		১১.১১		২৫.৯২		-		-		-	BEPZA এর অর্থায়নে
৭	নতুন গ্যাস সংযোগ ও লোড বৃদ্ধির বিষয়ে বিবেচনার জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ	২০১৫-২০১৬	-	-	১.২১	-	৩.০৪	-	৩.৬৪	-	৩.৬৪	-	৩.৬৪	-	শিল্প প্রতিষ্ঠানস মূহের নিজস্ব অর্থায়নে
৮	Sub Total	-	৬৮.২০	২৪৩২.৩৪	১.২১	১৩৭.৫৩	৩.০৪	১০৮৪.৮৪	৪০.৬৪	৬৭৪.৯৭	৭৮.৩১	৪৯৫.০০	১৫২.৩৬	১৫.০০	
৯	বছরভিত্তিক গড় দৈনিক গ্যাস ব্যবহার * (ভিত্তি বছর ঃ ২০১৪-১৫-এ ১০০ MMCFD ধরে)	-	-	-	১০১.২১	-	১০৪.২৫	-	১৪৪.৮৯	-	২২৩.২০	-	৩৭৫.৫৬	-	

সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (এসজিসিএল)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

খুলনাতে প্রধান অফিস নির্মাণ কাজের ডিজাইন, ড্রইং, এষ্টিমেসন, ডকুমেন্টেশন ও তদারকি কাজের উপদেষ্টা হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠান Housing & Building Reaserch Institute (HBRI) এর সাথে গত ২৯/০৬/২০১৫ তারিখে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। HBRI ইতোমধ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা দাখিল করেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জুন, ২০১৬ এর মধ্যে দরপত্র আহবানের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া খুলনায় পাওয়ার প্ল্যান্টে গ্যাস সরবরাহের জন্য খুলনা আড়ংঘাটাস্থ জিটিসিএল এর সিজিএস হতে যোগীপল ডিআএস পর্যন্ত ২০? ব্যাসের ১২ কি.মি. এবং যোগীপল ডিআরএস হতে পাওয়ার প্ল্যান্ট এর সিএমএস পর্যন্ত ১২? ব্যাসের ৭ কি.মি. (মোট ১৯ কি.মি) এবং খুলনা আড়ংঘাটাস্থ জিটিসিএল এর সিজিএস হতে লবনচরা ভাল্ব স্টেশন পর্যন্ত ২০? ব্যাসের ১৮ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ অর্থাৎ ০২টি কাজের চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের ৫১তম সভায় উপস্থাপন করা হয়েছিল ।

পরিচালনা পর্ষদ ডিপিপি অনুমোদনের পর পুনরায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। প্রকল্পের সংশোধিত (২য়) ডিপিপি অনুমোদন পাওয়া মাত্রই মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু করা হবে। Extension of Gas Distribution Network in Bhola and New Network at Borhanuddin প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভোলা শহরে আরও ২০ কিঃমিঃ বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ এবং বোরহানউদ্দিন শহর অবধি ২৫ কিঃমিঃ গ্যাস পাইপলাইন পৌঁছানোসহ শহরে বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। অদ্যবধি প্রকল্পের প্রায় ২৫কিঃমিঃ পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকী কাজ পুরোদমে চলমান আছে। প্রকল্প ছক অনুযায়ী এর মেয়াদ জুন' ২০১৬ সাল পর্যন্ত ধার্য্য করা হয়েছে।

রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাঃ

(ক) দেশের উত্তর-
পুর্বাঞ্চলে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বর্ধিত হারে উৎপাদিতব্য কনডেনসেট বিতরণ ও পরিবহন ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে কোম্পানির আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনায় লোডিং-বে নির্মাণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

(খ) কোম্পানির কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্টের ইউনিট-০১ এর অব্যবহৃত কনডেনসেট কলাম আশুগঞ্জ স্থাপনায় স্থানান্তর করে কনডেনসেট ফ্রাকশনেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) আশুগঞ্জ কনডেনসেট হ্যান্ডলিং স্থাপনার ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম সংস্কার ও চালুকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(ঘ) কোম্পানির কর্মপরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/পেট্রোবাংলা তথা সরকারের এলএনজি (লিক্যুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস) কার্যক্রম আরপিজিসিএল-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

(ঙ) যানবাহনে এলপিজি'র ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কোম্পানির পক্ষ থেকে পেট্রোবাংলায় পাওয়ার-পয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়েছে। সিএনজি'র বিকল্প জ্বালানি হিসাবে যানবাহনে অটো-গ্যাস (এলপিজি)'র ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির কেন্দ্রীয় ওয়ার্কশপে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ এবং সিএনজি'র ন্যায় এলপিজি'র রেগুলেটরী কার্যক্রম আরপিজিসিএল কর্তৃক পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান বিষয়ে পেট্রোবাংলাকে অনুরোধ করা হয়েছে।

(চ) সরকার কর্তৃক এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ও বিদেশে এলএনজি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, যাতে করে ভবিষ্যতে আরপিজিসিএল এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

গ্যাসট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)

কোম্পানি কর্তৃক যে সকল ভবিষ্যত সম্ভাব্য প্রকল্প বর্তমানে পরিকল্পনাধীন রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাসঙ্গিক তথ্য
১)	আনোয়ারা হতে ফৌজদারহাট পর্যন্ত ৪২" ব্যাসের ৩০ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন।	• দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারের বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মহেশখালীতে স্থাপিতব্য এলএনজি Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) টার্মিনাল হতে প্রাপ্তব্য গ্যাস নির্মাণাধীন মহেশখালী-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইনের মাধ্যমে কেজিডিসিএল অধিভূক্ত বিতরণ এলাকায় সরবরাহের পর অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা, ভবিষ্যতে মায়ানমার হতে আমদানীতব্য গ্যাস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনসোর ও অফসোর ব্লকে প্রাপ্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদাপূরণ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখাই প্রস্তাবিত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। • আলোচ্য প্রকল্পের Detailed Route Survey কার্যাদি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে চূড়ান্ত নক্শা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

		• প্রস্তাবিত আনোয়ারা-ফৌজদারহাট উচ্চচাপ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পটি গ্যাস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (জিডিএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে খসড়া ডিপিপি কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর ১০-৬-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৬৫তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। কিন্তু জিডিএফ হতে অর্থায়ন প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়ায় জিটিসিএল পরিচালকমন্ডলীর ৩৬৭তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পেট্রোবাংলার আওতাধীন টিজিটিডিসিএল, কেজিডিসিএল ও বিজিডিসিএল হতে ঋণ গ্রহণ এবং জিটিসিএল-এর নিজস্ব তহবিল হতে অর্থায়নের মাধ্যমে ৩৬" ব্যাস বিশিষ্ট পাইপলাইন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • পেট্রোবাংলার পত্র নং-২৮.০২.০০০০.০৬২.০৩.০৫৩.১৩/৫৫৪ তারিখ ৪-১০-২০১৫ এর মাধ্যমে Redundancy-সহ সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে আমদানিতব্য এলএনজি, গ্যাস আমদানি ও বঙ্গোপসাগর হতে সম্ভাব্য আহরিতব্য ২০০০ এমএমসিএফডি এর অধিক গ্যাস সঞ্চালন করার জন্য পাইপলাইনের ব্যাস নির্ধারন সংক্রান্ত বিষয়ে গত ২০-১০-২০১৫ তারিখে পেট্রোবাংলায় অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে উক্ত প্রকল্পের পাইপলাইনের ব্যাস ৪২" নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের পাইপলাইনের ব্যাস ইতোপূর্বে জিটিসিএল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ৩৬" এর পরিবর্তে ৪২" নির্ধারণপূর্বক ডিপিপি প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে।
২)	তিতাস গ্যাস ফিল্ডের কূপ নং ২৩, ২৪ (সরাইল) হতে খাঁটিহাতা এবং কূপ নং ২৫, ২৬ (মালিহাতা) হতে খাঁটিহাতা পর্যন্ত ১২" ব্যাস ৩.৩ কিঃ মিঃ উচ্চচাপ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন।	• ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত তিতাস গ্যাস ফিল্ডে নতুনভাবে খননতব্য কূপ নং-২৩, ২৪ (সরাইল) এবং কূপ নং-২৫, ২৬ (মালিহাতা) হতে উৎপাদিতব্য আনুমানিক ১০০-১২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহের লক্ষ্যে পাইপলাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজিএফসিএল এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের Detailed Route Survey সম্পন্ন করতঃ ১০-৬-২০১৫ তারিখে নক্শাসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পটি কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের ডিপিপি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩)	বাখরাবাদ-ফেনী-চট্টগ্রাম পর্যন্ত ৪২" ব্যাসের ২০১ কিঃমিঃ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন।	• পেট্রোবাংলার পত্র নং-২৮.০২.০০০০.০৬২.০৩.০৫৩.১৩/৫৫৪ তারিখ ৪-১০-২০১৫ এর মাধ্যমে Redundancy-সহ সরকারি/ বেসরকারি উদ্যোগে আমদানিতব্য এলএনজি, গ্যাস আমদানি ও বঙ্গোপসাগর হতে সম্ভাব্য আহরিতব্য ২০০০ এমএমসিএফডি এর অধিক গ্যাস সঞ্চালন করার জন্য পাইপলাইনের ব্যাস নির্ধারন সংক্রান্ত বিষয়ে গত ২০-১০-২০১৫ তারিখে পেট্রোবাংলায় অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের পাইপলাইনের ব্যাস ৪২" নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রকল্পের পাইপলাইনের ব্যাস ৪২" নির্ধারণপূর্বক ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের রুট জরীপ ও পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে। • প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ ধরা হয়েছে জুলাই ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে, এডিবি'র BAN-PPTA 8474 Program এর আওতায় এডিবি'র নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ পরামর্শক টিমের রিপোর্টে আলোচ্য পাইপলাইনটিতে এডিবি'র অর্থায়ন বিবেচনার জন্য প্রকল্পটি Project list for 1st Tranche-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪)	পদ্মা সেতুতে ৩০" ব্যাসের ৬.১৫ কিঃমিঃ দীর্ঘ পাইপলাইন।	• জিটিসিএল-এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প হতে পদ্মা সেতুতে নির্মিতব্য অন্যান্য ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন (মূল সেতু abutment to abutment – ৬.১৫ কিঃ মিঃ) নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ কাজের Main Bridge-Gi Bill of Quantities-এ অন্তর্ভুক্ত দফাসমূহ অনুযায়ী সেতু প্রকল্প কর্তৃক সেতুতে স্থাপিতব্য গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের জন্য কোম্পানিতে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির মাধ্যমে সেতু কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। কমিটি কর্তৃক গত ১২-১০-২০১৪ তারিখে সরেজমিনে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করা হয়। • কারিগরি কমিটি কর্তৃক পদ্মা সেতুর অবকাঠামোতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন সংক্রান্ত কাজের হালনাগাদ অগ্রগতির বিষয়ে জানার জন্য সেতু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি যৌথ সভা আহ্বানের নিমিত্ত পত্র প্রেরণ করা হয়। সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয় যে, খুব শীঘ্রই জিটিসিএল, বিবিএ, ঈঝঈ-২ (কনসালটেন্ট) ও গইউঈ (মূল ঠিকাদার) সহযোগে একটি যৌথ সভা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত /সুপারিশ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)

ক) বড়পুকুরিয়ার সেন্ট্রাল পার্ট এর উত্তর ও দক্ষিনাংশ বর্ধিতকরণের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রমঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান কয়লার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৪,৫০০ টন কয়লা উৎপাদনের পাশাপাশি কোলবেসিনের সেন্ট্রালপার্ট বর্ধিতকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত আরো দৈনিক প্রায় ২,০০০ টন কয়লা উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেন্ট্রালপার্ট বর্ধিতকরণের উদ্দেশে ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের প্রাথমিক কাজ হিসাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্নের উদ্দেশে কনসালটিং ফার্ম এবং ইনডিভিজুয়াল কনসালটেন্ট নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আশা করা যায় যে, ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং খনি উন্নয়ন শেষে সেন্ট্রাল পার্ট থেকে আগামী ২০২২ সাল নাগাদ বর্তমান উৎপাদনের অতিরিক্ত দৈনিক গড়ে আরো প্রায় ২,০০০ টন কয়লা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

খ) দীঘিপাড়া কয়লাক্ষেত্রের অনুসন্ধান কার্যক্রমঃ

বিসিএমসিএল-এর উদ্যোগে দেশের অন্যান্য কয়লা ক্ষেত্রসমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে ঐ সকল কয়লাক্ষেত্রসমূহ থেকে কয়লা উৎপাদনের প্রস্তাব সরকারি বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দীঘিপাড়া কয়লাক্ষেত্রের অনুসন্ধান লাইসেন্স বিসিএমসিএল-এর নিকট হস্তান্তরের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। লাইসেন্সটি বিসিএমসিএল-এর অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক বিএমডি-কে পত্র মারফত অনুরোধ জানানো হয়েছে। লাইসেন্স পাওয়া গেলে বিসিএমসিএল-এর উদ্যোগে দিঘীপাড়া কয়লাক্ষেত্রের উন্নয়ন ও উৎপাদনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (এমজিএমসিএল)

দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সরকারের "রূপকল্প-২০২১" বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন মেগা প্রকল্পে কঠিন শিলার সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে খনির ভূ-গর্ভে শিলা উৎপাদন ইউনিট সম্প্রসারণের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই খনি সম্প্রসারণের জন্য পিসিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলছে। এছাড়া আগামীতে মধ্যপাড়া খনি হতে উৎপাদিত ডাস্ট ব্যবহার করে Product Diversification এর মাধ্যমে Roof Tiles নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)

অন্যান্য কার্যক্রম:

এ অর্থ বছরে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অংশগ্রহণে বাসাক্রীপের মাধ্যমে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান, বার্ষিক বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী, দোয়া মাহফিল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপন করা হয়েছে।

সম্প্রতি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জ্বালানি সপ্তাহ ২০১৫ উদযাপন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ১০-১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মেলা-২০১৫" অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উক্ত মেলায় বাপেক্স এর বিভিন্ন কার্যক্রম, সাম্প্রতিক সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। ইত:পূর্বে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এর আয়োজনে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গত ১৫-১৬ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে Bangladesh Development Forum (BDF) 2015 সংশ্লিষ্ট BDF 2015 Development Fair অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। BDF 2015 মেলায় পেট্রোবাংলার পক্ষে বাপেক্স ও বড়পুকুড়িয়া কোল মাইনিং কোম্পানি'র কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পেট্রোবাংলার স্টল পরিদর্শন করেন এবং কিছু সময় অতিবাহিত করেন। পরবর্তীকালে মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী উক্ত স্টল পরিদর্শন করেন এবং জ্বালানি নিরাপত্তায় বাপেক্স এর ভূমিকার প্রশংসা করেন। BDF 2015 মেলায় পেট্রোবাংলার স্টল ১ম পুরষ্কার অর্জন করে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যানের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে গত ১৮-২০ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে ওnternational Conference on Mechanical (ICME 2015) এর অংশ হিসেবে বুয়েট ক্যাম্পাসে Exhibition on Engineering and Technology তে বাপেক্স এর বিভিন্ন কার্যক্রম, সাম্প্রতিক সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করে একটি স্টল স্থাপন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে বাপেক্স স্টল ২য় পুরষ্কার অর্জন করে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

নিরাপত্তাঃ

জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার এ প্রতিষ্ঠানের সকল উৎপাদনশীল ফিল্ড ও কূপসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে '১-ক ও ১খ' শ্রেণির কেপিআই (Key Point Installation) হিসেবে বিজিএফসিএল-কে তালিকাভুক্ত করেছে। প্রতিষ্ঠানের সকল স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নাশকতা, অন্তর্ঘাত, গুপ্তচরবৃত্তি এবং যে কোন প্রকারের চুরিসহ বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ হুমকি পরাভূত/প্রতিরোধ করার জন্য কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। নিরাপত্তা কর্মকান্ড কার্যকরিভাবে পরিচালিত হওয়ার নিমিত্ত কোম্পানির নিজস্ব নিরস্ত্র নিরাপত্তা বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থা নিয়োজিত রাখা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কেপিআই এর নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালার আলোকে কোম্পানির সকল স্থাপনাসমূহে সার্বক্ষণিক সশস্ত্র আনসার-এর পাশাপাশি কোন কোন স্থাপনায় পুলিশ ফোর্স মোতায়েন রয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে সহায়তা/নির্দেশনার জন্য সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়ে থাকে। KPI সমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রশাসনিক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নির্দেশাবলী এবং KPIDC (Key Point Installation Defense Committee) কর্তৃক মনোনীত জরিপ কমিটির সুপারিশ কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।

সামাজিক দায়িত্বঃ

নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস উৎপাদনে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকার পাশাপাশি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। এ ধারাবাহিকতায় সামাজিক এ দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী ও ক্রীড়া সংগঠনের ক্রোড়পত্র ও প্রকাশনায় কোম্পানি বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে এ বছরেও আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা, সেবা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য কোম্পানি এ বছর ৫৩টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫২.৯৯ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে কোম্পানি ১৯৯৯ সাল থেকে 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি গোল্ডকাপ ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট' এবং 'বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানি গোল্ডকাপ আন্তঃস্কুল এন্ড কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট' নামে দুটি পৃথক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আর্থিক সহায়তা দিয়ে আসছে। টুর্ণামেন্ট দু'টি আয়োজনের জন্য এ বছরেও প্রত্যেকটিকে ২.৫০ লক্ষ টাকা করে মোট ৫.০০ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে ২.৭০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে। সমাজে জ্বালানি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানি ৪.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস, ২০১৪ উদ্?যাপন করে। প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক এ দায়িত্ব পালনে কোম্পানির সার্বিক ভূমিকার নিদর্শন সকল পর্যায়ে এর পরিচিতি ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি কোম্পানির অধীনে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সহায়ক কর্মসূচী সারা বছর ব্যাপি পরিচালিত হয় যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক) শিক্ষাবৃত্তিঃ

কোম্পানির শিক্ষা বৃত্তি স্কীমের আওতায় ২০১৩ সালে কোম্পানিতে চাকুরীরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও সমমান পরীক্ষায় ২৮ জনকে মাসিক বৃত্তি এবং ১৮ জনকে এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট ও সমমান পরীক্ষায় ২৫ জনকে মাসিক বৃত্তি এবং ১১ জনকে এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়। এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ৩০ জনকে মাসিক বৃত্তি এবং ১৮ জনকে এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়। এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ২০ জনকে মাসিক বৃত্তি এবং ১০ জনকে এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়। স্নাতক (সম্মান)/ইঞ্জিনিয়ারিং (বিএসসি) পরীক্ষার জন্য ৪ জনকে এককালীন পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর):

কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতিমালার আওতায় মেধাবিকাশের লক্ষ্যে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনা সংশ্লিষ্ট ৪টি উপজেলার প্রত্যেকটি উপজেলায় বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরকারি বৃত্তির জন্য নির্বাচিতদের তালিকার পরবর্তী গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ ছাত্রীদেরকে এককালীন ৪৫,০০,০০০.০০ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম, র‍্যালী আয়োজনে জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং বাহুবল উপজেলাকে ১২,০০০.০০ টাকা করে মোট ৪৮,০০০.০০ টাকা এবং মহান বিজয় দিবস-২০১৩ উদযাপনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখিত ৪টি উপজেলার প্রতিটিতে ২৫,০০০.০০ টাকা করে মোট ১.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

গ) অনুদানঃ

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কোম্পানি হতে মাসিক ও এককালীন অনুদানের পরিমাণ ২৮,২০,০০০.০০ টাকা।

ঘ) সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বার্ষিক মিলাদ, পবিত্র রমজান মাসে ইফতার মাহফিল এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় দিবসসমুহ যেমনঃ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস পালন করা হয়।

তিতাস গ্যাসট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

ক) সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility) :

সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সাভারের রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবার এবং আহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ৮.০০ লক্ষ টাকা, রমনা বুদ্ধি প্রতিবন্ধি ও অটিস্টিক বিদ্যালয়, ঢাকা-কে ২.০০ লক্ষ টাকা, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব আইডিয়াল কলেজ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ-কে ৫.০০ লক্ষ টাকা, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং স্কুল, পার্বতীপুর, দিনাজপুর-কে ৩.০০ লক্ষ টাকা, খান সাহেব শেখ মোশাররফ হোসেন স্কুল এন্ড কলেজ, টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ-কে ৩.০০ লক্ষ টাকা, তরী ফাউন্ডেশন, লালমাটিয়া, ঢাকা-কে ৩.০০ লক্ষ টাকা, তাড়াশ ডিগ্রী কলেজ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ-কে ৫.০০ লক্ষ টাকা এবং তিতাস গ্যাস আদর্শ বিদ্যালয়ের ১ জন পিয়ন-এর চট্টগ্রাম মেডিক্যালে এমবিবিএস ৪র্থ বর্ষে অধ্যায়নরত ছেলের লেখাপড়ার কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে ১টি ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য ৮০,০০০.০০ হাজার টাকাসহ সর্বমোট ২৯.৮০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

খ) শিক্ষা কার্যক্রম :

১৯৮৭ সালে তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোম্পানি লিমিটেড-এর উদ্যোগে ঢাকার ডেমরায় তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সমতুল্যানসহ স্থানীয় অধিবাসীদের সন্তানরাও মান সম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ বিদ্যালয় ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষাসহ এস.এস.সি. পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে আসছে। ২০১৪ সালে মোট ৮৯ জন ছাত্রছাত্রী এস.এস.সি. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে শতভাগ উত্তীর্ণ হয়। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৭৪ জন 'এ+', ১৫ জন 'এ' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৩ পঞ্জিকা বর্ষে প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট (পি.এস.সি) পরীক্ষায় ৯০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫২ জন 'এ+', এবং ৩৮ জন 'এ' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে.এস.সি) পরীক্ষায় মোট ১০৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩০ জন 'এ+', ৬৫ জন 'এ', ৯ জন 'এ-', ৩ জন 'বি' এবং ১ জন 'সি' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৩ সালের প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট (পি.এস.সি) পরীক্ষায় ০৩ জন ট্যালেন্টপুল এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জে.এস.সি) পরীক্ষায় ৩ জন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে।

পাইপলাইনের করোশন নিবারণকল্পে সিপি সিস্টেম স্থাপন ও পরিচালনের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে সিপি স্টেশন পরিদর্শন এবং প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর পি.এস.পি. রিডিং গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও মনিটরিং করা হয়। অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম (কার্বন ডাই অক্সাইড/ড্রাই গ্যাস পাউডার) প্রয়োজন মোতাবেক স্থাপন ও ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস নীতিমালা লঙ্ঘনক্রমে কোন গ্রাহক কর্তৃক অবৈধ কার্যক্রমের দ্বারা সংঘটিত দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করাসহ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের দপ্তরকে অবহিত করা হয়। গ্যাস দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে অবহিত করা হয়। সিস্টেম পরিচালন ব্যবস্থায় যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় বা দুর্ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে কোম্পানির উদ্যোগে এবং পেট্রোবাংলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর ১ বার কোম্পানির বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহের সেফটি অডিটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়াও কোম্পানি বার্ষিক কর্মসূচী অনুযায়ী প্রতিমাসে স্টেশনসমূহের সেফটি অডিটিং ইন্সপেকশন করছে।

বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

ক) পূর্ত নির্মাণঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নিজস্ব অর্থায়নে নিম্নোক্ত পূর্ত নির্মাণ কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছেঃ

১। চাঁদপুর টিবিএস এ অপারেটর ও আনসারদের জন্য ৫৫.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দ্বিতল ভবন নির্মাণ এবং

২। বেগমগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের অভ্যন্তরে ১৮.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৈনিক ২০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার আরএমএস-এর প্লাটফর্ম নির্মাণ করা হয়েছে।

খ) ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমঃ

বিজিডিসিএল-এর রাজস্ব কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন-এর আওতায় সকল শ্রেণির গ্রাহকদের লেজার পোস্টিং-এর কাজ সম্পন্ন করা হয়। গ্রামীণফোন এর বিল-পে সিস্টেমের মাধ্যমে আবাসিক গ্রাহকদের নিকট থেকে বিল আদায়ের ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য অর্থ বছরে গ্রামীণফোনের মাধ্যমে ২.৯৯ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। তাছাড়া ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গ্রাহকগণ যাতে ডাউনলোড করে বকেয়ার পরিমাণ জানতে পারে সে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিজিডিসিএল-এর আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাস বিল অন-লাইনে পরিশোধের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে Application Programming Interface (API) module স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

গ) স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ

কোম্পানির স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কমব্রত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এবং তাদের পোষ্যদেরকে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ২০৯ আইটেমের ঔষধ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা এবং জটিল রোগের ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদান অব্যাহত আছে।

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ সকল অফিস/টিবিএস/ডিআরএস-সহ বিভিন্ন স্থাপনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫৭ (সাতান্ন) জন কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা প্রহরী ও ৮৫ (পঁচাশি) জন আনসার নিয়মিত দায়িত্ব পালন করছে। তাছাড়া সর্বাক্ষণিকভাবে সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের পড়াশুনায় উৎসাহী করার লক্ষ্যে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে এমন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচীর আওতায় আলোচ্য অর্থ-বছরে মোট ২১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ১২.৫৯ লক্ষ টাকা শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

কোম্পানির কল্যাণমূলক কর্মসূচীর আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী জমি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ এবং মোটর সাইকেল ক্রয়ের নিমিত্ত ১১৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মোট ১১০৩.৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অনুসৃত সরকারি নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য এ বছর ৬৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ৩৯.৬০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমঃ

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কোম্পানি কর্তৃক বাখরাবাদ গ্যাস আদর্শ বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত বিদ্যালয়ে কোম্পানির আবাসিক এলাকায় বসবাসরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানগণ লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং তুলনামূলক কম খরচে এলাকার অনেক ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে ভাল ফলাফল অর্জন করছে। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ব্যয় হয় ২,৩২,৩১৬.০০ (দুই লক্ষ বত্রিশ হাজার তিনশত ষোল) টাকা। এছাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি বাবদ ব্যয় হয়েছে ৪৭,৫৮,১৫৭.০০ (সাতচল্লিশ লক্ষ আটান্ন হাজার একশত সাতান্ন) টাকা।

কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিসিএল)

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

কোম্পানির কল্যাণমূলক কর্মসূচির আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী জমি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ এবং মোটর সাইকেল ক্রয়ের নিমিত্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে মোট ৮.৯৪ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে চলমান শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১৯৭ জনকে ১৭.০০ লক্ষ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরে চিত্ত বিনোদন কর্মসূচির আওতায় কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত সরকার ঘোষিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা এবং কর্মসূচি অনুযায়ী প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও ৯ আগস্ট "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস" পালন করা হয়।

জালালাবাদ গ্যাসট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)

ক) গ্রাহকদের প্রত্যয়ন পত্র প্রদানঃ

৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সকল শ্রেণির গ্রাহকের নিকট বকেয়া গ্যাস বিলের পরিমাণ/বকেয়া পাওনা নেই ভিত্তিতে হিসাব করে কোম্পানির সকল আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় হতে সর্বমোট ৯১,৮০৩ টি প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করা হয়েছে অর্থাৎ শতভাগ গ্রাহকের ঠিকানায় নির্ধারিত সময়ে তা প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

খ) ওয়ান স্টপ সার্ভিসঃ

কোম্পানি কর্তৃক প্রণীত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী গ্রাহকগণকে স্বল্প সময়ে প্রত্যাশিত সেবা/সহায়তা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "ওয়ান স্টপ সার্ভিস"-এর কার্যক্রম নিবিড় মনিটরিং এর নিমিত্তে একটি কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় সর্বমোট ৬,৬৪২ জন গ্রাহকের নতুন সংযোগের আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৬,১৯৩ জন গ্রাহককে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয় ও অবশিষ্ট ৪৪৯ টি আবেদন অসম্পূর্ণ থাকায় প্রক্রিয়াধীন আছে।

কল্যাণমুলক কার্যক্রমঃ

করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটিঃ

কোম্পানির ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটে করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি খাতে ৩০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সহায়তা বাবদ এ খাত হতে মোট ১৩.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঈঝজ খাতে বরাদ্দকৃত ৩০.০০ লক্ষ টাকার ৩০%অর্থাৎ ৯.০০ লক্ষ টাকা জালালাবাদ গ্যাস বিদ্যা নিকেতন এর সংশ্লিষ্ট ফান্ডে স্থানান্তর করা হয়।

শিক্ষা বৃত্তিঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সম্পানদের লেখাপড়ায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানির বৃত্তি স্কীমের আওতায় আলোচ্য অর্থ বছরে সরকারি প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত ০৯ জন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য মোট ৭৬ জনসহ মোট ৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ধর্মীয় ও বিনোদনমুলক অনুষ্ঠানঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বনভোজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, কোম্পানিতে মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উদ্যাপন করা হয়।

ঋণ প্রদান কর্মসুচীঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কল্যাণের লক্ষ্যে আলোচ্য অর্থ বছরে গৃহনির্মাণ, মোটর সাইকেল এবং কম্পিউটার ক্রয়ের নিমিত্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১,২৫০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (পিজিসিএল)

জনকল্যাণমুলক কাজঃ

শিক্ষাবৃত্তিঃ

পেট্রোবাংলার অন্যান্য কোম্পানির ন্যায় এ কোম্পানিতে কমব্রত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমতানদের মধ্যে যারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রবর্তিত শিক্ষাবৃত্তির আওতায় আলোচ্য অর্থ বছরে মোট ৫ জনকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ঋণদান কর্মসূচীঃ

কোম্পানির বাজেটে বরাদ্দকৃত আর্থিক সংস্থানের আওতায় প্রতি অর্থ বছরে জমি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণ ঋণ ও মোটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিবেচ্য অর্থ বছরে জমি ক্রয় ও গৃহ নির্মাণ খাতে মোট ৪৪ লক্ষ টাকা এবং মোটর সাইকেল ও কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ১৬ লক্ষ টাকাসহ মোট ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রীড়া ও বিনোদনঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং অফিস কাজের ধরা-বাঁধা নিয়মের বাইরে চিত্তবিনোদনের জন্য পিজিসিএল এর পক্ষ হতে বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, বনভোজন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাড়াও তাদের পরিবার-পরিজন অংশগ্রহণ করে।

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা কার্যক্রমঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস একটি পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাস নিয়ামক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরাপদ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা এবং কোম্পানির গ্যাস পাইপলাইন ও স্টেশন ডিজাইনসহ বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। এ লক্ষ্যে বিষয়টির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে পিজিসিএল-এর পক্ষ হতে স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ

স্বাস্থ্যঃ

পিজিসিএল বিশ্বাস করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ কোম্পানির কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখে। এ কারণে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পিজিসিএল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিনামূল্যে রূটিন চেপআপের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্যগত চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রেখেছে। সরকার অনুমোদিত ১৫০ আইটেমের ঔষধ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বিতরণের ব্যবস্থা অব্যাহত আছে।

নিরাপত্তাঃ

পিজিসিএল-এর গ্যাস বিতরণ এলাকায় আবাসিক গ্রাহক ব্যতীত সকল প্রকার গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহন করা হয়। ১০ বার পাইপলাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়াও বিস্ফোরক অধিদপ্তরের অনুমোদন নেয়া হয়। গ্রাহকের দোরগোড়ায় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিজিসিএল কর্তৃক নিরাপত্তা ও পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পাইপ লাইন, সিএমএস, ডিআরএস ও টিবিএস ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। সিএমএস, টিবিএস ও ডিআরএসসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে কোন মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোম্পানির নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত পাইপ লাইনসমূহের ক্ষয়রোধের জন্য সিপি সিস্টেম স্থাপন করা আছে। মাসভিত্তিক এসব সিপি সিস্টেমের কার্যকারিতা যাচাই করে দেখা হয়। এছাড়া, জরুরী ভিত্তিতে গ্যাস লিকেজ সংক্রামত অভিযোগ নিস্পত্তির জন্য Emergency Cell-এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জনস্বার্থে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের সাথে সাথে রি-ফিলিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো বিপদকালে চালানোর জন্য সংশিস্নষ্টদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অমতর নিয়মিত মহড়া দেওয়া হয়।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের কাজের বাইরে কোম্পানির অন্যান্য কাজের অগ্রগতিঃ

ক) ঈশ্বরদী আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২ তলা দাপ্তরিক ভবন (৩ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট) নির্মাণ কাজ সম্পন্নের পর ২৭-০৬-২০১৪ তারিখে নবনির্মিত দাপ্তরিক ভবনে অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে।

খ) পিজিসিএল প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দপ্তর, প্রশাসনিক ভবন-২, ইএসডি ভবন এবং বাংলো নং-০২, ০৪, ০৫-এর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ৫০% অংশ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৫০% অংশ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সম্পন্ন করা হবে।

গ) সিরাজগঞ্জের সয়দাবাদে অবস্থিত ১৫০ মেগাওয়াট ডুয়েল-ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের জন্য স্থাপিত সিএমএস ও কন্ট্রোল বিল্ডিং-এর নিরাপত্তার স্বার্থে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

ঘ) রাজশাহী শহর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় স্থাপিত গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে রাজশাহী শহরে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ০৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে এবং ০৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়াও গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে পিজিসিএল-এর আওতাভূক্ত এলাকায় আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আবাসিক রেগুলেটর, লকউইং কক, সার্ভিসটি, এ্যালবো এবং লাইনপাইপ ক্রয় করে রাইজার নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ১.৩ শ্রেণির ঠিকাদার কর্তৃক ১১,৯১৯ টি নতুন রাইজার উত্তোলনের মাধ্যমে ৩৬,৫০৮ টি দ্বৈত চুলায় গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

গ্যাসট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)

ক) কোম্পানির Financial Accounting Information System সম্পূর্ণভাবে Local Area Network(LAN) ভিত্তিক Computerized এবং Management System Improvement Programme(MSIP)-Petrobangla কর্তৃক প্রদত্ত QSP Financial System-UK এর মাধ্যমে ২০০১ সাল হতে ২০০৫ সাল পর্যন্ত কোম্পানির বার্ষিক হিসাব প্রণয়নের কাজ সম্পাদিত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০০৬ সাল হতে Local Area Network(LAN) ভিত্তিক Financial Management Software Solution(DheerajTM) এর মাধ্যমে দক্ষতার সাথে কোম্পানির বার্ষিক হিসাব প্রণয়নের কাজ সম্পাদিত হচ্ছে।

খ) কোম্পানির সকল টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। গ্যাসট্রান্সমিশন পাইপলাইনের চাপ ও পরিবহন ক্ষমতা সঠিক ও দ্রুত উপায়ে নিরূপণের লক্ষ্যে Energy Solutions International কর্তৃক উদ্ভাবিত Pipeline Studio Software-এর মাধ্যমে কোম্পানির বিদ্যমান পাইপলাইনসমূহকে Steady State অবস্থায় Analysis করা হচ্ছে। উক্ত Analysis এর মাধ্যমে বিদ্যমান পাইপলাইনের সঞ্চালন ক্ষমতা, নতুন পাইপলাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সঠিক তথ্য নিশ্চিত করা যায়।

সামাজিক দায়বদ্ধতা:

কোম্পানির ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বাজেটে "কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি" খাতে মোট ১৬,০০,০০০/= (ষোল লক্ষ) টাকার সংস্থান রাখা হয়। বিভিন্ন সময়ে কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর অনুমোদন মোতাবেক সাভারে রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে নিহতদের পরিবার ও আহতদের সাহায্যার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৭,০০,০০০/= (সাত লক্ষ) টাকা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী রিহেবিলিটেশন সেন্টার, ধানমন্ডি শাখা-কে ১,৩০,০০০/= (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা, বাইতুল উলুম জামে মসজিদ, মাদারীপুর এবং ডেমরা জামিয়া ফোরকানীয়া নুরানীয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা-এর অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ৭০,০০০/=(সত্তর হাজার) টাকা, নবম জাতীয় ও প্রথম সানসো স্কাউট জাম্বুরী সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস-এর অনুকূলে ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা এবং তাড়াশ ডিগ্রী কলেজ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ-এর অনুকূলে ৪,০০,০০০/= (চার লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী ও ক্রীড়া সংগঠনের ক্রোড়পত্র ও প্রকাশনায় কোম্পানি কর্তৃক সৌজন্য বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ধারা পুর্ববর্তী বছরের ন্যায় আলোচ্য বছরেও অব্যাহত আছে। আগামীতেও কোম্পানির বিভিন্ন পাইপলাইন স্থাপনার সন্নিকটে অবস্থিত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানসহ পেট্রোবাংলার অধীনস্থ কোন কোম্পানির এরুপ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির সামাজিক দায়িত্ব পালনের ধারা অব্যাহত রাখবে।

রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)

গঠনমূলক ও মজবুত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উপর কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্য তথা সার্বিক উন্নয়ন নিভর করে। আরপিজিসিএল-এর সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বীয় অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, কর্মস্পৃহা ও দায়িত্ব পালন করে কোম্পানির উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছেন। এ বিষয়ের উপর কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বহির্যোগাযোগের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আবশ্যক। এ লক্ষ্যে কোম্পানির সকল বিভাগ ও স্থাপনা-কে কম্পিউটারাইজড করে LAN সিস্টেম স্থাপনসহ উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট একসেস ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির ২৫ টি ডেস্কটপ কম্পিউটারের সাথে খঅঘ সিস্টেম সম্পৃক্ত রয়েছে। ২০০৪ সালে কোম্পানির সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত একটি গতিশীল ওয়েবপেজ (www.rpgcl.org.bd) চালু করা হয়েছে। বর্তমানে পেট্রোবাংলা তথা সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর নির্দেশনা মোতাবেক ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা সুরক্ষার্থে কোম্পানির ওয়েবসাইটের সাথে এস.এস.এল. (সিকিউরড সকেটস্ লেয়ার) সার্টিফিকেট সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়সহ সরকারের জনপ্রশাসনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপসমূহ সংযোজন এবং পরিবর্ধন-পরিমার্জনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের বিবরণ, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

খ) সামাজিক দায়িত্ব পালন (CSR):

বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিবছর সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। তবে, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কোম্পানির পক্ষ হতে যথোপযুক্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করা সম্ভব না হওয়ায় পূর্বানুরুপ সামাজিক দায়বদ্ধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক এ খাতে বাজেটে অর্থের সংস্থান অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)

ক) সাবসিডেন্স মনিটরিং কার্যক্রমঃ

সিএমসি-এক্সএমসি কনসোর্টিয়াম-এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে সাবসিডেন্স মনিটরিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপনকৃত মনিটরিং স্টেশনগুলি হতে মাইনিংজনিত কারণে সৃষ্ট ভূমি অবনমনের পরিমাণ কনসোর্টিয়াম এবং বিসিএমসিএল কর্তৃক যৌথভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে।

খ) কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রমঃ

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রম আরো জোরদার করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এ তহবিল হতে সর্বমোট প্রায় ৩.৮৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে চীনা ঠিকাদারের অধীনে কর্মরত স্থানীয় শ্রমিক; খনিতে কমরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করা শ্রমিক এবং নিহত শ্রমিকদের পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তাদেরকে প্রতি মাসে কম/বেশী ২০ কেজি চাল, ডাল ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ১,১০০/- টাকা করে প্রদান করা হতো, যার পরিমাণ জুলাই ২০১৪ মাস হতে বৃদ্ধি করে ১,৬০০/- (এক হাজার ছয়শত) টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও, কনসোর্টিয়ামের অধীনে নিয়োজিত খনি শ্রমিকসহ তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে নিয়োজিত শ্রমিকদের কাজের অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ এবং খনিতে কমরত অবস্থায় দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণকারী শ্রমিক ও নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে বাৎসরিক এককালীন ৩,০০০/- টাকা করে প্রদান করা হতো, যার পরিমাণ আলোচ্য অর্থবছরে ৫,০০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। কনসোর্টিয়ামের অধীনে খনিতে কর্মরত শ্রমিকদেরকে এমপিএমএন্ডপি চুক্তির আওতায় কনসোর্টিয়াম কর্তৃক প্রতি টন কয়লা উৎপাদনের জন্য ১৮/- টাকা করে প্রোডাক্টিভ বোনাস প্রদান করা হয়; উক্ত শ্রমিকদের কর্মস্পৃহা ও উদ্দীপনা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রোডাক্টিভ বোনাস হিসেবে প্রতি টন কয়লা উৎপাদনের জন্য আরও ০৪/- টাকা করে জুলাই ২০১৪ মাস হতে বিসিএমসিএল-এর সিএসআর খাত হতে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২১২ ফেইস হতে কয়লা উত্তোলন সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কোম্পানির আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োজিত জনবল; এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়ামের অধীনে কমরত বাংলাদেশী শ্রমিক এবং খনিতে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে আহত/ নিহত শ্রমিক/পরিবার প্রতি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে কোম্পানির সিএসআর ফান্ড হতে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করা ও ভিশন-২১ পূরণের লক্ষ্যে খনির আশ-পাশসহ সর্বমোট ০৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ২০ সেট কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, অত্র এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের মোট ১৮ টি প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও মাদ্রাসা)-এ সর্বমোট ৫৯ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বড়পুকুরিয়া বাজারের ৯৭ জন ভাসমান ব্যবসায়ীর প্রত্যেককে ১৫ হাজার টাকা করে মোট ১৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিসিএমসিএল কর্তৃক পরিচালিত বড়পুকুরিয়া কোল মাইন স্কুল-এর বার্ষিক পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

গ) সম্মানিত অতিথিবৃন্দের খনি পরিদর্শনঃ

আলোচ্য অর্থবছরে খনির কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য গত ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়'-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিদর্শন করেন। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বিসিএমসিএল-এর ভূ-গর্ভ হতে কয়লা উত্তোলন পদ্ধতি অবলোকন করার জন্য ভূ-গর্ভস্থ খনিতে গমন করেন। উক্ত সফরে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান জনাব ইসতিয়াক আহমদ (অতিরিক্ত সচিব), পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন এন্ড মাইনস্) জনাব জামিল এ আলিম সফর সঙ্গী ছিলেন। এছাড়াও, 'জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ'-এর মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আবুবকর সিদ্দিক গত ১৬-১৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে এবং 'সেতু বিভাগ'-এর মাননীয় সচিব জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম গত ৩০ এপ্রিল - ০১ মে ২০১৫ তারিখে অত্র খনি পরিদর্শন করেছেন। খনি পরিদর্শনের সময় খনি হতে কয়লা উৎপাদনের ফলে মাইনিং এরিয়ায় সাবসিডেন্সজনিত কারণে সৃষ্ট জলাশয়ে 'জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ'-এর সচিব মহোদয় মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত Mr. Johan Frisell গত ২৩ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বিসিএমসিএল পরিদর্শন করেন।

এতদ্ব্যতীত 'ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ' মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে দেশী ও বিদেশী সেনা বাহিনী, বিমান বাহিনী ও নৌ বাহিনীর ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের একটি দল গত ০৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে, কেপিআই সার্ভে টিমের সদস্যগণ গত ৩১ আগস্ট ২০১৪ তারিখে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২২২ পদাতিক ব্রিগেড কর্তৃক পরিচালিত "বিসিএস অফিসার্স ওরিয়েন্টেশন কোর্স-৬৪" এর ২৩ জন প্রশিক্ষণার্থী গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে অত্র খনি পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)

বিপিসি'র পরিচিতিঃ

দেশে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা মিটানোর জন্য ক্রুড পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিশোধন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, মিশ্রণসূত্রে লুব্রিকেন্টস উৎপাদন, (প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যতীত) উপজাত পণ্যাদি ও লুব্রিক্যান্টস সহ পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য দ্রব্যাদির আমদানি, রপ্তানি এবং বাজারজাতকরণ এবং তৎসংক্রান্ত আনুসংগিক বা সহায়ক কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখে ৮৮ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর ০৩ টি তেল বিপণন কোম্পানি, ০২ টি ব্লেন্ডিং প্ল্যান্টস এবং ০১টি রিফাইনারী সহ ০৬ টি অংগপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে ১ জানুয়ারি ১৯৭৭ সালে সংস্থার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে এল পি গ্যাস লিঃ বিপিসি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যুক্ত হলে বর্তমানে ০৭টি অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দেশব্যাপী পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে। বিপিসি'র প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রামে অবস্থিত। ঢাকায় এর একটি লিয়াজোঁ অফিস রয়েছে।

বিপিসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন, শেয়ার ও মালিকানাঃ

ক্রমিক সংখ্যা	সাবসিডিয়ারি কোম্পানীর নাম	মূলধন (কোটি টাকা)		মালিকানা	মূল দায়িত্ব
		অনুমোদিত	পরিশোধিত		
১।	পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	১০০.০০	৮৯.৩০	বিপিসি ৫০.৩৫% সরকারি অর্থলগ্নী সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ৪৯.৬৫%	পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য মজুদ, সরবরাহ ও বিপণন
২।	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	৪০০.০০	৮১.৯৮	বিপিসি ৫৮.৬৭% বেসরকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান ৪১.৩৩%	-ঐ-
৩।	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	৩০০.০০	৯১.২৬	বিপিসি ৬০.০৮% বেসরকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান ৩৯.৯২%	-ঐ-
৪।	ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড	৫০০.০০	৩৩.০০	বিপিসি ১০০%	ক্রুড অয়েল পরিশোধন ও বিটুমিন উৎপাদন
৫।	এলপি গ্যাস লিমিটেড	৫০.০০	১০.০০	বিপিসি ১০০%	এলপি গ্যাস বোতলজাতকরণ ও বিতরণ
৬।	ইস্টার্ণ লুব্রিক্যান্টস বেন্ডার্স লিমিটেড	৫.০০	০.৯৯৪	বিপিসি ৫১.০০% সরকারি অর্থলগ্নী সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান৪৯.০০%	লুব্রিকেটিং অয়েল উৎপাদন
৭।	স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	০.৫০	০.১৯৭৬	বিপিসি ৫০% বেসরকারি ৫০%	লুব্রিকেটিং অয়েল উৎপাদন

বিপিসি'র কার্যাবলীঃ

বিপিসি'র কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

ক) ক্রুড পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি সংগ্রহ ও আমদানি;
খ) ক্রুড পেট্রোলিয়াম শুদ্ধিকরণ এবং বিভিন্ন মানের পরিশোধিত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন;
গ) রিফাইনারী বা শোধনাগার এবং অন্যান্য সহায়ক সুবিধা-সুযোগ বা অবকাঠামো স্থাপন;
ঘ) বেজ ষ্টক বা কাঁচামাল, আবশ্যকীয় এ্যাডিটিভস এবং অপরাপর রাসায়নিক পদার্থ এবং প্রস্তুত লুব্রিক্যান্টস ইত্যাদিসহ লুব্রিক্যাটিং অয়েল আমদানি;
ঙ) মিশ্রণসূত্রে লুব্রিক্যাটিং পণ্যাদি উৎপাদন;
চ) ব্যবহৃত লুব্রিব্যান্টস রীসাইক্লিং বা রীভ্যামপিং করণের প্ল্যান্টসহ লুব্রিক্যাটিং প্ল্যান্ট স্থাপন;
ছ) রিফাইনারী বর্জ্য বা অবশিষ্টাংশ পণ্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ও অবকাঠামো স্থাপন;
জ) পেট্রোলিয়াম (ক্রুড এবং অপরিশোধিত) গুদামজাতকরণের অবকাঠামো বা ফ্যাসিলিটিজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্থাপন;
ঝ) বিপণন কোম্পানি সমূহের মধ্যে পেট্রোলিয়াম সমগ্রীর বরাদ্দ নির্ধারণ;
ঞ) আন্তঃদেশীয় অয়েল ট্যাংকার সংগ্রহ;
ট) পেট্রোলিয়াম বিপণনের ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন ও সম্প্রসারণ;

ঠ) পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যাদি রপ্তানী;

ড) ম্যানেজিং এ্যাজেন্টস হিসাবে দায়িত্ব পালন বা যে কোন ফার্ম বা কোম্পানির সংগে যে কোন ব্যবস্থাপনার চুক্তি বা অন্য যে কোন প্রকারের চুক্তি সম্পাদন;

ঢ) অংগ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর তদারকি, সমন্বয়-সাধন ও নিয়ন্ত্রন;

ণ) বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বা অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন এবং

ত) অধ্যাদেশের লক্ষ্য সমূহ প্রতিপালনের জন্য আবশ্যকীয় অনুরূপ অন্যান্য কার্য্য ও বিষয়াদি সম্পাদন।

জনবল কাঠামোঃ

"বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ ১৯৭৬" অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন সার্বক্ষণিক পরিচালক ও ২ জন সরকার মনোনীত পরিচালকের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা বোর্ডের মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দিকনির্দেশনায় সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। সংস্থার প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন চেয়ারম্যান। সংস্থার অনুমোদিত জনবল ১৭৭ জন, এর মধ্যে কর্মকর্তা ৫৯জন ও কর্মচারী ১১৮ জন। এর বিপরীতে বর্তমানে কমরত ১২৯ জন, যার মধ্যে কর্মকর্তা ৩৭ জন, কর্মচারী ৯২ জন। অর্থাৎ বর্তমানে ৫০ টি পদ (কর্মকর্তা ২৪ + কর্মচারী ২৬) শূন্য রয়েছে। সংস্থার জনবল কাঠামো নিম্নরূপঃ

কর্মকর্তা				কর্মচারী				মন্তব্য
অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা	অনুমোদিত পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	বিদ্যমান পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	
চেয়ারম্যান	১	১	-	ইউডিএ	০৯	০৭	২	
পরিচালক	৩	৩	-	স্টেনোগ্রাফার/পিএ	১২	৭	৫	
				রেকর্ড কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				কেয়ার টেকার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ষ্টোর কিপার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				লাইব্রেরিয়ান (ইউডিএ)	০১	০১	-	
				ক্যাশিয়ার (ইউডিএ)	০১	০১	-	
সচিব	১	১	-	এল ডি এ কাম কম্পিঃ অপাঃ	২৭	১৫	১২	
মহাব্যবস্থাপক/উর্ধতন মহাব্যবস্থাপক	৬	২	৪	কম্পাউন্ডার	১	১	-	
উপ-মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক	১৩	৯	৪	টেলেক্স অপাঃ	২	১	১	
উর্ধতন আবাসিক চিকিৎসক	১	১	-	টেলিফোন অপাঃ	২	২	-	
উপ-ব্যবস্থাপক	১৫	৯	৬	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	
সহকারী ব্যবস্থাপক	১১	৫	৮	ড্রাইভার	১৩	১২	১	
				মোট ঃ(৩য় শ্রেণি)	৭২	৫১	২১	
কনিষ্ঠ কর্মকর্তা (২য় শ্রেণী)	৭	৬	১	ডুপিকেটিং মেশিন অপাঃ	১	১	-	
উপ সহকারী প্রকৌশলী (২য় শ্রেণী)	১	-	১	ডেসপাচ রাইডার	২	২	-	
				অফিস সহায়ক	২৭	২৫	২	
				নিরাপত্তা প্রহরী	১০	৭	৩	
				বাস হেলপার	১	১	-	
				পরিচ্ছন্নতা কর্মী	৫	৫	-	
				মোটঃ(৪র্থ শ্রেণি)	৪৬	৪১	৫	
মোট ঃ	৫৯	৩৭	২৪	সর্বমোট (৩য়+৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী) ঃ	১১৮	৯২	২৬	

২০১৪-১৫ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ড ও সাফল্যঃ

বিপণন কার্যক্রমঃ

১। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিবিধ জ্বালানি তেলের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে বর্তমানে জ্বালানি তেলের চাহিদা প্রায় ৫৫.০০ লক্ষ মেঃ টন তন্মধ্যে ডিজেলের পরিমাণ প্রায় ৩৩.৫০ লক্ষ মেঃ টন এবং ফার্ণেস অয়েলের পরিমাণ ১২.৫০ লক্ষ মেঃ টন প্রাক্কলিত হিসেবে ধরা হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে দেশে জ্বালানি তেলের ব্যবহার ছিল ৫৩.২১ লক্ষ মেঃ টন তন্মধ্যে ডিজেলের পরিমাণ ৩৩.৯৬ লক্ষ মেঃ টন এবং ফার্নেস অয়েলের পরিমাণ ৯.০৭ লক্ষ মেঃ টন। প্রসংগত, দেশে অব্যাহত বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে নির্মিত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ভাড়াভিত্তিক বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তরল জ্বালানি হিসাবে ডিজেল ও ফার্ণেস অয়েলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ ডিজেল সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৪.৮১ লক্ষ মেঃ টন, ফার্নেস অয়েল সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৮.৮৩ লক্ষ মেঃ টন।

২। উল্লেখ্য, ২০১৪-১৫ সালে দেশের বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ড এবং সরকারি ও বেসরকারি ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টসমূহ থেকে উৎপাদিত পণ্য প্রাপ্তির পরিমাণ যথাক্রমে পেট্রোলঃ ১.৫৩ লক্ষ মেঃ টন, অকটেনঃ ০.৬৮ লক্ষ মেঃ টন, ডিজেলঃ ০.৯৬ লক্ষ মেঃ টন, কেরোসিন ০.২৩ লক্ষ মেঃ টন

৩। জ্বালানি তেল পরিবহণ বহরে বর্তমানে কোস্টাল ট্যাংকার ২২০টি এবং ১৪ টি শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার তন্মধ্যে বে-ক্রসিং শ্যালো ড্রাফট ট্যাংকার ৭২ টি। প্রায় ৯০% জ্বালানি তেল নৌ-পথে, ৮% রেলপথে এবং ২% সড়ক পথে পরিবহন করা হয়ে থাকে। চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনা ও অন্যান্য তেল ডিপো থেকে বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ডিলার, এজেন্ট এর অনুকূলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে ১৮৯৪টি ফিলিং স্টেশন, ৩৬০৫টি এজেন্ট/ডিষ্ট্রিবিউটর ও ৩১৪৮টি এলপি গ্যাসের ডিলার রয়েছে।

৪। গত ২০১৪-১৫ সালে কৃষিখাতে ১৭.৪৬%, শিল্পখাতে ৪.৩৩%, বিদ্যুৎখাতে ২৫.৬৫%, যোগাযোগখাতে ৪৬.৪৬% এবং গৃহস্থালী ও অন্যান্যখাতে ৬.১০% জ্বালানি তেল ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভাগীয় শহরে অর্থাৎ; ঢাকায় ৪২.৮৫%, চট্টগ্রামে ২০.৪৫%, সিলেটে ৩.০৫%, রাজশাহীতে ১০.৮১%, রংপুরে ৫.৩৭%, খুলনায় ১৪.০৮% ও বরিশালে ৩.৩৯% জ্বালানি তেল ব্যবহার করা হয়েছে।

৫। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন বাস্তব সম্মত পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪-১৫ বছরের কৃষিসেচ মওসুমে (ডিসেম্বর-মে) বোরো ধানসহ বিভিন্ন কৃষিজ ফসলাদির বাম্পার ফলন হয়েছে। গত কৃষি-সেচ মওসুমে দেশের উত্তরাঞ্চলে ডিপোসমূহের ডিজেল বিক্রির পরিমাণ ছিল ০৩.৫৯ লক্ষ মেঃটন।

৬। বর্তমানে দেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১১.০৮ লক্ষ মেঃটন, তন্মধ্যে ডিজেলের মজুদধারণ ক্ষমতা ৪.৯৭ লক্ষ মেঃটন। ইআরএলসহ বিপণন কোম্পানির চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনায় ডিজেল ও ফার্ণেস অয়েলের মজুদধারণ ক্ষমতা যথাক্রমে ২.৯৪ লক্ষ মেঃটন (ইআরএল-০.৭৪ লক্ষ মেঃটন) ও ১.১৬ লক্ষ মেঃটন (ইআরএল-০.৬৪ লক্ষ মেঃটন)। উল্লেখ্য দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রধান নৌ-ডিপো সিরাজগঞ্জ জেলাস্থ বাঘাবাড়ী ডিপোতে পেট্রোলিয়াম পণ্যের মজুদধারণ ক্ষমতা ০.৬৭ লক্ষ মেঃটন, তন্মধ্যে ডিজেলের মজুদধারণ ক্ষমতা ০.৬০ লক্ষ মেঃটন। প্রসংগত, দেশে জ্বালানি তেলের নিরাপদ মজুদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী বিপণন কোম্পানিগুলো মজুদ ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহতভাবে রেখেছে।

বাণিজ্যিক ও পরিচালন কার্যক্রমঃ

১। যে কোন দেশের উন্নয়নে প্রধান চালিকা শক্তি হল জ্বালানি তেল। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে এর চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রধানত যানবাহন, কৃষি সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে জ্বালানি তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। সংস্থা কর্তৃক যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ, সময়োচিত আমদানিসূচী প্রণয়ন, দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিতরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে সারাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জ্বালানি তেলের আমদানি প্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির জন্য বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির জন্য বিপিসি যে সব প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সেগুলো হলঃ- Kuwait Petroleum Corporation (KPC)–Kuwait, Emirates National Oil Company (ENOC) – UAE, Petco Trading Labuan Company Limited (PTLCL) – Malaysia, Petrolimex Singapore PTE. Ltd. (Petrolimex) - Vietnam, PetroChina International (Singapore) Pte. Ltd. – China, Unipec Singapore Pte Ltd. – China, Philippines National Oil Company (PNOC EC). – Philippines, PB Trading Sendirian Berhad- Brunei, PT. Bumi Siak Pusako (BSP) – Indonesia, Turkish Petroleum International Company Ltd.(TPIC)- Turkey, Oman Trading International Ltd (OTI)- Oman & China Zhenhua Oil Corporation Ltd, China. এ ছাড়া অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের ক্ষেত্রে সৌদি আরবে Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) হতে Arabian Light Crude Oil (ALC) এবং আবুধাবীর Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) হতে Murban Crude Oil আমদানির জন্য বিপিসি'র মেয়াদী চুক্তি রয়েছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন উৎস হতে জ্বালানি তেল আমদানি করে দেশের চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

২। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ইস্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেডে প্রক্রিয়াকরণের জন্য ১৩,০৩,১৯৪ মেট্রিক টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করা হয়। এ অর্থ বছরে বিপিসি উপরোক্ত পরিমাণ ক্রুড অয়েলের পাশাপাশি ৩০,১০,২৭৯ মেট্রিক টন ডিজেল, ৩,৪৮,৮৫২ মেট্রিক টন জেট এ-১, ৪৪,৭৫৭ মেট্রিক টন মোগ্যাস (অকটেন) এবং ৬,৯১,৭০৪ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল আমদানি করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সামগ্রিকভাবে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৫৩,৯৮,৭৮৮ মেট্রিক টন।

৩। এ ছাড়া স্থানীয়ভাবে সুপার পেট্রোকেমিক্যাল (প্রাঃ) লিমিটেড, চট্টগ্রাম হতে ২০১৪-২০১৫ সময়ে ৫৭,০২৬ মেট্রিক টন মোগ্যাস এবং পেট্রোম্যাক্স রিফাইনারী লিমিটেড মংলা হতে ৩৩,২৩৯ মেট্রিক টন মোগ্যাস গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ন্যাফথার চাহিদা কম থাকায় ইআরএল এ উৎপাদিত ন্যাফথা রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ২০১৪-২০১৫ সময়ে রপ্তানিকৃত ন্যাফথার পরিমাণ ছিল ৭৫,৩১৯ মেট্রিক টন।

৪। প্রসঙ্গতঃ, ২০১১ সালের পূর্বে দেশে ফার্নেস অয়েল আমদানি করা হ'ত না। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ফার্নেস অয়েলের বর্ধিত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তা বিভিন্ন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে আমদানি করা হচ্ছে। উলেস্নখ্য, ফার্নেস অয়েলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎতায়নের পরিধি সম্প্রসারণের পেক্ষিতে ২০১২ সালে কেরোসিন আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সরকার সারা দেশে নিরবিচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠুভাবে জ্বালানি তেল সরবরাহ করে দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করেছে।

আর্থিক কর্মকান্ড এবং সাফল্যঃ

১। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিপিসি ৫৩,৯৬,১৯৮.৩৯ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল আমদানি করতে মাঃডঃ৩,৪৪৮.৫৬৪ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাঃ২৭,০২৩.২৭ কোটি ব্যয় করে। উক্ত সময়ে ৩৪,০৩,৮৮৯.৭৬ মেট্রিক টন রিফাইন্ড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ২,৩৬৮.২৩৫ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ১৮,৫৬৯.৬২ কোটি ব্যয় করে। উল্লেখিত সময়ে ১৩,০০,৬০৪.০১ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৭৩৩.৯৯৯ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ৫,৭৩৯.৩৫ কোটি এবং ৬,৯১,৭০৪.৬২ মেট্রিক টন ফার্নেস অয়েল আমদানি বাবদ মার্কিন ডলার ৩৪৬.৩৩০ মিলিয়ন সমপরিমাণ টাকা ২,৭১৪.৩০ কোটি মাত্র ব্যয় হয়। একই সময়ে রিফাইনারীতে প্রক্রিয়াকৃত চাহিদার অতিরিক্ত ৭৫,৩১৯.৯২ মেট্রিক টন ন্যাফথা রপ্তানী করে প্রায় মার্কিন ডলার ৪৭.১২১ মিলিয়ন সমপরিমাণ প্রায় ৩৬৫.৬৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

২। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আইটিএফসি-জেদ্দা থেকে মাঃডঃ১০১৫.৪৭ মিলিয়ন ঋণ গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মাঃডঃ১২৩২.৩৫ মিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করা হয়।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

১। প্রতি অর্থ বছরের জন্য বিপিসি'র আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

২। দেশের অভ্যন্তরে জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উৎস/ সরবরাহকারীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়, ফলে পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম প্রিমিয়ামে/দামে জ্বালানি তেল আমদানি করা সহজতর হয়।

৩। আমদানি অর্থায়নের লক্ষ্যে দেশী /বিদেশী বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। এতে অপেক্ষাকৃত কম সুদে আমদানি অর্থায়ন করা যায়।

৪। আর্থিক লেনদেনসমূহ আর্ন্তজাতিক একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরনপূর্বক যথাযথভাবে হিসাবে লিপিবদ্ধকরণ করা হয় এবং অর্থ বছর শেষে চুড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন করা হয়।

৫। জ্বালানি তেল বিক্রয়ে ভর্তুকী/লোকসান কমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়।

৬। সংস্থার আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাজেট প্রণয়ন এবং বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ। এ লক্ষ্যে প্রতিবছর বাজেট প্রণয়ন করা হয় এবং কঠোরভাবে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

প্রকল্পসমূহঃ

বিপিসি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন অর্থাৎ ৩৮ (আটত্রিশ) বছর পূর্বে দেশের জ্বালানি তেলের বার্ষিক চাহিদা ছিল প্রায় ১১ (এগারো) লক্ষ মেট্রিক টন। ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির ফলে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ চাহিদা প্রায় ৫৫(পঞ্চান্ন) লক্ষ মেট্রিক টন এ উন্নীত হয়েছে। অন্যান্য সেক্টরসহ জ্বালানি তেলের বিদ্যমান বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (প্রায় ৫%) বিবেচনায় আগামী ২০২১ সাল নাগাদ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৮০.০০(আশি) লক্ষ মেট্রিক টন হতে পারে। সে লক্ষ্যে সরকার দেশের জ্বালানি নিরপিত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে বিভিন্ন পদক্ষে গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে চলমান কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে বেশকিছু প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে, বেশকিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং বেশকিছু ভবিষ্যৎ প্রকল্প হিসেবে বিবেচনাধীন রয়েছে।

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ:

নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
১।	ক) কনস্ট্রাকশন অব ১০,০০০*৩ মেঃ টন স্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট এমআই, চট্টগ্রাম। খ) জানুয়ারি'২০১২ হতে জুন' ২০১৪	২৬৯৩.৬৫	প্রধান স্থাপনায় জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এতে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।
২।	ক) কনস্ট্রাকশন অব ১০,০০০*৩ মেঃ টন স্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ। খ) ডিসেম্বর' ২০১১ হতে জুন' ২০১৪	৪০১৪.০০	বাঘাবাড়ী, সিরাজগঞ্জ এ জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩।	ক) ইনষ্টলেশন অব জেট-এ-১ হাইড্রেন্ট ফুয়েলিং সিস্টেম এ্যাট হযরত শাহ আমানত ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, চট্টগ্রাম । খ) জানুয়ারি' ২০১২ হতে জুন' ২০১৩	১৩৩২.০০	এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উড়োজাহাজে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে নিরাপদভাবে ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে বিমানে জ্বালানি তেল সরবরাহের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪।	ক) কনষ্ট্রাকশন অব এভিয়েশন রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিজ এ্যাট সিলেট ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট খ) অক্টোবর'১০-জুন'১৪ ।	৫৩১৫.৫০	আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে এবং জেট-এ-১ এর সরবরাহে সুবিধা হয়েছে।
৫।	ক) কনষ্ট্রাকশন অব ১৩,০০০ * ৩ মেঃ টন ষ্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট ইআরএল, চট্টগ্রাম। (ডিজেল ও এফও) (ইআরএল) খ) জুলাই'১২ হতে ফেব্রুয়ারি'১৫	৪৯.০১	ইআরএল-এ জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা আরো বৃদ্ধি পাবে।
৬।	ক) কনষ্ট্রাকশন অব ৮,০০০*১ মেঃ টন এবং ৭,০০০*২ ষ্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট গোদনাইল/ ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (ডিজেল ও এফও)। খ) জানুয়ারি'১২ হতে মার্চ'১৫	২৬৩৭.৫০	গোদনাইল/ফতুল্লায় জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ (এডিপিভুক্ত)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
১।	ক) ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন। খ) সেপ্টে'১৫- ডিসে'১৮	৪৯৮১৫৩.৯০	ক্রুড অয়েলের জাহাজ ৯/১০ দিনের পরিবর্তে ২ দিনে খালাস করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে আমদানিকৃত ডিজেল স্বল্প সময়ে খালাস করা সম্ভব হবে। এতে অপারেশন কার্যক্রম আরো সহজ ও গতিশীল হবে।
২।	ক) কনস্ট্রাকশন অব এ এমএস স্টোরেজ ট্যাংক (ফ্লোটিং রুফ) এ্যাট ইআরএল। খ) অক্টোবর'১০ - জুন'১৬	২৪৯৮.৩৯	জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষতা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা আরো বৃদ্ধি পাবে।
৩।	ক) এক্সটেনশন অব এভিয়েশন ফুয়েল(জেট-এ-১) হাইড্রেন্ট সিস্টেম এ্যাট হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ঢাকা। খ) জুলাই'২০১১- জুন'১৬	৫৩৬৬.০০	হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে জ্বালানি সরবরাহ সহজ হবে এবং জেটএ-১ এর সরবরাহে সুবিধা হবে।
৪।	ক) ইনস্টলেশন অব ইআরএল ইউনিট-২। খ) জুলাই'১৫-ডিসেম্বর'১৮	৮৯৪৯৩৪.০০	ইআরএল এর পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুন বৃদ্ধি পাবে। ইআরএল ইউনিট-২ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশ উপযোগী স্পেসিফিকেশনের জ্বালানির উৎপাদন করা সম্ভবপর হবে, যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তাকে সুসংহত রাখবে। অন্যদিকে জ্বালানি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে।

গ)বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ (সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে) ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
১।	ক) কনস্ট্রাকশন অব মংলা অয়েল ইনস্টলেশন। খ) জুলাই' ২০০৭ হতে জুন '২০১৭	২০০৪০.৬৯	১.০০ লক্ষ মেঃ টন ধারন ক্ষমতার এ ডিপোটি তৈরী হলে দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে জ্বালানী সরবরাহ করা সহজতর হবে। জ্বালানি মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে জ্বালানি নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।
২।	ক) এলপিজি ইম্পোর্ট, স্টোরেজ এন্ড বটলিং প্ল্যান্ট এ্যাট মংলা। খ) জানুয়ারি' ২০১২ হতে জুন '২০১৮	২১,০৪৬.৯৬	এলপি গ্যাস আমদানি করে মজুদ, বোটলিং ও বিপণন করা হবে। ফলে এলপি গ্যাসের চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে, যা পরিবেশ সহায়ক।
৩।	ক) ডেভেলপমেন্ট অফ ল্যান্ড এ্যান্ড কনস্ট্রাকশন অব ৩*২৫০০ মেঃ টন জেট-এ-১ ষ্টোরেজ ট্যাংক অন ডেভেলপড ল্যান্ড এ্যাট কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো, ঢাকা। খ) জুলাই'২০১১ হতে জুন' ২০১৭	১১৭৪.৫০	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিমানের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
৪।	ক) এলপি গ্যাস লিমিটেড হেড অফিস ভবন নির্মাণ (৪র্থ তলা বিশিষ্ট)। খ) জানুয়ারি' ১৩ হতে জুন' ১৬	৩১১.৬৬	এলপিজিএল এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুন্দর ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত হবে।
৫।	ক) কনস্ট্রাকশন অব হেড অফিস বিল্ডিং অফ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (২২ তলা বিশিষ্ট)। খ) জুলাই'২০১৩ হতে জুন' ২০১৭	১১৭৫২.০০	পিওসিএল এর নিজস্ব জায়গায় আধুনিক অফিসসহ সকল বিভাগের সুবিধাদি ও অফিসের ব্যবস্থাপনার সকল সুবিধাদি প্রদানপূর্বক দাপ্তরিক কাজ সহজতর হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে বিপিসি'র মোট ১৬ জন কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে এবং ৬ জন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, বিপিসি ও এর অধীনস্থ কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের নিমিত্ত আলোচ্য অর্থ বৎসরে বিপিসি'র নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উপরোক্ত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিপিসিতে শূন্য পদে লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণঃ

আমদানিকৃত জ্বালানি তেল খালাসকালে সর্বোচ্চ সর্তকতা ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন তথ্যাদি যাচাইপূর্বক আমদানি কাজে ব্যবহৃত জাহাজসমূহের মনোনয়ন প্রদান করা হয়। জ্বালানি তেল খালাসকালে বঙ্গোপসাগর ও কর্ণফুলী নদীতে জ্বালানি তেল নিঃসরণের মত কোন ঘটনা সংঘটিত হয়নি। জ্বালানি তেল খালাস কার্যক্রমের সময় বিপিসি, তেল বিপণন কোম্পানি ও জাহাজের মাষ্টার সকলে পরিবেশ দূষণ যাতে না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে।

ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্ম পরিকল্পনাঃ

(ক) জ্বালানি তেল আমদানি কার্যক্রমঃ দেশের উন্নয়নের সাথে সাথে জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণের জন্য বিপিসি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান থেকে জ্বালানি তেল আমদানি করছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রায় ৪৮.০০ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানি তেলের চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ চাহিদার প্রায় সম্পূর্ণ পরিমাণই আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে ০.২৫% মানমাত্রার সালফারযুক্ত ডিজেল আমদানি করা হচ্ছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস হতে পর্যায়ক্রমে আরো উন্নতমানের ০.০৫% সালফারযুক্ত ডিজেল আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিপিসি জ্বালানি আমদানির সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

ক্র/ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্পের ফলাফল
১।	ক) ইন্দো-বাংলা ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন (আইবিএফপিএল)। খ) জুলাই'১৫ হতে জুন'১৮	৪৫০.০০	পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারত থেকে বাংলাদেশে জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন হবে। ফলে পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা পরিহার করে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
২।	ক) জেট-এ-১ পাইপলাইন ফ্রম কাঞ্চন ব্রীজ, পিতলগঞ্জ টু কেডিএ ডিপো, ঢাকা ইনক্লুডিং স্টোরেজ ট্যাংক। খ) জুলাই'১৬ হতে জুন'১৬	২০০.০০	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবস্থিত ডিপোতে পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। ফলে এয়ারপোর্টে আগত উড়োজাহাজসমূহে জেট-এ-১ সরাবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত ও সহজ হবে।
৩।	ক) কনস্ট্রাকশন অব অয়েল পাইপলাইন ফ্রম চট্টগ্রাম-ঢাকা। খ) জুলাই'১৬ হতে জুন'১৮	২০০০.০০	পেট্রোলিয়াম পণ্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা বা ঢাকার নিকটবর্তী যে কোন এলাকা পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে আনয়ন করা। তাতে সময় ও অর্থ দু'টিই সাশ্রয় হবে।
৪।	ক) কনষ্ট্রাকশন অব এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট ইনক্লুডিং ইম্পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ, ষ্টোরেজ ট্যাংকস, পাইপলাইন্স, জেটি এ্যাট কুমিরা, অর এ্যানি সুইটেবল প্লেস ইন চিটাগাং (পিপিপি অর্থায়নে)। খ) জুলাই'১৬ হতে জুন '১৮	২৫০.০০	এলপি গ্যাসের আমদানি নির্ভর বটলিং উৎপাদন, মজুদ ও বিপণন বৃদ্ধি পাবে। ফলে এলপি গ্যাসের চাহিদানুযায়ী সরবরাহ করা সম্ভবপর হবে।
৫।	ক) কনস্ট্রাকশন অব এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট এ্যাট এলেংগা, টাংগাইল(২৪০,০০০ সিলিন্ডার পার ইয়ার)। খ) জুলাই'১৬ হতে জুন'১৮	৩০.০০	টাংগাইলের এলংগায় সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে আমদানি নির্ভর সিলিন্ডারের উপর নির্ভরতা কমবে।
৬।	ক) কনস্ট্রাকশন অব ১০,০০০*৩ মেঃ টন ক্যাপাসিটি পেট্রোলিয়াম অয়েল ষ্টোরেজ ট্যাংক এ্যাট পার্বতীপুর ডিপো, দিনাজপুর। খ) জুলাই'১৬ হতে জুন'১৮	৫০.০০	পাবর্তীপুর, দিনাজপুরে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
৭।	ক) বিপিসি'র নিজস্ব অফিস ভবন, চট্টগ্রাম। খ) জুলাই'১৬ হতে জুন'১৯	৫০.০০	বিপিসি'র নিজস্ব অফিস ভবন সৃষ্টি হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কাজের উদ্দীপনা জাগাবে।
৮।	ক) বিপিসি'র অফিসার্স এন্ড স্টাফ কোয়ার্টার্স, চট্টগ্রাম। খ) জুলাই'১৪ হতে জুন'১৮	১৮.০০	বিপিসি'র কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পরিবার পরিজন নিয়ে সুন্দর পরিবেশে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কাজের উদ্দীপনা জাগাবে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ণ ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে জিএসবি বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এবং করছে। ফলশ্রুতিতে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলাসহ জামালগঞ্জ-কুচমায়, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া ও দিঘীপাড়ায় এবং রংপুর জেলার খালাসপীরে পারমিয়ান যুগের উন্নতমানের কম সালফারযুক্ত গন্ডোয়ানা কয়লা আবিস্কৃত হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণ বালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজসহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিস্কৃত হয়েছে। অধিদপ্তরে বিদেশী প্রশিক্ষণসহ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ স্তরতত্ত্ব ও জীবস্তরতত্ত্ব, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা,বৈশেস্নষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক, অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স এ্যাসেসমেন্ট, ভূ-পদার্থিক, দূর অনুধাবন ও জিআইএস, পবিবেশ ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ গুরুত্বপূর্ণ শাখাভিত্তিক গবেষণাগারসমূহ রয়েছে।

মহাপরিচালক প্রধান নির্বাহী হিসাবে অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁকে সহায়তা করার জন্য অপারেশন ও সমন্বয় এবং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দু'টি শাখাসহ দু'জন উপ-মহাপরিচালক/দু'টি কারিগরি বিভাগ এর অধীনে মোট ১৮টি শাখা রয়েছে।বর্তমানে উপ-মহাপরিচালকের পদ দু'টি পূরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন থাকায় কাজের সুবিধার্থে দু'জন জ্যেষ্ঠ পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন।

অধিদপ্তরের পরিচিতি ও মর্যাদা

জিএসবি একটি ভূ-বৈজ্ঞানিক বিষয়ক গবেষণামূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাজের ধারা ও কর্মকান্ড সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। এখানে ভূ-বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি কর্মকর্তাগণ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারকরে সরাসরি বহিরঙ্গনে জরিপ কাজের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত/নমুনা সংগ্রহ এবং সংগৃহীত নমুনা গবেষণাগারে বিশ্লেষণের ফলাফল ভূ-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করেন।

এ প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যও অনেক পুরাতন। ১৮৫১ সনে তৎকালিন বৃটিশ শাসনামালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় সরাসরি বৃটিশরাজ্যের অধীনে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কোয়েটায় পাকিস্তান ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের সদর দপ্তর এবং ঢাকায় পূর্বাঞ্চলীয় শাখা অফিস স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন পূর্বাঞ্চলের অফিসের ৫০ জন কর্মকর্তা নিয়ে জিএসবি যাত্রা শুরু করে এবং পরবর্তীতে আরও ৩৭ জন কর্মকর্তা পাকিসত্মান থেকে এসে এ অফিসে যোগদান করেন। ১৯৭২ সালের ১০ই নভেম্বর মন্ত্রিপরিষদের একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকায় অবস্থিত আঞ্চলিক এ অফিসটিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত একটি জাতীয় ভূতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ার লক্ষ্যে তেল ও গ্যাস ব্যতিত সর্বপ্রকার খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষা, প্রাপ্ত সম্পদের মূল্যায়ণ, তথ্য সরবরাহ ও সংরক্ষণ করার মূল দায়িত্ব অর্পন করে। ১৯৮০ সালের মে মাসে এ অধিদপ্তরটিকে একটি স্থায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৮০ সালে ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় ৪,২৫১ লক্ষ টাকার "খনিজ সম্পদের ত্বরিত অনুসন্ধান ও বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের আধুনিকিকরণ" শীর্ষক ১০ বৎসর মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় জিএসবিতে নতুন জনবল নিয়োগ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, বগুড়া, চট্টগ্রাম এবং খুলনাতে জিএসবি'র আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জমি ক্রয় করা হয় এবং বগুড়ায় আঞ্চলিক অফিসের অবকাঠামো তৈরী করা হয়। ১৯৯১ সালে প্রকল্প সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হলে প্রকল্পের ২৭৯ জন জনবল ও অন্যান্য মালামাল জিএসবি'র রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়।

দায়িত্ব ও কার্যাবলী:

দেশের খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার, অবকাঠামো ও প্রকৌশলগত উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দূর্যোগ মোকাবেলা এবং পরিবেশ ও পানি সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ অধিদপ্তর ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, ভূ-রাসায়নিক, ভূ-প্রকৌশল ও খনন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া সামাজিক সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিস্তারিত গবেষণা পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জিএসবি যেসব দায়িত্ব নিয়মিত পালন করে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

- বাংলাদেশে ভূতাত্ত্বিক/ভূ-পদার্থিক/প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- স্তরায়ন এবং স্তরবিন্যাস অনুসন্ধান পরিচালনার মাধ্যমে শিলাসমূহের আনুক্রম চিহ্নিতকরণ, পারস্পারিক সম্পর্ক এবং বয়স নির্ধারণ;
- ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক অনুসন্ধান, ভূ-রাসায়নিক গবেষণা এবং পরীক্ষামূলক খনন পরিচালনার মাধ্যমে সম্ভাব্য জ্বালানি খনিজ, বাণিজ্যিক শিলা এবং ভূগর্ভস্থ সুপেয় পানির আধারের এলাকা এবং মজুদ নির্ণয়;
- আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদের মান নির্ণয়, মজুদ নির্ধারণ, অর্থনৈতিক এবং কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই;

- সরকারকে পরিকল্পনা এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদ, পানি সম্পদ এবং পরিবেশ সম্পর্কিত পরামর্শ প্রদান। অবকাঠামো উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, নীতিনির্ধারক এবং পরিকল্পনাবিদগণকে পরামর্শ ও সহযোগীতা প্রদান। এছাড়াও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কনফারেন্স আয়োজন;
- নদী অববাহিকা, ব-দ্বীপ এলাকা এবং সমুদ্রে ভূতাত্ত্বিক এবং ভূ-পদার্থিক গবেষণা পরিচালনা;
- টেকশই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ভূ-বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা;
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভূ-বৈজ্ঞানিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখা; ভূ-বৈজ্ঞানিক জার্নাল এবং প্রবন্ধ/প্রতিবেদনসমূহ আদান-প্রদান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ভূ-বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং গবেষণায় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান;
- দেশের যে কোন এলাকায় বড় আকারের ভূমিধ্বস অথবা চ্যুতির কারণে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রাথমিক জরিপ পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
- বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের ভূতাত্ত্বিক অবস্থান সম্পর্কিত ছাড়পত্র প্রদান;
- পূর্ববর্তী ভূমিকম্পসমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বর্তমানে সংগঠিত ভূমিকম্পসমূহের ক্রমানুসারিক সার্ভে/অনুসন্ধান এবং গবেষণা পরিচালনা করা। এ সকল গবেষণালব্ধ ফলাফল বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি।

লোকবলঃ

অধিদপ্তরের মোট অনুমোদিত জনবল ৬৫১ জন, তন্মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ২০৩ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ৪৪৮ জন। জনবলের বিস্তারিত বিভাজন নিম্নরূপঃ

শ্রেণি (গ্রেড)	মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা	কর্মরত	পুরুষ	মহিলা	শূন্য	মন্তব্য
১ম শ্রেণি (২য় থেকে ৯ম)	১৭৪	১০৩	৮৩	২০	৭১	
২য় শ্রেণি (১০ম)	২৯	০৯	০৭	০২	২০	
৩য় শ্রেণিআউট সোর্সিংসহ (১১ থেকে ১৯)	৩০৮	১৯৩	১৬৫	২৮	১১৫	১ জন আউট সোসিং
৪ র্থ শ্রেণিআউট সোর্সিংসহ (২০)	১৪০	১১৫	৯৬	১৯	২৫	৯ জন আউট সোসিং
মোট	৬৫১	৪২০	৩৫১	৬৯	২৩১	

১৮টি শাখা, ২৫টি উপ-শাখা; ১২টি গবেষণাগার, ১টি ট্রেনিং সেন্টার, ১টি কম্পিউটার ও আইটি সেল, ১টি আর্থকোয়েক গবেষণা সেল এবং ১টি ইনোভেশন টিমেরমাধ্যমে অধিদপ্তরের ভূ-বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত শাখাসমূহের মধ্যে অপারেশন ও সমন্বয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এবং প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা; জিওসাইন্স এ্যাওয়ারনেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (জিএটিসি) এবং সেলসমূহ সরাসরি মহাপরিচালক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এবং অন্যান্য শাখাসমূহ দু'টি কারিগরি বিভাগের মাধ্যমে মহাপরিচালক মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর সারসংক্ষেপসমূহ:

কর্মসূচির নামঃ "হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর, চুনারুঘাট এবং বাহুবল উপজেলাধীন বিভিন্ন এলাকার উত্তোলনযোগ্য সাদামাটি/চীনামাটির মজুদ, বিস্তৃতি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই"।

হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর, চুনারুঘাট এবং বাহুবল উপজেলাধীন বিভিন্ন এলাকার উত্তোলনযোগ্য সাদামাটি/চীনামাটির মজুদ, বিস্তৃতি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১১ বর্গকিঃমিঃ এলাকা জরিপ করা হয়। এতে ১১৬টি অগার কূপ খননের মাধ্যমে সাদামাটির পুরুত্বসহ স্তরতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ১১৬টি অগার কূপের ১১৬টি লিথোলগ তৈরি করা হয়। ৫০টিরও অধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয় তন্মধ্যে ১৫টি নমুনা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাদামাটির ভৌত ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ (SiO_2-৫৪.৫৮%, Al_2O_3-২৬.০৫২%, Fe_2O_3-৩.৮৭২%) থেকে জানা যায় যে, এটি মধ্যম মানের। জরিপকৃত এলাকার ত্রিমাত্রিক ক্রস সেকশন, লোকেশন ম্যাপ এবংফেন্স ডায়াগ্রাম তৈরি করা হয়। জরিপকৃত মাধবপুর এলাকার সাদামাটির পরিমাণ ৮৬৮ মিলিয়ন টন ও বাহুবল এলাকার সাদামাটির পরিমান ২ মিলিয়ন টন। জরিপকৃত এলাকার সাদামাটি এক্সাভেটর বা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সীমিত পরিসরে উত্তোলন করা যেতে পারে। মজুদকৃত এলাকার সাদামাটি উত্তোলনের পর বিভিন্ন শিল্প কারখানায় বিশেষ করে সিরামিকস শিল্পে ব্যবহার করা যেতে পারে। সাদামাটি উত্তোলনের পূর্বে এবং পরে সঠিকপরিকল্পনা,ব্যবস্থাপনা এবং নীতি-নির্ধারণ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন।

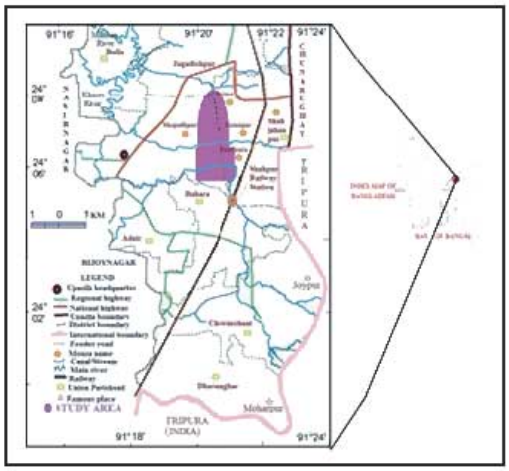

চিত্রঃ জরিপকৃত হবিগঞ্জ জেলার বাহুবলএলাকার অবস্থান মানচিত্র।

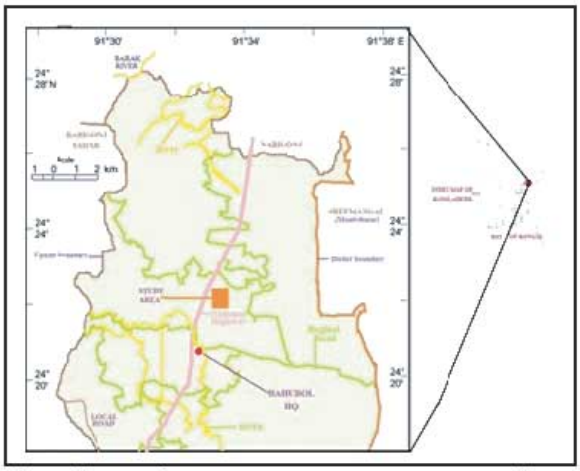

চিত্রঃ জরিপকৃত হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুরএলাকার অবস্থান মানচিত্র।

কর্মসূচির নামঃ সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা এবং হবিগঞ্জ জেলার আজমেরীগঞ্জ এলাকায় প্রাণ্ড পিট এর প্রকৃত মজুদ, ব্যাপ্তি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই।

"সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় প্রাণ্ড পিট-এর প্রকৃত মজুদ, ব্যাপ্তি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই" শীর্ষক বহিরঙ্গন কর্মসূচির আওতায় মোট ৮২টি অগার কূপ খননের মাধ্যমে পিটের পুরুত্বসহ স্তরতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বহিরঙ্গন হতে সংগৃহীত ৫০টি পিটের নমুনা পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। সম্ভাবনাময় উক্ত এলাকার পিটের পূর্ণাঙ্গ জরিপ কাজের জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জিএসবি'র বহিরঙ্গন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

"হবিগঞ্জ জেলার আজমেরীগঞ্জ উপজেলায় প্রাণ্ড পিট-এর প্রকৃত মজুদ, ব্যাপ্তি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই" শীর্ষক বহিরঙ্গন কর্মসূচির আওতায় ভূপৃষ্ঠ হতে গড়ে ৬ মিটার গভীরতায় পিট অনুসন্ধানের লক্ষ্যে উক্ত উপজেলায় মোট ৫৩টি অগার কূপ খনন করা হয় কিন্তু কোথাও পিটের স্তরের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

চিত্রঃ জরিপকৃত সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লাএলাকার অবস্থান মানচিত্র।

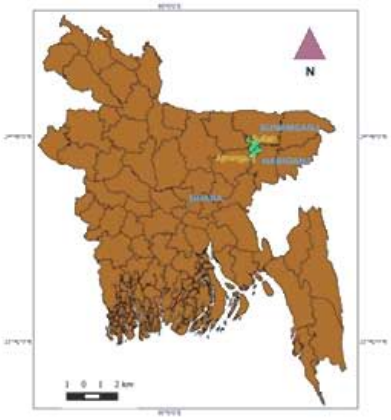

চিত্রঃ জরিপকৃত হাবগঞ্জ জেলার আজমেরাগঞ্জএলাকার অবস্থান মানচিত্র।

কর্মসূচির নামঃ বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত কক্সবাজার সদর, চকোরিয়া ও পেকুয়া উপজেলায় ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং আনুষঙ্গিক উপকূলবর্তী দূর্যোগসমূহ নির্ধারণের লক্ষ্যে উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন।

মানচিত্রায়িত এলাকাটি কক্সবাজার জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী চকোরিয়া ও পেকুয়া উপজেলায় অবস্থিত। এর বিস্তৃতি পূর্বে মাতামুহুরী/মিরিঞ্জা উর্ধ্বভাজ হতে পশ্চিমে কুতুবদিয়া-মহেশখালী চ্যানেল এবং উত্তরে জলদি উর্ধ্বভাজের দরুণ প্রান্তাংশ হতে দক্ষিণে উলাতাং উর্ধ্বভাজের উত্তর প্রান্তাংশ পর্যন্ত। ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিরূপনের নিমিত্তে উক্ত উপজেলাদ্বয়ের বিভিন্ন এলাকায় সর্বোচ্চ ৮৪ মিটার (মি.) গভীরতার ১৩টি স্টেশনে অগভীর নলকূপ এবং সর্বোচ্চ ৭ মি. গভীরতার ২২টি স্টেশনে অগার কূপ খনন করা হয়। বিভিন্ন গভীরতায় মোট ২০০টি পলল নমুনাসহ অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উক্ত এলাকা প্রধানত টারশিয়ারী যুগের পাহাড় শ্রেণি ও হলোসিন যুগের সমভূমি সমন্বয়ে গঠিত। হলোসিন যুগের অবক্ষেপসমূহকে ভূ-প্রাকৃতিক ও শিলাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ৯টি ভূতাত্ত্বিক ভাগে/এককে চিহ্নিত করা হয়। এককগুলো হচ্ছে- ১) পাদদেশীয় অবক্ষেপ, ২) উর্দ্ধ প্লাবন ভূমিজ অবক্ষেপ,৩) জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত প্লাবন ভূমিজ অবক্ষেপ,৪)

নদীজ-জোয়ার ভূমিজ অবক্ষেপ, ৫) প্লাবনখাড়ি অবক্ষেপ, ৬) পরিত্যক্ত নদী প্রবাহ অঞ্চল অবক্ষেপ, ৭) নদী পার্শ্বস্থ চরঅবক্ষেপ, ৮) অশ্ব পুরাকৃতি হ্রদঅবক্ষেপ, ৯) ম্যানগ্রোভ জলাভূমি। এছাড়া ভূ-প্রাকৃতিকভাবে উক্ত এলাকাকে পাহাড়, পাদদেশীয় সমতলভূমি, উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা বিধৌত সমতল ভূমিএবং মোহনা সন্নিকটস্থ সমতল ভূমি এককে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া হারবাং, চকোরিয়া, কক্সবাজার এলাকার উপত্যকাসমূহে ১১-১৪ মি. গভীরতায় প্রায় ৪-৫ মি. পুরুত্বের কাঁচবালির মজুদ আবিষ্কার করা হয়। নদীর বালি ও নদী বিধৌত অঞ্চলের বালি ও সিল্টযুক্ত কাদামাটি নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

কর্মসূচির নামঃ বান্দরবান জেলার রুমমা উপজেলার বগা লেক ও রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলার পুকুরপাড়া লেক এলাকায় "অতীত কালের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য নিরূপন" শীর্ষক কর্মসূচি।

বান্দরবন ও রাঙ্গামাটি জেলার পাহাড়ি এলাকার বগা লেক ও পুকুরপাড় লেক এলাকায় অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। লেক দু'টির উৎপত্তি ও বিবর্তন নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এর উৎপত্তি ও বিবর্তন নিয়ে কোন ভূতাত্ত্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)-এর সহযোগিতায় একটি বহিরঙ্গন কার্যক্রমের ব্যবস্থা করেন। তাঁর এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল লেকের পলল থেকে অতীত কালের জলবায়ু সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য নিরূপন, কিন্তু জিএসবি'রউদ্দেশ্য ছিল এলাকার ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যেমন ভূ-কাঠামো, ভূ-আলোড়ন এবং পললতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে উক্ত লেকসমূহের উৎপত্তি ও বিবর্তনের তথ্য উদ্ঘাটন।

বহিরঙ্গন কার্যক্রম হতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বগা লেক ও পুকুরপাড়া লেক সৃষ্টির শুরুর দিকে ইন্ডিয়া, ইউরেশিয়া ও বার্মিজ মহাদেশীয় প্লেটের সংঘর্ষ ও হিমালয়ে এবং ইন্ডিয়া-বার্মা পাহাড়ের উঁচুকালীন সময়ে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম চাপ বেগের কারনে উক্ত এলাকায় চুত্যির সৃষ্টি হয়। চুত্যির কারনে উক্ত এলাকাসমূহে উত্তর-দক্ষিণ লম্বাকার উপত্যকার সৃষ্টি হয়। উক্ত উপত্যকার উপরিভাগ কর্দম এবং পলি দ্বারা গঠিত। সহজাত কারনেই কর্দম এবং পলি অভেদ্য। উপত্যকাসমূহের উত্তর দিক যা পশ্চিম ও উত্তর পাশের পাহাড়ের ভূমিধ্বস দ্বারা ক্রমান্বয়ে বদ্ধ তাও অভেদ্য পলল। লেক তৈরীর জন্য উপযোগী পরিবেশ একটি পূর্ব শর্ত। উক্ত লেকদ্বয়ের ক্ষেত্রে তলদেশসহ সকল পাশের পলল অভেদ্য। প্রথমত এ অবস্থা লেক তৈরীর উপযোগী। দ্বিতীয়ত পানির প্রয়োজন। বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকা চির সবুজ প্রাকৃতিক বন হিসাবে পরিচিত। প্রতি বছর এ এলাকায় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়। এ অবস্থাও লেক তৈরীর উপযোগী।

কর্মসূচির নামঃ সেন্টমার্টিন দ্বীপ এলাকার পানির নীচের দূষণ।

বহিরঙ্গন কর্মসূচিটি বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও আশপাশের এলাকায় পরিচালনা করা হয়। উক্ত কর্মসূচিটি এপ্রিল, ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম আয়োজন করেন এবং তিনি বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) থেকে একজন ভূতত্ত্ববিদকে নিয়োজিত করার জন্য অনুরোধ করেন। উক্ত কাজের অংশ হিসাবে সেন্টমার্টিন দ্বীপ এলাকার পলল ও পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং পানির নীচের দূষণের কারণ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা হয়। পললের নমুনা উপকূল তটরেখার কাছাকাছি এলাকার সমুদ্রতলদেশ থেকে এবং পানির নমুনা উপকূল তটরেখার কাছাকাছি এলাকার বিভিন্ন গভীরতা থেকে সংগ্রহ করা হয়। পলল নমুনার রাসায়নিক, মনিকতত্ত্বীয় এবং অনুজীবাশ্ব বিষয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। এছাড়া বহিরঙ্গনে অবস্থানকালে সেন্টমার্টিন দ্বীপ এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় এবং পানির নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পানির নমুনা পরীক্ষা করে দ্রবিভূত অক্সিজেন, পিএইচ, লবণাক্ততা, ইলেকট্রিক্যাল কনডাকটিভিটি এবং টোটাল দ্রবিভূত কণা পরিমাপ করা হয়।

কর্মসূচির নামঃ পদ্মা সেতুর পূর্ব পার্শ্ব সংলগ্ন মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর, শিবালয় ও দৌলতপুর উপজেলাসমূহের ভূতাত্ত্বিক ও প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন।

মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়নের বহিরঙ্গন কাজটি ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসের ০৬-২৪ তারিখ পর্যমত্ম পরিচালনা করা হয়। নদী ভাঙন প্রবণ এলাকা এবং পদ্মা সেতু-২ এর সম্ভাব্য এলাকা হিসাবে মানচিত্রায়ন কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়। মানচিত্রায়িত এলাকাটি ১৩টি ইউনিয়ন, ১৯৬টি মৌজা ও ২৫০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। এলাকার ভূতাত্ত্বিক এককসমূহ টপোসিট, দূর অনুধাবন পদ্ধতি এবং সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয় এবং সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। ভূগর্ভস্থ স্তরতাত্ত্বিক গঠনসমূহ অগার ও পিট খনন এবং দেশীয় পদ্ধতিতে কূপ খননের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এলাকাটিতে মোট ২৮টি অগার কূপ এবং দেশীয় পদ্ধতিতে মোট ৫টি নলকূপ খনন করা হয়। এছাড়াও ৪৪০ ফুট গভীরতা সম্পন্ন একটি ভূতাত্ত্বিক লম্বচ্ছেদ প্রস্তুত করা হয়।

পদ্মা ও ইছামতি এলাকাটির ভূ-উপরিস্থ পানির প্রধান উৎস। এছাড়াও খাল-বিল, পুকুর, জলাভূমি ও বছর ব্যাপী চলমান এবং পরিত্যক্ত জলধারা এলাকাটির ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভূগর্ভস্থ অগভীর (৩০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত) জলাধারের পানি দূর্গন্ধযুক্ত, লৌহ ও আর্সেনিকযুক্ত। গভীর জলাধারের (৩০০ফুটের অধিক গভীরতা সম্পন্ন) পানি তুলনামূলক সুপেয়।

এলাকাটির ভূ-উপরিস্থ পললসমূহ হলোসিন যুগের এবং ভূগর্ভস্থ থেকে সংগৃহীত পলল নমুনাসমূহ হলোসিন ও প্লাইস্টোসিন যুগের। পদ্মা ও ইছামতি নদীর পলল দ্বারা এলাকাটি গঠিত। রামকৃষ্ণপুর এলাকায় ৪৪০ ফুট গভীরতা সম্পন্ন ভূতাত্ত্বিক লম্বচ্ছেদ হতে দেখা যায় যে, অলিভ গ্রে হতে পেইল অলিভ রঙের বালি যা কমপক্ষে ৪৪০ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত, যা ডুপিটিলা সংঘের বলে ধারণা করা হয়। ডুপিটিলা সংঘের উপরের

অলিভ গ্রে রঙের ক্লেই-সিল্ট পাওয়া যায় যা ২৯০ থেকে ৩১০ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত। এ স্তরটি প্লাইস্টোসিন যুগের বলে ধারণা করা হয়। স্তরটির উপরে নদীবাহিত পলল অবক্ষেপের একটি বালিস্তর পাওয়া যায়। হরিরামপুরের বিভিন্ন এলাকায় এরকম অবক্ষেপিত বালিস্তর প্রায় ২০ ফুট গভীরতা থেকে পাওয়া যায়। মানচিত্রায়িত এলাকাটির উত্তরাংশে ১০ ফুট হতে ২৫ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রে রঙের আঠালো ধরণের কাদা স্তর পাওয়া যায়। হরিরামপুর এলাকার উত্তরাংশ অলিভ হতে গ্রে রঙের মিহি দানার বালি দ্বারা আচ্ছাদিত, যা প্লাবন ভূমি নির্দেশ করে । এ এলাকার উত্তরাংশের পললসমূহ ইছামতি নদীর দ্বারা এবং দক্ষিণাংশের (মিয়াভার ব্রুল, নদীর চর) পদ্মা অববাহিত পলল দ্বারা গঠিত হয়েছে।

ভূগর্ভস্থ শিলাস্তর, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ভূ-উপরিস্থ অবস্থা ও সক্রিয় নদ-নদীসমূহের প্রবাহ বিবেচনায় এলাকাটিকে মোট ছয়টি (০৬) মানচিত্রায়ন এককে ভাগ করা হয়েছে, যথা- ১) নদী সর্পিলসজ্জন অবক্ষেপ (মিয়াভার ব্রুল ডিপোজিট), ২) নদীপার্শ্ব প্রাকৃতিক বাঁধ অবক্ষেপ (ন্যাচারাল লিভি ডিপোজিট), ৩) প্লাবন অববাহিকা অবক্ষেপ (ফ্লাড বেসিন ডিপোজিট), ৪) নদী চর অবক্ষেপ (চ্যানেল বার ডিপোজিট), ৫) নদী প্লাবনভূমি অবক্ষেপ (ফ্লাড পেন্সইন ডিপোজিট) এবং ৬) নদী-নালার সক্রিয় অবক্ষেপ (অ্যাক্টিভ চ্যানেল ডিপোজিট)।

এলাকাটি অত্যন্ত নদীভাঙন প্রবণ। এর মধ্যে রামকৃষ্ণপুর, গোপীনাথপুর ও বয়রা ইউনিয়নে প্রকট নদীভাঙ্গন লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক তথ্যাদি, বিভিন্ন সময়ের স্যাটেলাইট ইমেজ ও সাথে ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের লক্ষণাদি বিশ্লেষণ করে নদীর গতি-প্রবাহের পরিবর্তন ও ভূমি স্থানান্তরের ধারনাসমূহ পাওয়া যায়।

আধুনিক নগরায়ন কিংবা পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ স্থাপনা নির্মাণের জন্য এলাকাটিতে বিশদভাবে ভূ-প্রকৌশলগত জরিপকাজ চালানো প্রয়োজন।

কর্মসূচির নামঃ পদ্মা সেতুর পূর্ব পার্শ্ব সংলগ্ন মুন্সিগঞ্জ জেলার টঙ্গিবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ সদর ও গজারিয়া উপজেলাসমূহের ভূতাত্ত্বিক ও প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন।

মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার আকাশ আলোকচিত্র, ঐতিহাসিক তথ্য, মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান, ভূগর্ভস্থ নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে এলাকার ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। অনুসন্ধানকৃত এলাকায় ৮টি অনুসন্ধান কূপ ও ১৬টি অগার কূপ খনন করে ভূগর্ভস্থ বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী জানা যায়, অনুসন্ধানকৃত পুরো এলাকাটি নিকট অতীত কালের পলি জমে গঠিত হয়েছে। পলি প্রবাহ মূলতঃ পদ্মা ও মেঘনা নদী ও এর শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে হয়েছে। পূর্বে যমুনা নদী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হয়ে মেঘনা নদীতে পড়ত। বিভিন্ন বছরের আকাশ আলোকচিত্র ও ঐতিহাসিক তথ্য হতে নদী ও শাখাসমূহের প্রবাহ পরিবর্তনের পরিষ্কার তথ্য পাওয়া গেছে, ভূগর্ভস্থ নমুনা হতেও এ ধারণা পাওয়া যায়। যমুনা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে মেঘনা নদী তার গতিশীলতা ও প্রস্থতা হারিয়ে ফেলে এবং বিস্তৃত প্লাবন ভূমি তৈরী করে, আগে যা নদী ও পানিপ্রবাহের আওতায় ছিল। এই প্লাবন ভূমি বর্তমানে কৃষি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং জনবসতি গড়ে উঠেছে। যদি কোন কারণে যমুনা নদী তার গতিপথ পরিবর্তনপূর্বক পূর্বের পথ অনুসরণ করে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হয়ে মেঘনা নদীতে পড়ে, তবে মেঘনা নদী আবারো আগের সময়ের মত অধিক গতিশীল হয়ে উঠবে। যমুনা ও মেঘনা নদীর যৌথ প্রবাহের জন্য অতিরিক্ত জায়গার দরকার হবে। সাম্প্রতিক প্লাবনভূমি এলাকা যা যমুনা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে তৈরী হয়েছে তা আবার নদী ও পানিপ্রবাহের আওতায় চলে যাবে। এ বিষয়টি ভবিষ্যত নগরায়নের জন্য বিবেচনা করতে হবে। এলাকার তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, গড় তাপমাত্রা কমলে গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পায়, আবার গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে গড় বৃষ্টিপাত কমে যায়। পদ্মা, মেঘনা এবং ধলেশ্বরী নদী ও এর শাখা-প্রশাখাসমূহ এলাকায় ভূত্বকের উপরিভাগের পানির প্রধান উৎস। অনুসন্ধানকৃত সমগ্র এলাকার ভূগর্ভে একটি বালুর স্তর রয়েছে যা ভূগর্ভস্থ পানির আধার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পানির আধারটি অনুসন্ধানকৃত এলাকার উত্তর-পশ্চিমাংশে কনফাইন্ড এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে আন-কনফাইন্ড। অনুসন্ধানকৃত এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি স্তরের গভীরতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পদ্মা ব্রীজ নির্মাণের ফলে অনুসন্ধানকৃত এলাকায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হবে বলে ধারণা করা হয়। অতি দ্রুত নগরায়ন ও ভারী নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। সে কারনে, এই এলাকায় অতি দ্রুত বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক ও প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান কাজের সুপারিশ করা হচ্ছে। কেননা, সুচিন্তিত নগর পরিকল্পনার পূর্বশর্তই হচ্ছে বিস্তারিত প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান।

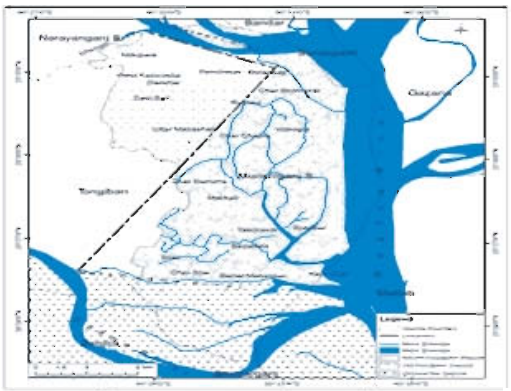

চিত্রঃ এলাকার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র।

কর্মসূচির নামঃ GEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY OF PURBACHAL GREEN CITY AND ADJOINING AREAS OF NARAYANGONJ AND GAZIPUR DISTRICTS, BANGLADESH কার্যক্রম ।

এলাকাটি বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর মধ্যবর্তী নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানা এবং গাজীপুর জেলার টঙ্গী ও পূবাইল থানায় অবস্থিত যা মধুপুর ট্রাক্ট-এর দক্ষিণ-পূর্ব অংশ । মানচিত্রায়িত অংশটি ৯০°২০" পূঃ থেকে ৯০°৩০" পূঃ দ্রাঘিমাংশ এবং ২৩°৪০" উঃ থেকে ২৩°৫৫" উঃ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত । ভূ-প্রাকৃতিকভাবে নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলা বাংলাদেশের মধ্যভাগে মিশ্র ভূমিরূপ নিয়ে গঠিত । এ জায়গার ভূমির উচ্চতা পিডব্লিউডি-এর রেফারেন্স লেভেল অনুযায়ী উর্ধ্বে ৭ মিঃ থেকে নিম্নে ২ মিঃ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয় । এলাকাটির মধ্যভাগ, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিন-পশ্চিম অংশ অন্যান্য অংশ থেকে উঁচু এবং সাধারন ঢাল দক্ষিন ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে । অঞ্চলটি মূলত মধুপুর ক্লে ও অ্যালুভিয়াল পললভূমি দ্বারা আবৃত । এলাকাটির সংক্ষিপ্ত সাধারণ ভূতত্ত্ব হচ্ছে মধুপুর ক্লে ফরমেশন যা রিসেন্ট অ্যালুভিয়াল ফ্লাড প্লেইন ডিপোজিটের নীচে এবং ডুপিটিলা ফরমেশনের উপরে অবস্থিত ।

প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন মূলতঃ উক্ত এলাকার ভূতত্ত্ব, ভূ-প্রকৌশলিক গুণাগুণ, ভূমি ব্যবহার, ভূতাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক আপদের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে যেখানে এলাকাটিকে সাতটি ইউনিট এ ভাগ করা হয়েছে । ভূ-প্রকৌশলিক গুণাগুণে প্লাইস্টোসিন যুগের মধুপুর ক্লে ফরমেশন (ইউনিট-I) প্রধানত ওভার কনসোলিডেট (over consolided)সিল্টি ক্লে দ্বারা গঠিত । এ ইউনিটটি মধ্যম থেকে উচ্চ প্লাস্টিক গুণসম্পন্ন । এর স্পেসিফিক গ্র্যাভেটি ২.৫৩ । স্ট্যান্ডার্ড পেনিট্রেশন টেস্ট (SPT)ফলাফল ৬ থেকে ২২ পর্যন্ত উঠা-নামা করে । ডাইরেক্ট শিয়ার টেস্ট (Direct Shear Test) ফলাফলে কোহেশন (Cohesion) ০.৬০৩ পিএসআই এবং এ্যাঙ্গেল অব ইন্টারনাল ফ্রিকশন (Angle of Internal Friction) ১৯.৪৭° পাওয়া যায় । উঁচু এবং ওভার কনসোলিডেট (over consolided)মধুপুর ক্লে ফরমেশন যা ডুপিটিলা ফরমেশনের উপরে অবস্থিত যুগলভাবে ভারী গাঠনির জন্য একটি শক্তিশালী ইউনিট গঠন করেছে যা কিনা কম বিপদাপন্ন এবং সাশ্রয়ী । ভূপ্রকৌশলিক গুণাগুণ বিচারে ইউনিট-II (Gully)এবং III (Natural Levee) মধুপুর ক্লে ফরমেশন (ইউনিট-ও) এর কাছাকাছি এবং ভাল গাঠনিক গুণসম্পন্ন । তাছাড়া ইউনিট-IV(Flood Plain)এবং V(Bar) পুওরলি কনসোলিডেট (poorly consolided)এবং ভূমির উচ্চতা পিডব্লিউডি-এর রেফারেন্স লেভেলের নীচে অবস্থান করায় এটি হালকা গাঠনির জন্য উপযুক্ত । ইউনিট-VI(Depression)এবং VII(Fill Area)এ অরগানিক বস্তু থাকায় এ ইউনিটটি হাইলি কমপ্রেসিবল (highly compressible) এবং কোন প্রকার গাঠনির (Foundation) জন্য উপযুক্ত নয় ।

এলাকাটিতে বন্যা, জলাবদ্ধতা, ভূমিকম্প, লিকুইফ্যাকশন (liquefaction) ইত্যাদি দূর্যোগ দেখা দিতে পারে । সাইসমিক জোনেশন ম্যাপ (Seismic Zonation Map)অনুযায়ী এলাকাটির অবস্থান জোন-২ এ এবং এর কো-এফিসিয়েন্ট ০.১৫ । নিম্ন ভূ-প্রকৌশলিক গুণাগুণসম্পন্ন মাটি দিয়ে ব্যাপক হারে প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ রুদ্ধ করে নিম্নভূমি ভরাট করার দরুন এলাকাটিতে ভবিষ্যতে জলাবদ্ধতা এবং ভূমি অবনমন দূর্যোগ দেখা দিতে পারে ।

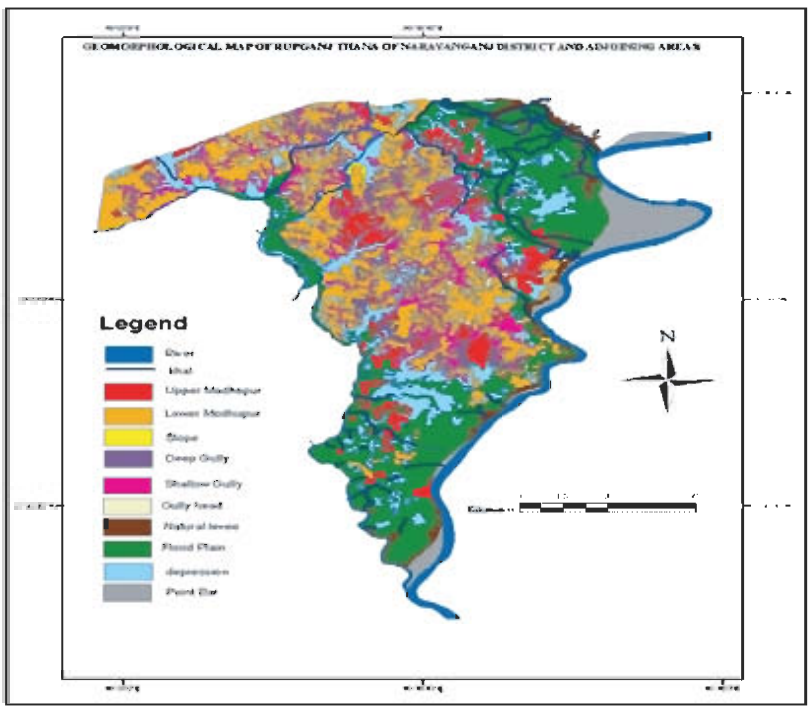

চিত্র-১: নারায়নগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলার পূর্বাচল গ্রীন সিটি এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র ।

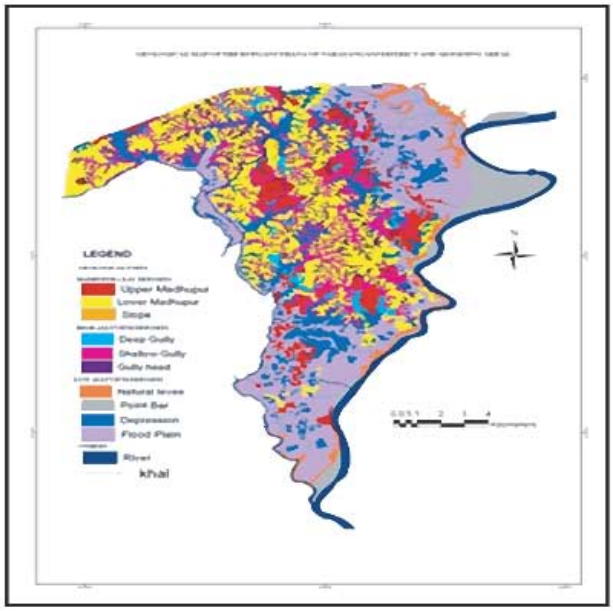

চিত্র-২: নারায়নগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলার পূর্বাচল গ্রীন সিটি এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র।

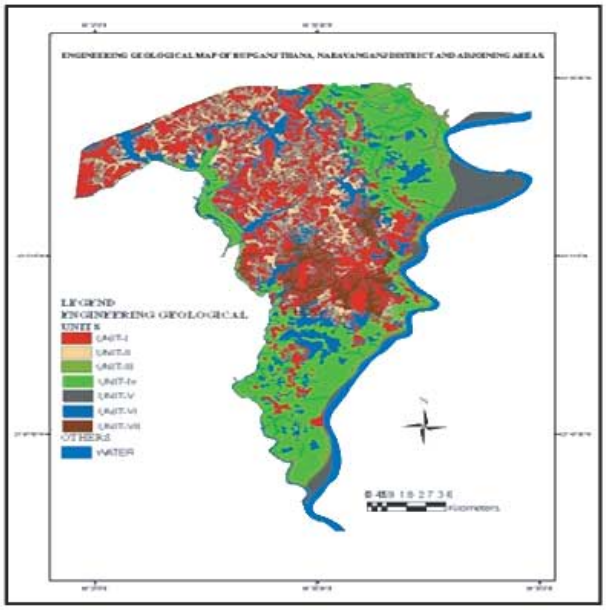

চিত্র-৩: নারায়নগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলার পূর্বাচল গ্রীন সিটি এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার ভূ-প্রকৌশল মানচিত্র।

কর্মসূচির নামঃ নারায়নগঞ্জ জেলার অধীন DND বাঁধের শীতলক্ষ্যা অংশের নির্দিষ্ট অংশের দূর্বল এলাকাসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য Ground Penetrating Radar (GPR) জরিপ।

ঢাকা-নরায়নগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) বাঁধ তৈরীর কাজ ১৯৫৩ সালে শুরু হয়ে ১৯৬৮ সালে শেষ হয়। পরবর্তীতে এই বাঁধকে যান চলাচলের সুবিধার্থে রাস্তায় রূপান্তর করা হয়। প্রাথমিক ভাবে কৃষি জমিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এ বাঁধ তৈরী হলেও পরবর্তীতে ঢাকার কাছাকাছি অবস্থানের কারণে বাঁধের ভেতর নগরায়ন শুরু হয়। বর্তমানে প্রায় ৮ লক্ষ লোক এই বাধেঁর ভেতর বসবাস করছেন। ১৯৮৮ সালের বন্যায় এই বাঁধ টপকে এবং বিভিন্ন স্থানে বাঁধ ভেঙ্গে পানি ভেতরেও প্রবেশ করে প্লাবিত হয়। পরবর্তীতে বাধেঁর ভেতরের বসবাসরত জনগণকে বন্যা থেকে রক্ষার জন্য সরকার ১৯৯৩ সালে এই বাঁধকে বর্তমান অবস্থায় উঁচু করে। বর্তমানে পানি নিষ্কাষণ অবস্থার অবনতি হওয়াতে বাঁধের ভেতর প্রকট জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। যে কোন সময় বাঁধ ভেঙ্গে পানি প্রবেশ করে এলাকার জলাবদ্ধতা সমস্যা আরো প্রকট হতে পারে বিধায় জিএসবি এই বাঁধের দূর্বল স্থান সনাক্তকরণের জন্য জিপিআর জরিপের জন্য নির্বাচন করে। বর্তমানে জরিপটি জিএসবি এবং এনজিআই এর সহযোগিমূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে করা হয়েছে। জিপিআর একটি মাটির নিচের ইমেজিং পদ্ধতি,যা স্বল্প গভীরতায় মাটির নিচের তথ্য এবং সুবিধাজনক অবস্থায় মাটির নিচে ৪০ মিটার পর্যন্ত তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এই পদ্ধতিতে বাঁধে কোন রূপ ভাঙ্গা বা খনন বা মাটির নিচে যন্ত্র প্রবেশের প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের স্বল্প মাত্রার ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক তরঙ্গ ব্যবহার করে এই জরিপ পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে জিপিআর সার্ভেও মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ যেমন মাটির নিচের সার্ভিস লাইন (পাইপ, ক্যবল, ইত্যাদি) সনাক্তকরণ, রাস্তা, বাঁধ, রেললাইন, জরিপ করা এমন কি কনক্রিটের ভেতর লোহার রডের অবস্থান সনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয়। এই জরিপ কাজের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঁধের দুর্বল স্থানসমূহ (গর্ত,সুরঙ্গ,ফাটল, চুড়িইত্যাদি) সনাক্ত করা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে (বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ড,সড়ক ও জনপথ বিভাগ) অবহিত করা যাতে কর্তৃপক্ষ দুর্বল স্থানে ভাঙ্গনের আগে বাঁধ মেরামত করতে সক্ষম হন।

ডিএনডি বাঁধ জরিপ কালে ৬টি স্থান নির্বাচন করে জিপিআর জরিপ করা হয়। স্থান গুলি হচ্ছে সিদ্ধিরগঞ্জ পুলিশ স্টেশন থেকে রেসিপি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট; ডিএনডি পাম্পহাউস থেকে হাউজিং রোড ক্রসিং; এমআইটি এ্যাপারেল লিঃ আইলপাড়া থেকে পাঠানটুলি গোদনাইল সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ; হাজীগঞ্জ ফায়ার স্টেশন সংলগ্ন এলাকা; ফতুল্লা নদীবন্দও এলাকা এবং পাগলা নারায়ণগঞ্জ এলাকা। জরিপের সময় প্রতিটি নির্বাচিত অংশে ১.২মিটার দীর্ঘ এন্টেনা ব্যবহার করে জরিপ করা হয় এবং শেষের ৪টি অংশে ০.৬ মিটার দীর্ঘ ছোট এন্টেনা ব্যবহার করাহয়েছে। বর্তমান গবেষণায় বাঁধের অবস্থা মোটামুটি ভাল পরিরক্ষিত হলেও প্রতিটা সেকশনে কিছু কিছু এলাকায় অসংগতি দেখা গেছে। ঐ স্থানগুলোকে দুর্বল স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জরিপ কালে দুর্বলতার ধরণ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এমতাবসস্থায়, ঐ স্থানগুলোর আরো অধিকতর জরিপ করা প্রয়োজন।

কর্মসূচির নামঃ বাংলাদেশে ভূমিকম্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে Active Fault Identification-এর জন্য ঢাকার অদূরে মধুপুর এলাকায় জরিপ কার্যক্রম।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৬ মিলিয়ন লোকের বসবাস। ইহা পৃথিবীর অন্যতম দ্রুতবর্ধনশীল নগরী। ভূমিকম্প ঝুঁকির সূচক মোতাবেক ঢাকার অবস্থান তেহ্রান নগরীর ঠিক নিচে। ঢাকা শহর মধুপুর চ্যুতির ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত বিধায় শহরে ভূমিকম্পের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। ভূতাত্ত্বিক অবস্থানগত কারণ ছাড়াও দুর্বল অবকাঠামোর জন্য ঢাকা ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে। জিএসবি-সিটিএমপি কর্মসূচির অধীনে মধুপুর ফল্টের বিশেষায়নকরণের গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। মধুপুর ফল্টের অবস্থান মধুপুর ট্রাক্টের পশ্চিম বরাবর যা ঢাকা শহরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। মধুপুর চ্যুতির কাছাকাছি অবস্থানের জন্য রাজধানী ঢাকা শহরের ভূমিকম্প ঝুঁকি নিরূপনে মধুপুর চ্যুতির বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দূর অনুধাবন জরিপে ভূ-পৃষ্ঠে চ্যুতির কোন প্রমাণ না থাকায় এই চ্যুতি কে ব্লাইন্ড চ্যুতি হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়েছে। মধুপুর ট্র্যাক্ট লাল রেসিডিয়াম পলল দ্বারা গঠিত যা কোয়াটারনারি সময়ে ভূগাঠনিক কারণে উঁচু হয়েছে। পরবর্তীতে অবক্ষয় ও জারণ প্রক্রিয়ায় ইহা লাল রং এ রূপান্তরিত হয়েছে। মধুপুর ট্র্যাক্টের ঢাল পূর্ব দিক বরাবর। সোজা উত্তর পশ্চিম-দক্ষিণ পূর্ব বরাবর খাড়া নীচু ঢাল মধুপুর ট্র্যাক্টের পশ্চিমের সীমানা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও এটা নিশ্চিত যে, মধুপুর ট্র্যাক্ট ভূগাঠনিক কারণে উঁচু হয়েছে এবং চ্যুতির কারণে পশ্চিম বরাবর হেলে গেছে । প্রাথমিক অবস্থায় ভূগাঠনিক কারণে মধুপুর ট্রাক্ট উঁচু হয়ে চ্যুতির ফলে যে খাড়া নীচু ঢাল হয়েছিল তা পরবর্তীতে পূর্ব দিক বরাবর ক্ষয়ের দরুণ ভূ-পৃষ্ঠে চ্যুতির কোন প্রমাণ পওয়া যায়নি । মধুপুর ট্র্যাক্টে বিভিন্ন ভাবে ক্ষয়সাধন হয়েছে। এই ট্রাক্টের ঢাল পূর্ব বরাবর এবং চূড়া কিছুটা সমতল। বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় মধুপুর ট্র্যাক্টের পশ্চিম বরাবর ক্ষয়ে যাওয়া নীচু ঢালের অবস্থিতি পূর্ব বরাবর। মধুপুর ফল্টের নিচু ঢাল বরাবর ভূগাঠনিক প্রক্রিয়া চলমান বলে মধুপুর চ্যুতিকে ঢাকার ভূমিকম্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও নবীন প্লাবন ভূমিতে চ্যুতির কোন চিহ্ন সনাক্ত করা যায়নি। ধারনা করা যায় যে, ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল ভূমিকম্প মধুপুর চ্যুতি বরাবর সংগঠিত হয়েছিল। যদিও এখনও এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। মধুপুর চ্যুতি ব্লাইন্ড হলেও এটি একটি অন্তঃপ্লেট চ্যুতি যেখানে অনেক বছরের ব্যবধানে (হাজার বছর) ভূমিকম্প সংগঠিত হয়ে থাকে।

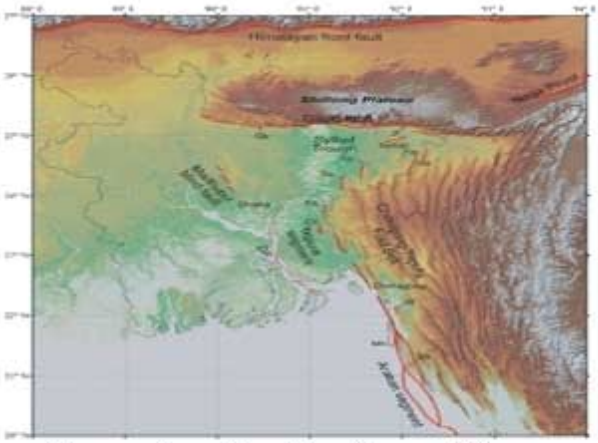

চিত্র-১: মধুপুর এলাকার সক্রিয় চ্যুতির অবস্থান চিত্র।

চিত্র-২: মধুপুর ট্রাক্ট বরাবর টোপোগ্রাফিক প্রফাইল।

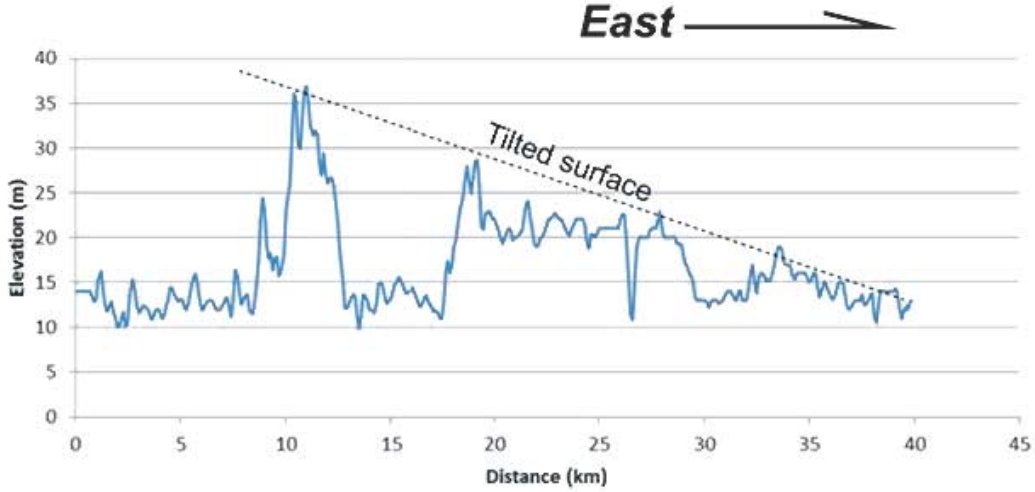

চিত্র-৩: মধুপুর রাইড কল্ট এর গ্রাফ।

কর্মসূচির নামঃ কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলা এলাকায় ± ৫০ মিটার গভীরতার ভূগর্ভস্থ পানি ও পললের রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পানির গুণগতমান ও পরিবেশ মূল্যায়নকরণ।

বাংলাদেশে বিভিন্ন মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের মাত্রা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তোলনকৃত ভূ-গর্ভস্থ পানি বর্তমানে শুধুমাত্র পানযোগ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে না বরং কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। অবৈজ্ঞানিক উপায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে এর গুণাগুণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছে যা জনস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। অনেক এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি বিশেষ করে স্বল্প গভীরতার ভূ-গর্ভস্থ পানির আধার হতে উত্তোলিত পানির গুনাগুন খারাপ হওয়ায় এ সম্পদের ব্যবহার সর্বসাধারণের ব্যবহারের অনুপযোগী হচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত পেয় পানির (drinking water)শতকরা ৯৭ ভাগের উৎস ছিল ভূ-গর্ভস্থ পানি। পরবর্তীতে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে স্বল্প গভীরতায় আর্সেনিক নামক ক্ষতিকর মৌলের অতি মাত্রায় উপস্থিতি শনাক্ত হওয়ায় পেয় পানি হিসেবে দ্রুত এর ব্যবহার কমে শতকরা ৭৮ ভাগে নেমে আসে। সুতরাং বর্তমান বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ভূ-রাসায়নিক দিক হতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানির নিরাপদ ব্যবহার ও টেকসই উন্নয়নের জন্য এর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, মুল্যায়ণ ও ব্যবস্থাপনা অতীব জরুরী। অধিকন্তু, প্রাকৃতিকভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে প্রবাহমান বিভিন্ন মৌলের মাত্রা নির্ণয় করা প্রয়োজন। পানিতে উপস্থিত বিভিন্ন মৌলের মাত্রার উপর পানির গুণাগুণ নির্ভরশীল। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে এ মৌলসমূহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে শিলা, মনিক বা অন্য কোন উৎস হতে আগমন করে। পানিতে অবস্থিত মৌলসমূহের মাত্রা বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৭ সালে প্রণীত মাত্রা অপেক্ষা বেশী হলে জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। উল্লিখিত কারণে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলা এলাকায় একটি ভূ-রাসায়নিক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। আলোচ্য পবেষণাধর্মী কাজের মাধ্যমে পানিবাহিত সস্তর শনাক্তকরণ, পানির গুণগতমান নিরূপন, পললের রাসায়নিক মিশ্রণ সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তি এবং সর্বোপরি ভূ-পর্ভস্থ পানির রাসায়নিক মৌলের মিশ্রণ সম্পর্কীয় উপাত্তের সংগ্রহশালা তৈরীর জন্য একটি প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুসন্ধানকৃত এলাকার ± ৫০ মিটার গভীরতায় একটি মাত্র পানিবাহিত স্তরের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যা বিজিএস-ডিপিএইচই (BGS-DPHE, 2001) কর্তৃক ২০০১ সালে প্রস্তাবিত প্লাইস্টোসিনেরশেষ হতে হলোসিন সময়ের স্তর সমষ্টির অগভীর পানির আধার (১৫০ মিটারের কম গভীরতায়)-এ অবস্থিত। উল্লেখ্য, ভূ-গর্ভস্থ পানি সাধারণভাবে অম্লীয় (Acidic) থেকে নিরপেক্ষ (Neutral) অবস্থায় (pH-এর মাত্রা ৬.৬৯ হতে ৭.১৩ পর্যন্ত) বিদ্যমান এবং ভূ-পর্ভস্থ পানি জারণ ও বিজারণ দুই পরিবেশেই (Oxidizing & Reducing Environment) বিরাজমান (ORP-এর মাত্রা ৯ হতে ১১৫.২ মিলি ভোল্ট পর্যন্ত এবং - ৯৭.৭ হতে - ৬.২ মিলি ভোল্ট পর্যন্ত)। স্বল্প গভীরতার হস্তচালিত নলকূপের পানি লবণাক্ততামুক্ত (লবণাক্ততার মাত্রা ০.২৭% হতে ০.৪১% পর্যন্ত)। ভূ-গর্ভস্থ পানি মোটামুটিভাবে স্বচ্ছ (Turbidity-এর মাত্রা ০.৩৪ হতে ৫.৬২NSU পর্যন্ত)। এছাড়া অনুসন্ধানকৃত এলাকার ভূ-পর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক মৌলের মাত্রা বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর (১৯৯৭) কর্তৃক নির্ধারিত মাত্রার মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। পলল ও পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে পানিবাহিত স্তরের পলল ও পানিতে উপস্থিত বিভিন্ন মৌল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এর মাধ্যমে গবেষণাকৃত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ নিরূপন করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন গভীরতায় অবৈজ্ঞানিক উপায়ে যত্রতত্র গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং ভূ-গর্ভস্থ পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অধিকন্তু, ভবিষ্যত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেশব্যাপী প্রতিনিয়ত ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির লেবেলের উঠানামার মাত্রা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

কর্মসূচির নামঃ ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন অংশে (বিশেষভাবে বোটানিক্যাল ও বলধা গার্ডেন) পোলেনের স্ট্যান্ডার্ড নমুনা স্লাইড প্রস্তুতকরণ (পর্যায়-২)।

প্যালিনোলজিক্যাল গবেষণার মাধ্যমে প্রত্নপরিবেশ (প্যালিও এনভায়রনমেন্ট) পুনরুদ্ধার, গঠনশীল পরিবেশ (ডিপোজিশনাল এনভায়রনমেন্ট)-এর ইতিহাস, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং হাইড্রোকার্বনের উপস্থিতি জানা যায়। বর্তমান সময়ের পোলেনসমূহ পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে হলোসিন সময়ের বৃক্ষ, গুল্ম ও আগাছা প্রজাতির প্রত্নপরিবেশ এবং প্যালিনোলজিক্যাল জোন নির্ণয় করা সম্ভব। ঢাকা মহানগরী ও তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার মৌসুমী ফুলের পোলেন-এর ক্যাটালগ তৈরী করা বর্তমান কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। উক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বছরের বিভিন্ন মৌসুমী ফুলের মধ্যে কর্মসূচীর ২য় পর্যায়ে জুন-জুলাই মাসে প্রস্ফুটিত ফুলের রেণু (পোলেন)সংগ্রহ করা হয়। রেণু সংগ্রহ করে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষিত করা হয় এবং এ্যাসিটোলাইসিস পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পন্ন করে প্রতিটি নমুনা বায়োলজিক্যাল মাইক্রোসকোপে ৪০০ এবং ১০০০ এ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি নমুনার আঞ্চলিক এবং বৈজ্ঞানিক নাম নির্ণয় করা হয়। এই ক্যাটালগটি হলোসিন পোলেনের গবেষকদের গবেষণার কাজে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

চিত্রঃ সংগ্রহকৃত নমুনার আঞ্চলিক মানচিত্র।

কর্মসূচির নামঃ সাভার-গাজীপুর-কালিগঞ্জ উপজেলায় রাজউক উঅচ এলাকার নগর-প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও ত্রি-মাত্রিক প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মডেলিং।

রাজউক প্রণীত উঅচ এলাকাতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে "জিওইনফরমেশন ফর আরবান ডেভলপমেন্ট, বাংলাদেশ (জিইউডি)" শীর্ষক কারিগরী সহায়তামূলক প্রকল্পের বহিরঙ্গন কর্মসূচি পরিচালিত হয়। প্রাথমিকভাবে ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। এতে চিহ্নিত ইউনিটসমূহ হচ্ছে মধুপুর টেরেস (উঁচু), মধুপুর টেরেস (মধ্যম), মধুপুর টেরেস (নীচু), চিকন ভ্যালী/খালি, চওড়া ভ্যালী, উঁচু প্লাবনভূমি, নীচু প্লাবনভূমি, জলাভূমি, পরিত্যাক্ত নদী, গরুর খুরাকৃতি জলাধার, নদীতীরবর্তী পুরাতন প্রাকৃতিক বাঁধ, নদীতীরবর্তী নতুন প্রাকৃতিক বাঁধ, নদীতীরবর্তী চর অঞ্চল, নদীর মধ্যবর্তী চর। ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র পর্যালোচনা করে ও বহিরঙ্গনে ভ্রমণ করে ভূ-অভ্যন্তরস্থ তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে মোট ১৮৪টি ভূ-প্রকৌশল কূপ খনন করা হয়। ভূ-প্রকৌশল কূপসমূহ ১৮ মি. হতে ৩৪.৫ মি. পর্যন্ত গভীর। ভূ-প্রকৌশল কূপসমূহে ন্যূনতম ৩০ মি. গভীরতা পর্যন্ত এসপিটি মান সংগ্রহ করার পরিকল্পনা নিয়ে খনন করা হয়। কিছু কূপ-এ স্বল্প গভীরতাতেই এসপিটি মান অতি উচ্চ পাওয়া যায়। উচ্চ এসপিটি মান ভাল ভিত্তভূমির উপস্থিতি নির্দেশ করে বিধায় কোন কোন স্থানে স্বল্প গভীরতায় ভূ-প্রকৌশল কূপ খনন শেষ করা হয়। ভূ-প্রকৌশল কূপ খননকালে প্রতি ১.৫ মি. গভীরতায় এসপিটি মান ও নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বহিরঙ্গন কর্মসূচী হতে আনুমানিক ২,৫০০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তী পর্যালোচনার জন্য প্রতিটি নমুনার চিত্র সংগ্রহ করা হয় ও পরীক্ষাগারে পরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

বহিরঙ্গন হতে প্রাপ্ত নমুনাসমূহ পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ শেষে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত তথ্য ভান্ডারে সন্নিবেশ করা হবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে, ভূতাত্ত্বিক ও প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হবে। পুরো প্রকল্প এলাকার ত্রিমাত্রিক ভূতাত্ত্বিক মডেল প্রস্তুত করা হবে। প্রস্তুতকৃত মডেল ও তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভূ-অভ্যন্তরস্থ মজবুত ভিত্তির মানচিত্র প্রস্তুত করা হবে যা পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

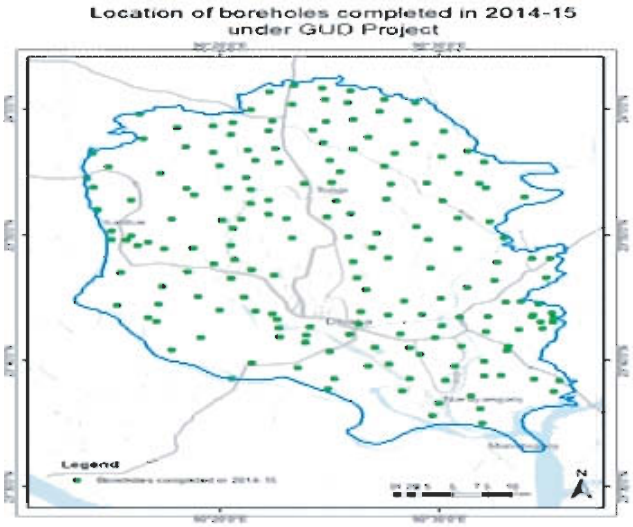

চিত্রঃ ২০১৩-২০১৪ সালে সম্পন্নকৃত বোরহোলের লোকেশন ম্যাপ।

কর্মসূচির নামঃ জিএসবি-সিডিএমপি-২ (GSB-CDMP II) এবং জিএসবি-এনজিআই (GSB-NGI) যৌথ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বহিরঙ্গন কর্মসূচির সারসংক্ষেপ।

পরিবেশ ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ্যাসেসমেন্ট শাখা হতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিএসবি-সিডিএমপি-২ (GSB-CDMP II) এবং জিএসবি-এনজিআই (GSB-NGI) যৌথ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বহিরঙ্গন কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার সম্পন্ন করা হয়। জিএসবি-সিডিএমপি-২ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৮টি জেলা শহরের Seismic Microzoning-এর জন্য মানচিত্রায়ান কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। অত্র সময়ে Active fault চিহ্নিতকরণের জন্য সুনামগঞ্জ জেলার তাহেরপুরে পরিখা খনন করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের কাজ চলছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্পের তীব্রতা নির্ণয়ের জন্য ১০টি Acclerometer স্থাপন করা হয়। জিএসবি-এনজিআইযৌথ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের পাহাড়ি এলাকায় স্থাপিত Landslide early warning system (LEWS)পরিচালনা করা হচ্ছে। ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য এনজিআই-এরসহায়তায় ৪টি সাইসমিক স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, টেকনাফ এবং কক্সবাজার শহরের ভূ-প্রাকৃতিক, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রযুক্তিক মোট ২৪টি মানচিত্রের সমন্বয়ে এটলাস তৈরী করে সিডিএমপিও জিএসবিতে জমা দেয়া হয়েছে। ভূমিকম্পের তীব্রতা নির্ণয়ের জন্য ১০টি Acclerometer (ঢাকায় ৫টি, দিনাজপুরে ১টি , বগুড়ায় ১টি, রংপরে ১টি, নারায়গঞ্জে ১টি ও মানিকগঞ্জে ১টি) স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর (Use of Shear Wave Velocity for Engineering Geological Mapping and Hazard Assessment; Resistivity Survey data acquistion, processing and interpretation; Seismic Microznation mapping using HAZUS software) মাধ্যমে কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সফট্ওয়্যার ও ভূ-পদার্থিক যন্ত্রাদি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় যা প্রাকৃতিক দূর্যোগ বিষয়ে গবেষণায় সহায়ক হবে। "Active fault identification, Modeling, Geophysical investigation and Trenching, Taherpur, Sunamganj" শীর্ষক বহিরঙ্গন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয় এবং সক্রিয় চ্যুতির কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়। এনজিআই-এর সহায়তায় পাহাড়ি এলাকায় স্থাপিত Landslide early warning system (চট্টগ্রামে ২টি, কক্সবাজারে ১টি, টেকনাফে ১টি)-এর মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের দরুন সংঘটিত ভূমিধ্বস সম্পর্কিত আগাম বার্তা প্রশাসনকে দেয়া সম্ভবপর হচ্ছে। ভূমিকম্পের মাত্রা ও স্থান নির্ণয়ের লক্ষ্যে এনজিআই-এর সহযোগীতায় বাংলাদেশের ৪টি জায়গায় (যশোর, জয়পুরহাট, নেত্রকোনা ও খাগড়াছড়ি) সাইসমিক যন্ত্রাদি স্থাপনের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে যশোর, জয়পুরহাট ২টি স্টেশনে সাইসমিক যন্ত্র সফলভাবে স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে।এছাড়া জিএসবি'র সেমিনার কক্ষে ফেব্রুয়ারি ০২, ২০১৫ তারিখে "Strengthening Skills and Technical Capacity of the Geological Survey of Bangladesh for Enhancing Research Capacity and Mainstreaming Geo-Hazard Risk Assessment" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়।

রংপুর সিটি করপোরেশন, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, কক্সবাজার ও টেকনাফ পৌর এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রকৌশল মানচিত্র এবং Seismic Microzoning মানচিত্রায়নের মাধ্যমে এলাকাসমূহের ভূমিকম্প ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। ভূতাত্ত্বিক, ভূ-গাঠনিক, ভূপৃষ্ঠ ও ভূ-অভ্যন্তরের ফরমেশনের ভূ-প্রকৌশলিক গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে এ সকল এলাকার শিয়ার ওয়েভ ভেলোসিটি, গ্রাউন্ড অ্যাম্প্লিফিকেশনের পরিমাণ ও লিকুইফ্যাকশানের সম্ভাবনার বিশ্লেষণ করা হয়েছে যা এসব এলাকায় ভবিষ্যত ভূমিকম্প সহনীয় (Earthquake Regilence city) নগরের অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। Landslide early warning system দ্বারা প্রতিবছর বর্ষাকালে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে মানুষের মৃত্যুর হার কমানো সম্ভবপর হচ্ছে। সাইসমিক যন্ত্রাদি

স্থাপনের মাধ্যমে ভূমিকম্পের মাত্রা ও স্থান নির্ণয়ে জিএসবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সুনামগঞ্জ জেলার তাহেরপুরের পরিখা খননের মাধ্যমে সক্রিয় চ্যুতি Dauki Faultএর Surface rupture নির্ণয়ের জন্য কাজ করা হয়। Active Fault Survey ভূমিকম্পের সম্ভাবনা, মাত্রা, Recurrence Period ও ভূমিকম্পের সম্ভাব্য উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ে সহায়ক হবে।

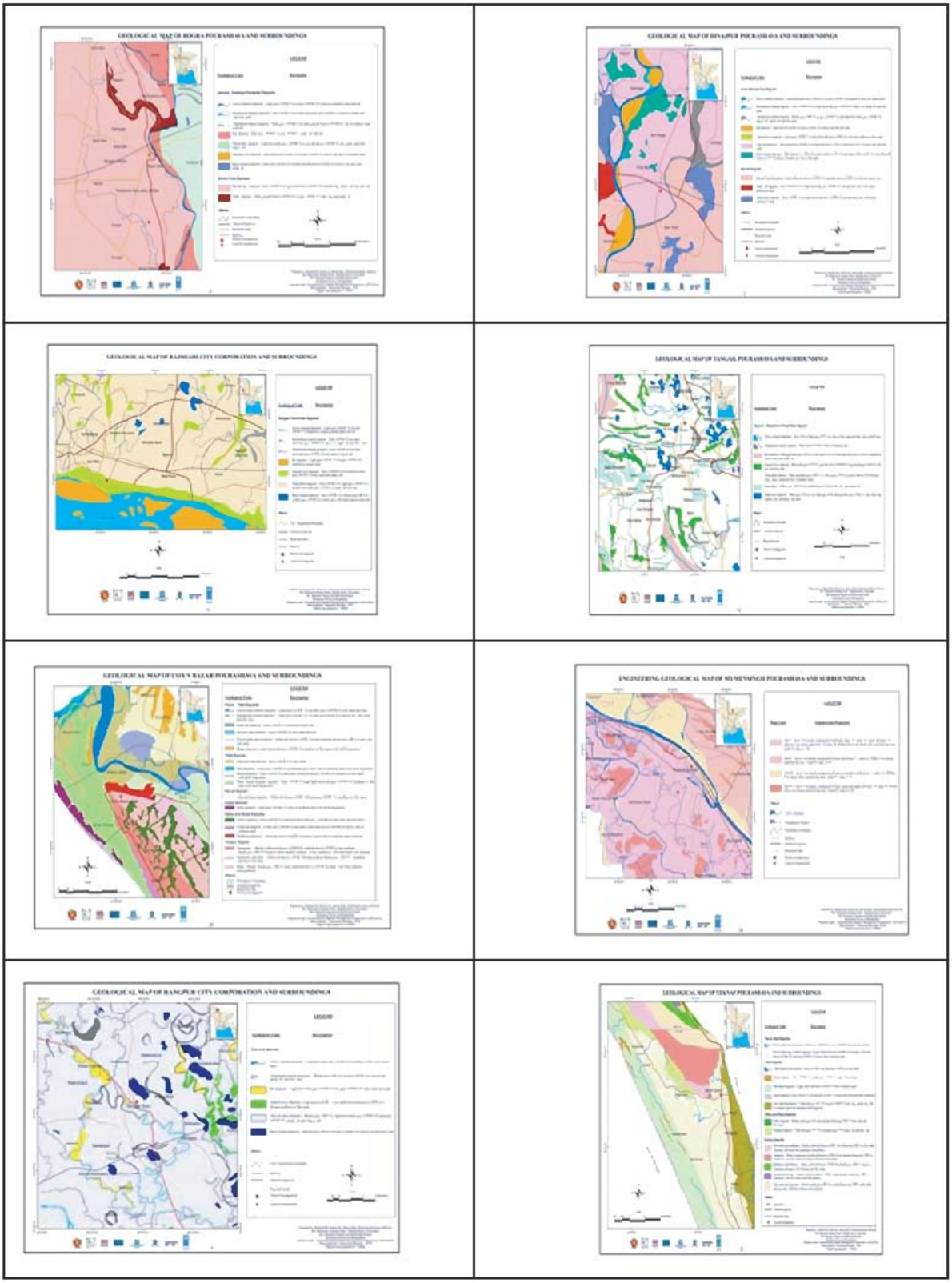

চিত্রঃ আটটি শহরের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র (রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, টেকনাফ ও কক্সবাজার)

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

প্রশিক্ষণ:

দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয় ও মেয়াদে মোট ২০ টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ এবং ০৮টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় ।

ওয়ার্কশপ/সেমিনার:

দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ০৭ টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয় ।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই)

বিপিআই এর পরিচিতি :

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং তৈল, গ্যাস ও খনিজ খাতের একটি উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা মূলত গবেষণা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত । তৈল, গ্যাস ও খনিজ খাতের কমব্রত পেশাজীবী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষামূলক সমন্বিত সমীক্ষা পরিচালন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কাজ অত্র ইন্সটিটিউটের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে । বিপিআই এর কর্মকান্ড ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোড্রের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হয়ে থাকে ।

বিপিআই এর কার্যাবলী নিম্নরূপ :

(১) তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের সকল পেশাজীবী ও কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান, উক্ত খাতের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা করা ।

(২) গবেষণা এবং কন্সালটেন্সির মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনসহ তৈল, গ্যাস ও খনিজ খাতে নিয়োজিত সরকারি সংস্থাকে সহায়তা প্রদান, উক্ত খাতের অনুসন্ধান, সংশ্লিষ্ট সমীক্ষা, পরীক্ষা, উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা করা ।

(৩) বিভিন্ন দেশিয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন এবং ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন ও স্বীকৃতি লাভের জন্য যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা ।

(৪) তৈল, গ্যাস ও খনিজ বিষয়ক একটি জাতীয় তথ্য ব্যাংক স্থাপন । জাতীয় তথ্য ব্যাংকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্ত, প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ করা । ইন্সটিটিউটকে পেট্রোলিয়াম ও খনিজ সম্পদ সেক্টরের রেফারেন্স কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা ।

(৫) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা ।

জনবল কাঠামো :

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর সাংগঠনিক কাঠামোতে রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৫৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে । উন্নয়ন প্রকল্পের ৩৫ জন (৮ জন কর্মকর্তা ও ২৭ জন কর্মচারী) কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অত্র প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তর করা হয়েছে । বিপিআই জনবল কাঠামোতে বর্তমানে ২১টি পদ শূন্য আছে । বিপিআই এর প্রবিধানমালা বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য বিবেচনাধীন আছে । প্রবিধানমালা গেজেট আকারে প্রকাশ হওয়ার পর শূন্য পদসমূহ পূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে ১ । Project Management ২ । Public Procurement Act, 2006 & PPR ৩ । Design, Construction Operation & Maintenance of Gas RMS and Pipeline ৪ । Financial Management(Audit & Budget) ৫ । Corrosion Control and Cathodic Protection ৬ । Manners & Etiquette ৭ । Store keeping & stock control ৮ । Office Management ৯ । Gas Network Analysis ১০ । Material Engineering codes & standards ১২ । Workshop on ACR Writing ১৩ । Basic Management for Managers and Executives ১৪ । Occupational Safety, Health and Environmental Management ১৫ । Taxation & VAT Management ১৬ । Storage, Handling & Maintenance of POL Products & Aircraft Refueling(for the officers of Bangladesh Army) ১৭ । Procurement under chase Foreign Exchange & Foreign Aid ১৮ । Well Logging Techniques and Interpretaion ১৯ । Geology for Non Geologists ২০ । Reduction of POL Handling Loss ২১ । Gas Pipeline Welding and NDT ২২ । অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অবহিতকরণ (জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নব নিয়োগকৃত কর্মচারীদের) ২৩ । Plant operation and Maintenance ২৪ । Workshop on Tax, VAT & Non-Tax Revenue ২৫ । অগ্নিপ্রতিরোধ, অগ্নিনির্বাপণ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক ২৬ । Conduct and Discipline ২৭ ।

Gas Metering and pipeline Control System ২৮। Public Financial Management ২৯। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও ইনোভেশন বিষয়ক ওয়ার্কসপ ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২৯টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও ০৫টি ওয়ার্কসপ পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত কোর্স সমূহের মাধ্যমে জ্বালানি সেক্টরের মোট ৭০৭ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রম :

বিপিআই, পেট্রোবাংলা, বাপেক্স এবং জাপানে MOECO & JGI এর সাথে যৌথ উদ্যোগে "Joint Research for the Petroleum System Analysis in Surma Basin" বিষয়ক ৪টি পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে তৈল ও গ্যাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে বিপিআই পরিচালনার জন্য ২,৬৯,৫৮০০০/-টাকার বাজেট গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী বর্ণিত সময়ে সর্বমোট ১,৫৬,৯৩,৬৫৮/১১ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন নীতিমালা, গড়ট, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিষ্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে "Gas Reserve and Production" শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও মাসিক গ্যাস উৎপাদন এবং খাতওয়ারী মাসিক ব্যবহারের উপাত্তের উপর ভিত্তি করে "Annual Gas Production and Consumption" শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত প্রতিবেদনসমূহ:

১. Monthly Gas Reserve and Production শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত)।
২. Annual Report on Gas Production & Consumption শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫)।

বিবিধ প্রতিবেদনসমূহ:

১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ এর ইংরেজি সংস্করণে অন্তর্ভুক্তির জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তথ্যাদি হাল-নাগাদ পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ।
২. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫ প্রণয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি/পরিসংখ্যানসহ প্রতিবেদন প্রেরণ ।
৩. Energy Economics সম্পর্কিত খসড়া প্রতিবেদন।
৪. Energy Scinario of Bangladesh সম্পর্কিত প্রতিবেদন।
৫. আইসিটি Action Items বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কীত প্রতিবেদন।
৬. হাইড্রোকার্বন ইউনিটের বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।
৭. মন্ত্রণালয় ভিত্তিক রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে কর্মসংস্থানের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ ।
৮. অনিষ্পন্ন পেনশন কেস সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ।
৯. রাজস্ব খাতভূক্ত নন-ক্যাডার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্যপদের মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১০% সংরক্ষিত শূন্য পদের মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ।
১০. মহিলা কোটা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ।
১১. সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের চাকুরীর কোটা, মুক্তিযোদ্ধাদের ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র ও কন্যার অনুকূলে বলবৎ করা সম্পর্কীত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ।
১২. বিদ্যুৎ সাশ্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ ।
১৩. সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।
১৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাসিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।
১৫. জাতীয় সংসদে ২০১৫ সালের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য তথ্যাদি প্রেরণ।
১৬. ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ।
১৭. PSC এর Joint Management committee(JMC)/Joint Review Committee (JRC) সভার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন দাখিল।
১৮. জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর প্রেরণ।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড:

১. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চাহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও মতামত প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ।

২. প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত "Petroleum Resources Management" এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিট শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত "Capacity Building of Human Resources for Hydrocarbon Unit" শীর্ষক পিডিপিপি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩. রাজস্ব খাতের জনবলের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে এবং এ সমস্ত জনবলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে হাইড্রোকার্বন ইউনিট দেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

২০০৩ সালে ১৩ মার্চ মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত এক আইনের মাধ্যমে এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এখাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও কার্যত এর কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয় ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে।

কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবল:

- এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহারের খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, যুক্তিসঙ্গগত ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;
- লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;
- গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;
- সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;
- লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে আরবিট্রেশনে প্রেরণ করা এবং
- এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

এনার্জি দক্ষতা বৃদ্ধি, অপচয় রোধ, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইতোমধ্যে ৮ (আট) টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছে এবং ১৬ টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সার্বিক কর্মকান্ড:

ক। বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণ তথা সার্বিক সেবার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিশন হতে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম খাতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয় । কমিশন হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারিখাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৯৮ টি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স, ৫৫ টি সিএনজি মজুতকরণ/বিপনন লাইসেন্স এবং ৭৬টি পেট্রোলিয়াজাত পদার্থ মজুতকরণ/বিপনন/বিতরণ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

খ। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে কমিশন, কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সাথে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন সকল পক্ষের বক্তব্য শুনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের কমিশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় কমিশন ভোক্তাগণের এবং তাদের প্রতিনিধির মতামত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভোক্তা প্রতিনিধির মতামত ছাড়া কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। ভোক্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কমিশন গণশুনানির বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে। এ প্রক্রিয়ায় গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কমিশনে ১৪টি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গ। কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা/কোম্পানীর পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার, সঞ্চালন কোম্পানির সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ করে। বিগত তিন বছরের প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের আর্থিক সক্ষমতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার তথা জনগণের ভর্তুকি প্রদানের ক্ষমতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং সর্বোপরি এ সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন বিগত বছরগুলোতে মূল্যহার সমন্বয় করে আসছে। কমিশন গত ২৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ সর্বশেষ বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্যহার সমন্বয় করেছে। এছাড়া কমিশন ভোক্তা পর্যায়ে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মূল্য নির্ধারণের কাজ শুরু করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন প্রনয়ণ করছে।

ঘ। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, বিনিয়োগ ব্যয় , অসম গ্রাহক মিশ্রণ, গ্রাহক প্রতি বিদ্যুতের ব্যবহারের পার্থক্য ইত্যাদি কারণে আর্থিক অবস্থা একই পর্যায়ে নয়। শহরের কাছাকাছি এবং শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার সমিতিগুলোর আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক অনেক ভাল। দুরদূরান্তের সমিতিগুলোর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং নাজুক। ২০০৯ সাল হতে কমিশন কর্তৃক বাল্ক ট্যারিফ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ক্রস সাবসিডি অর্থাৎ শহর এলাকায় বিতরণ কোম্পানিগুলোর বাল্ক ট্যারিফ তুলনামূলকভাবে একটু বেশী এবং পল্লী এলাকা ভিত্তিক কোম্পানি/সমিতিগুলোর ট্যারিফ একটু কম ধার্য করে আসছে। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সাবসিডাইজড বাল্ক ট্যারিফের কারণে আর্থিকভাবে লাভজনক সমিতিগুলো তাদের লাভের ৭৫% বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ক্রস সাবসিডি তহবিলে জমা দিচ্ছে। উক্ত তহবিলে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ২২৫১.৫৮ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১০ (দশ) টি সচ্ছল সমিতি এ ফান্ডে ৮৪১.১৭ কোটি টাকা যোগান দিয়েছে এবং ৪৬ (ছেচল্লিশ) টি অসচ্ছল সমিতিতে এ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

ঙ। কমিশন হতে নির্ধারিত সর্বশেষ ট্যারিফ এ সকল শ্রেণির ভোক্তার স্বার্থ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর আর্থিক প্রভাব, গরীব ও নিম্নবিত্তের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি না হওয়া, সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির প্রভাব বিশেষ বিবেচনায় আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গরীব ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য লাইফ-লাইন বিদ্যুৎ ব্যবহার ১-৫০ ইউনিট পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় এবং এ গ্রাহকদের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়। কমিশনের এ পদক্ষেপের ফলে প্রায় ৩৫ লক্ষ গরীব ও নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল অপরিবর্তিত রয়েছে।

চ। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭% পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে কার্যকর করে 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড' গঠন করেছে। উক্ত ফান্ডে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১,০৩৪.৩৫ কোটি টাকা এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত ৩,৩৬৯.০৩ কাটি টাকা। এ ফান্ডের অর্থায়নে বিউবো কর্তৃক বিবিয়ানায় ৪০০ মেগাওয়াট (±১০%) ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে এবং উক্ত ফান্ড থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ২,৫০৮.৪৫ কোটি টাকা। প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে।

ছ। ২০০৯ সালের ৩০ জুলাই জারিকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস উত্তোলন ও উৎপাদনে দেশীয় কোম্পানিসমূহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য অর্থসংস্থান করা এবং জরুরী প্রয়োজনে কুপ খনন করার জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। ২০১১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষিত ট্যারিফ আদেশে বিলের ১১.২২% টাকা উক্ত তহবিলে জমা করার নির্দেশনা দেয়া হয়। জুন, ২০১৫ পর্যন্ত গ্যাস উন্নয়ন তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৪১৩৫.৬৯ কোটি টাকা। এ তহবিল হতে বাপেক্স কর্তৃক দেশীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্যাসের উৎপাদন ও মজুদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে এ তহবিল হতে রিগ সংগ্রহ এবং তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানসহ ২৪টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৭টি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

জ। ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ হতে ঘনমিটারপ্রতি গ্যাসের মূল্যহার গড়ে ২৬.২৯% বা ১.৩৬ টাকা বৃদ্ধি কার্যকর হয়। বর্ধিত মূল্যহার হতে প্রতি ঘনমিটার ১.০১ টাকা সমন্বয়ে ভোক্তা স্বার্থে 'জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করা হয়। এ তহবিলে প্রতিবছর প্রায় ২,৬০০ কোটি টাকার সংস্থান হবে যা জ্বালানি নিরাপত্তা কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে।

ঝ। সকল বিদ্যুৎ লাইসেন্সীর জন্য কমিশন অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে। উক্ত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য বিউবো, পিজিসিবি, বাপবিবো/পবিস, ডিপিডিসি, ডেসকো এবং ওজোপাডিকো-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ঞ। এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিত্র সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিরূপন করা জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি তথা গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব বলে কমিশন মনে করে। এ লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম চালমান রয়েছে। বিউবো'র তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইতোমধ্যে বিইআরসি প্রদত্ত ছকে এনার্জি অডিট সংক্রান্ত তথ্যাবলী প্রেরণ করেছে।

ট। গ্রাহক সেবা উন্নয়নের লক্ষে বিইআরসি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে আউট রীচ প্রোগাম চলমান আছে। এতে তৃণমূল পর্যায়ে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি/অন্যান্য বিতরণ সংস্থা কর্তৃক প্রদেয় সেবার মান সম্পর্কে ভোক্তাদের মন্তব্য এবং বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের বিষয়ে মতবিনিময়সহ বিতরণ সংস্থার কর্মকর্তাগণ সরাসরি অভিযোগ সংক্রামত্ম বিষয়ে জবাব প্রদান করেন। উল্লিখিত কর্মসূচীর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ভোক্তা-সেবাদানকারী সংস্থা ও প্রশাসনের মাঝে একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলা এবং উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সকল পক্ষের মধ্যে একটি অর্থবহ সংলাপের আবহ সৃষ্টি করা।

ঠ। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) বিগত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ৩০,৬১,৮১,৪৫১/- (ত্রিশ কোটি একষট্টি লাখ একাশি হাজার চারশত একান্ন) টাকা আয় করেছে এবং একই সময়ে অর্থ বিভাগের মনিটরিং বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের বিপরীতে মোট ৬,৮৩,৩৫,৬৮৬ (ছয় কোটি তিরাশি লাখ পয়ত্রিশ হাজার ছয়শত ছিয়াশি) টাকা ব্যয় করেছে।

ড। কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Power Cell এর মাধ্যমে Rural Electrification and Renewable Energy Development II (RERED II) প্রকল্পের অংশ বিইআরসিতে বাস্তবায়নাধীণ রয়েছে।

ঢ। ২০১৪-১৫ অথ বছরে কমিশন South Asia forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর সহোযোগিতায় "Infrastructure Regulation & Reforms" শীর্ষক ১৪তম SAFIR কোর কোর্স এর আয়োজক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাফল্যজনকভাবে কোর্সটি আয়োজন করেন। এতে SAFIR এর সদস্য দরূণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের বিভিন্ন রেগুলেটরী সংস্থা/কমিশন এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা/প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে প্রথম সার্ক এনার্জি রেগুলেটরসগণের সভা ডিসেম্বর ২১-২২, ২০১৪ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রেগুলেটরী বিষয়, সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যুতের Cross Border বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য রেগুলেটরী বাঁধা দূরীকরণ এবং দরুণ এশীয়ায় কমন ইলেকট্রিসিটি মার্কেট সৃষ্টি ও দক্ষভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে Plan of Action এ সকল দেশ একমত পোষণ করে।

ণ। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারী ও ভোক্তাদের কাংক্ষিত বিচার পাওয়া সময় সাপেক্ষ ও জটিল বিধায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এ লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে বিবাদ নিস্পত্তির দায়িত্ব বিইআরসি-কে প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে সরকারি গেজেটে বিইআরসি বিরোধ নিস্পত্তি প্রবিধানমালা, ২০১৪ প্রকাশ হয়েছে। ইতোমধ্যে এই প্রবিধানমালার আওতায় বিরোধ নিস্পত্তির কার্যক্রম শুরু করে একাধিক রোয়েদাদ (Award) প্রদান করা হয়েছে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিএমডি সরকারের একটি রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের আলোকে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের (তেল, গ্যাস এবং সাধারণবালু ব্যাতীত) অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারী ইজারা প্রদান করা হয়। বিএমডি উক্ত অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারী ইজারা কার্যক্রমের তদারকি, সার্বিক ব্যবস্থাপনা, রয়্যালটি ধার্য ও আদায় করে থাকে।

প্রধান কার্যাবলীঃ

- অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজসমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ।
- লাইসেন্স/ইজারার আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ।
- আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর করা।
- মঞ্জুরকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ।
- খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত করা।
- বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- দেশের খনিজ সম্পদ, তার ব্যবহার ও রপ্তানি যদি থাকে, এর রেকর্ড সংরক্ষণ।
- খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ প্রদান।
- খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

বিগত ২১-১০-২০১৫ তারিখে দীঘিপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানির অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্সের হস্তান্তরচুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

আর্থিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) অনুসন্ধান লাইসেন্স ও ইজারাগ্রহীতাদের নিকট হতে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা মোতাবেক সরকারি রাজস্ব (রয়্যালটি, ভ্যাট, বার্ষিক ফি ইত্যাদি) আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা করে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে বিএমডি'র রাজস্ব আয় উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরে বিএমডি'র রাজস্ব আয় ৫(পাঁচ) কোটি টাকা। ২০০৬-২০০৭ পরবর্তী অর্থ বছরসমূহে গড়ে রাজস্ব আয় ৩০ কোটি টাকা। বিএমডি বিগত ১০ বছরে রাজস্ব খাতে ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করেছে। সেক্ষেত্রে মোট ব্যয় আয়ের ০.৮৪ শতাংশ মাত্র।

ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা:

ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা মোতাবেক জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ খনিজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, যথাযথ রাজস্ব আদায় ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সিলেট, ময়মনসিংহ এবং দিনাজপুর জেলায় আঞ্চলিক অফিস করার পরিকল্পনা রয়েছে। কয়লা সম্পদে বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ। এযাবৎকালে আবিস্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে প্রাথমিক জরিপ মোতাবেক মজুদের পরিমান ৩৩০০ মিলিয়ন টন যা ৭৮-টিসিএফ গ্যাসের সমতুল্য। তাই আগামী দিনের জ্বালানি চাহিদা ও চ্যালেঞ্জে মোকাবেলায় দেশের কয়লা সম্পদদের যথাযথ উত্তোলন ও ব্যবহারের লক্ষ্যে বিএমডি অনুসন্ধান লাইসেন্স ও খনি ইজারা প্রদানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ২১-১০-২০১৫ তারিখে দীঘিপাড়া কয়লা ক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানির অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্সের হস্তান্তরচুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। কয়লা ক্ষেত্রের উন্নয়নে জ্বালানি চাহিদা মেটানোর সাথে সাথে সরকারের রাজস্ব আয়ও বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

বিস্ফোরণ ও অগ্নি দুর্ঘটনাপ্রবণ বিপজ্জনক পদার্থ (যেমন-বিস্ফোরক, সংকুচিত গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্জ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারের সময় যাতে দুর্ঘটনা ঘটে জন-জীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশ বিনষ্ট না হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনাদির ঈপ্সিত মেয়াদ পূরণ করতে পারে তদুদ্দেশ্যে বিপজ্জনক পদার্থের উক্তরূপ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তর (Department of Explosives) সৃষ্টি ও লালন করা হচ্ছে।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বিস্ফোরক পরিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পরে কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। পাকিস্তান আমলে এই দপ্তরটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ দপ্তরটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। পরবর্তীতে দপ্তরটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। পাকিস্তান এবং ভারতে অনুরূপ দপ্তর দুইটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক প্রশাসিত আইন ও বিধিমালাসমূহ:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বাণিজ্যিক বিস্ফোরক, প্রাকৃতিক গ্যাস, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি উৎপাদন/তৈরি, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন/সঞ্চালন, মজুদ ব্যবহার ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালাসমূহ প্রয়োগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে করে থাকেঃ

১. বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪ (১৯৮৭ পর্যন্ত সংশোধিত)	
২. বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪	
৩. গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)	১. এর আওতায় প্রণীত
৪. গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ (২০০৪ পর্যন্ত সংশোধিত)	
৫. তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪	
৬. সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫	
৭. পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ (১৯৮৬ পর্যন্ত সংশোধিত)	৭. এর আওতায় প্রণীত
৮. পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭ (১৯৮৯ পর্যন্ত সংশোধিত)	
৯. কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩	
১০. প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)	

বিধিবদ্ধ দায়িত্ব:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর উপরের ২ অনুচ্ছেদে উলিস্নখিত আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালাসমূহ প্রয়োগ ও প্রশাসনের নিমিত্তে নিম্নরূপ বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন করেঃ

বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪: প্রধানত বাংলাদেশে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানির কাজে বাণিজ্যিক বিস্ফোরক মজুদের ম্যাগাজিনের সাইট, লে-আউট নকশা অনুমোদন, বিস্ফোরক মজুদ বা অধিকারে রাখা, বিস্ফোরক আমদানি, পরিবহনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তাছাড়াও বিস্ফোরক আইনের অধীনে কোন ধরনের বিস্ফোরক বাংলাদেশে ব্যবহার, আমদানি করা হবে সে বিষয়ে প্রাধিকার প্রদান করা হয়। বিস্ফোরক মজুদের সাইট, লে-আউট নকশা অনুমোদনপূর্বক পরিদর্শন করে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় এবং সময় সময় (Priodic) লাইসেন্সকৃত ম্যাগাজিন পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়াও ম্যাগাজিনে ব্যবহার অনুপযোগী বা বিপজ্জনক বিস্ফোরকের পদ্ধতি নির্ধারণ করে বিনষ্টকরণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১: কোন ধাতব আধারে কোন গ্যাস সংকুচিত বা তরলীকৃত অবস্থায় থাকলে উক্ত গ্যাসপূর্ণ আধার জানমালের জন্য বিপজ্জনক বিধায় সরকার বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪ এর অধীন গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারকে বিস্ফোরক বলে গণ্য করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। পরবর্তীতে গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ জারী করা হয়। গ্যাস মজুদ বা পরিবহনের জন্য অন্যূন ৫০০ মিলিলিটার কিন্তু অনুর্ধ্ব ১০০০ লিটার জলধারন ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ধাতব আধারকে সিলিন্ডার এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালার অধীন প্রধান কার্যাবলির মধ্যে যে কোন ধরনের খালি বা গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার আমদানি, সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে কোন ধরনের বা কোন স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের গ্যাস সিলিন্ডার ও ভাল্ব আমদানি ও ব্যবহার করা হবে সে মর্মে প্রাধিকার প্রদান করা হয়। গ্যাস সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানার অনুমতি প্রদান করা হয়। প্রতিটি বটলিং পল্লান্টে সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন প্রদান করা হয়। গ্যাস সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানা, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার, সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্র, গ্যাস ভর্তির বটলিং প্ল্যান্ট নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিদর্শন করা হয়। স্থায়ী গ্যাস, সংকোচিত গ্যাস, তরলীকৃত গ্যাস, বিষাক্ত গ্যাস সহ বিভিন্ন ধরনের গ্যাস সার্ভিসের সিলিন্ডারের পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের ধরন ও মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়।

গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫: গ্যাসপূর্ণ ধাতব আধারকে বিস্ফোরক হিসেবে ঘোষণা প্রদান এবং বিস্ফোরক অ্যাক্টের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ জারি করে। ১০০০ লিটারের বেশি জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ধাতব আধার যা গ্যাস মজুদ বা পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় তাদেরকে এ বিধিমালায় গ্যাসাধার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। গ্যাসাধার বিধিমালার আওতায় প্রধান কার্যাবলির মধ্যে গ্যাসাধার আমদানির পারমিট, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, রোড ট্যাংকারের মাধ্যমে গ্যাসাধারে গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও গ্যাসাধারের কতদিন অন্তর কি ধরনের পর্যায়বৃত্ত (Priodic) পরীক্ষণ করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়। গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের লাইসেন্সকৃত স্থাপনা এবং গ্যাস পরিবহন যান সময় সময় পরিদর্শন করা হয়।

তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪: এলপি গ্যাস পূর্বে গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু এলপি গ্যাস ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বতন্ত্র বিধিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয় ফলে সরকার বিস্ফোরক অ্যাক্টের অধীন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ জারি করে। এ বিধিমালার আওতায় প্রধান কার্যাবলির মধ্যে আধারে গ্যাস মজুদ ও সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি, এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশনের অনুমোদন, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ, রোড ট্যাংকারের মাধ্যমে গ্যাসাধারে এলপি গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত অনুমোদনের পূর্বে মজুদাগার/স্থাপনা/রিফুয়েলিং স্টেশন ও রোড ট্যাংকার পরিদর্শন করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে লাইসেন্সকৃত মজুদ স্থাপনা ও এলপিজি পরিবহন যানগুলি পরিদর্শন করা হয়। প্রতিটি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টে সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫: যানবাহনে প্রচলিত জ্বালানির পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সিএনজি এর প্রচলন শুরু হওয়ায় সরকার কর্তৃক বিস্ফোরক অ্যাক্টের অধীন সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়। এ বিধিমালায় প্রধানত স্বয়ংক্রিয় যানের ইঞ্জিনকে সিএনজি দ্বারা চালানোর রূপান্তর প্রক্রিয়া, রূপান্তর সরঞ্জামাদির মান, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন রূপান্তর সরঞ্জাম, সিলিন্ডার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানি, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের স্থাপন পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। এ বিধিমালায় সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের লে-আউট নকশা অনুমোদন এবং পরিদর্শনপূর্বক নিরাপত্তা বিধিবিধান পরিপালন সাপেক্ষে রিফুয়েলিং স্টেশনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭: পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট এবং পেট্রোলিয়াম বিধিমালা ১৯৩৭ এ পেট্রোলিয়াম অর্থ তরল হাইড্রোকার্বন বা হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ এবং তরল হাইড্রোকার্বন সম্বলিত দাহ্য মিশ্রণ (তরল, আঠালো বা কঠিন) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বিধিমালার অধীন পেট্রোলিয়াম বা প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ আমদানি, মজুদাগারে মজুদ, পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশনের অনুমোদন, স্থল/জলপথে ট্যাংকারে পেট্রোলিয়াম পরিবহন, পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী/প্ল্যান্টের লাইসেন্স/অনুমোদন, পেট্রোলিয়াম ট্যাংকের বজ্রবহ (earthing) পরীক্ষণ এবং পেট্রোলিয়াম তৈলবাহী ট্যাংকারের/স্ক্র্যাপ vessel-এ ট্যাংকে লোক প্রবেশ এবং অগ্নিময় কাযের (hotwork) উপযোগিতা যাচাই পূর্বক গ্যাসমুক্ত পরীক্ষণ সনদ প্রদান করা হয়।

কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩: ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ (Inflamable solid) যা পানির সংস্পর্শে এ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন করে। উক্ত গ্যাসের প্রজ্বলনীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে কার্বাইডের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের অধীন কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ জারি করা হয়। এ বিধিমালার অধীন কার্বাইড আমদানি, পরিবহনের অনুমোদন এবং এ্যাসিটিলিন গ্যাস জেনারেশন প্ল্যান্ট ও সংযুক্ত মজুদাগারে কার্বাইড মজুদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১: উচ্চ চাপ বিশিষ্ট গ্যাস পাইপ লাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পাইপ লাইনের Route Alignment, পরীক্ষণ, ক্ষয়রোধ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের অধীন প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ সরকার কর্তৃক জারি করা হয়। এ বিধিমালার অধীন উচ্চ চাপ বিশিষ্ট (প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৭ কেজি বা ততোধিক চাপে) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপ লাইনের অনুমোদন এবং অনুমোদন অনুসারে স্থাপনের পর চাপ সহন ক্ষমতা ও নিশ্চিদ্রতা যাচাই (Hydrostatic test) পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হলে গ্যাস সঞ্চালনের অনুমতি প্রদান করা হয়।

দপ্তরের কার্যাবলীঃ

লে-আউট, সাইট ও নির্মাণ নকশা নিরীক্ষণ ও নকশা অনুমোদনঃ

- বিস্ফোরক মজুদ প্রাঙ্গণ বা ম্যাগাজিন;
- সিলিন্ডারে গ্যাস (এলপিজি, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিণ, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া) গ্যাস ভর্তির প্ল্যান্ট;
- গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার (এলপিজি ও এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস);
- সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন;
- এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশন;
- পেট্রোলিয়াম স্থাপনা/ডিপো;
- পেট্রোলিয়াম মজুদাগার;
- পেট্রোলিয়াম পরিবহণের ট্যাংকলরী, বিস্ফোরক পরিবহণের রোড ভ্যান, এলপিজি পরিবহণের রোড ট্যাঙ্কার, সংকুচিত গ্যাস/ক্রায়োজেনিক তরল পরিবহণের রোড ট্যাঙ্কার;
- পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশন;
- অ্যাসিটিলিন গ্যাস জেনারেশন প্ল্যান্টে সংযুক্ত/স্বতন্ত্র ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার;

লাইসেন্স প্রদানঃ

- উপরোল্লিখিত প্রাঙ্গণ/ইউনিট/যান এর লাইসেন্স প্রদান;
- বিস্ফোরক আমদানির লাইসেন্স/পারমিট;
- বিস্ফোরক পরিবহণের লাইসেন্স;
- গ্যাস সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স;
- গ্যাসাধার আমদানির পারমিট;

অনুমোদন প্রদানঃ

- পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী/ব্লেন্ডিং প্ল্যান্টের অনুমোদন;
- পর্যাবৃত্ত পরীক্ষণের জন্য সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন;
- সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানার অনুমোদন;
- উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের গ্যাস সঞ্চালনের অনুমোদন;

অনাপত্তি প্রদানঃ

- সিএনজি কিট ও যন্ত্রপাতি আমদানি;
- পেট্রোলিয়ামভুক্ত প্রজ্বলনীয় তরল আমদানি;
- ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমদানি;
- পটাশিয়াম ক্লোরেট, রেড ফসফরাস, সালফার, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পটাশিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, নাইট্রোসেলুলোজ আমদানি;

পরীক্ষণঃ

১. বিস্ফোরক পরিদপ্তরের নিজস্ব পরীক্ষাগারে বিস্ফোরক, বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষণ।
২. বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, পেট্রোলিয়াম ডিপো ও গ্যাসাধারের বজ্রবহ পরীক্ষণ।
৩. উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা, চাপসহন ক্ষমতা ও নিশ্ছিদ্রতা পরক্ষিণ।
৪. পেট্রোলিয়াম তৈলবাহী ট্যাংকারের ট্যাঙ্কে লোক প্রবেশ ও অগ্নিময় কাযের্র উপযোগিতা যাচাই/পরীক্ষণ।

অনুমতি/সম্মতি প্রদানঃ

- বিস্ফোরক ম্যাগাজিনে ব্যবহারের অনুপযোগী বা বিপজ্জনক বিস্ফোরকের বিনষ্টকরণ প্রক্রিয়া/পদ্ধতি নির্ধারণ ও বিনষ্টকরণের সম্মতি প্রদান।
- বাংলাদেশে খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান, চুনাপাথর ও কয়লা খনিতে বিস্ফোরক ব্যবহারকারী শুটারদের প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সনদপত্র প্রদান করা হয়।

পরিদর্শনঃ

- বিস্ফোরক তৈরির কারখানা, মজুদের ম্যাগাজিন, পরিবহন যান ও ব্যবহারের ক্ষেত্র ইত্যাদি ।
- গ্যাস সিলিন্ডার/গ্যাসাধার নির্মাণ কারখানা, সিলিন্ডার/গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তির স্টেশন, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার, গ্যাসাধার স্থাপনা, সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি।
- গ্যাস ফিল্ড, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট, উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনে কম্পেসার ও রেগুলেটর স্টেশন, চাপ প্রশমন ব্যবস্থা, ভাল্বস্টেশন, গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

- পেট্রোলিয়াম উৎপাদন কেন্দ্র, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, পেট্রোলিয়াম মিশ্রণাগার, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ মজুদ স্থাপনা/মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম ডিপো, পেট্রোলিয়াম পরিবাহী যান/অয়েল ট্যাংকার ইত্যাদি
- ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও উহা হতে উৎপন্ন এ্যাসিটিলিন গ্যাস প্ল্যান্ট ইত্যাদি; এবং
- উপরোল্লিখিত পদার্থ ছাড়া অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থ, যেমন-পটাশিয়াম ক্লোরেট, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি মজুদাগার, ব্যবহার ও উৎপাদন কেন্দ্র, যেমন-ম্যাচ ফ্যাক্টরী, কেমিক্যাল প্ল্যান্ট ইত্যাদি পরিদর্শন।

তদন্তানুষ্ঠান:

- বিস্ফোরক, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, গ্যাস পাইপলাইন বা উহার আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ বা অন্য কোন বিপজ্জনক পদার্থ হতে সৃষ্ট দুর্ঘটনার কারিগরী তদন্ত করা ।

বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন:

- ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য এ্যাক্ট ও ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান ।
- ১৮৭৮ সালের আর্মস এ্যাক্টের অধীন কতিপয় লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান ।

উপদেষ্টার সেবা প্রদান:

- জন-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক পদার্থ (বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, এলপিজি, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি) সংক্রান্ত নিরাপত্তা (safety) আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন/সংশোধনের বিষয়ে সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ।
- বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপত্তা বিধি-বিধান প্রণয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও বিদেশী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, গ্যাস বিতরণ ও বিপনণ কোম্পানি প্রভৃতি সংস্থাকে বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপদ ব্যবহার, হ্যান্ডলিং, মজুদ ও পরিবহনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান।

জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর। এ দপ্তরের সদর দপ্তর প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মহাকরণ, ফেজ-২, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় অবস্থিত। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ বিস্ফোরক পরিদপ্তরের দপ্তর প্রধান। দপ্তরের মোট জনবল ৬৯ জন। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ২০টি, ৩য় শ্রেণির পদ ৩০টি ও চতুর্থ শ্রেণির ১৯টি পদ আছে। উহার পাঁচটি বিভাগীয় অফিস যথাক্রমে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেটে অবস্থিত। বরিশাল অফিসটি সাময়িকভাবে খুলনা অফিসে অস্থায়ীভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দপ্তরের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন ও অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রন বিভাগ হতে ৩৭টি নতুন পদ সৃষ্টির অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। দপ্তরের বিধিবদ্ধ কাজের পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ২৭৫টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ও সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়
২০১৪-২০১৫	৫,২৭,১৫,০০০/-	১,১২,৫৬,০০০/-

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	সম্পাদিত কাজের বিবরণ	অর্থ বৎসর ২০১৪-২০১৫
০১	প্রাপ্ত পত্রাদির সংখ্যা	৪১,৯৬৬
০২	জারিকৃত পত্রাদির সংখ্যা	৪০৭৮৩
০৩	বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষান্তে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মতামত প্রদানের প্রতিবেদনের সংখ্যা	১০৫৯
০৪	ম্যাগাজিনে বিস্ফোরক মজুদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুরের সংখ্যা (২২ ফরমে)	২
০৫	শর্ট ফায়ারার্স এর পারমিট মঞ্জুর	-
০৬	আমদানিকৃত এলপিজি সিলিন্ডারের সংখ্যা	৪,২১,৭৪৪
০৭	আমদানিকৃত এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য সিলিন্ডারের সংখ্যা	২,২৪,৬১৬
০৮	সিএনজি কিটস্ ও যন্ত্রপাতি আমদানির অনাপত্তিপত্রের সংখ্যা	৩৬
০৯	অনুমতিপ্রাপ্ত দেশে তৈরি এলপিজি সিলিন্ডার বাজারজাতকরণের সংখ্যা	৬,২৯,৫৫৯
১০	সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	১
১১	সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঙ' ফরমে)	৭
১২	এলপিজি সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানা	১
১৩	গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ঘ" ফরমে)	২৬
১৪	এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্সের সংখ্যা	৩২২
১৫	বিস্ফোরক আমদানির লাইসেন্সের সংখ্যা	১৬
১৬	বিস্ফোরক পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা	১৭
১৭	ফ্যাক্টরী/ইন্ডাস্ট্রিজ এ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্তে সালফার আমদানির পরিমাণ (অনাপত্তির সংখ্যা ৪৪)	৫৪,৬০২.৩৫২ মেট্রিক টন
১৮	গ্যাসাধার আমদানির সংখ্যা (পারমিট ৪০টি)	৭০
১৯	ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমদানির পরিমাণ (অনাপত্তিপত্রের সংখ্যা ২৩টি)	১৮৮০.৫৮ মেট্রিক টন
২০	নন-স্ট্যান্ডার্ড সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির সংখ্যা (অনুমতিপত্রের সংখ্যা ১০৬টি)	৫৪৭টি
২১	পেট্রোলিয়াম মজুদের মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('কে', 'এল', 'এম' এবং 'জে' ফরমে)	৯৭৩
২২	এম/এল ফরম লাইসেন্সের অধীন প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ (কেমিক্যাল) আমদানির অনাপত্তি প্রদানের সংখ্যা	২,৪৫১
২৩	স্থলপথে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('ও' ফরমে)	১৩৪
২৪	জলপথে বাল্কে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা ('এন' ফরমে)	৪১
২৫	ভাসমান বার্জে পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা (স্পেশাল ফরমে)	-
২৬	লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণ/রিফুয়েলিং স্টেশন/স্থাপনা/জলযান/স্থলযান ইত্যাদি পরিদর্শনের সংখ্যা	১,৩২৬
২৭	পেট্রোলিয়াম ট্যাঙ্কে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কাজের উপযোগিতা যাচায়ের উদ্দেশ্যে পরীক্ষিত ট্যাঙ্কের সংখ্যা	১৪,২৬৪
২৮	গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের অনুমোদনের সংখ্যা	৯০
২৯	অনুমোদিত গ্যাস পাইপ লাইনে গ্যাস সঞ্চালনের অনুমোদনের সংখ্যা	৭৮

আইন/বিধিমালা (Statutory Instrument) হালনাগাদকরণঃ

(ক) ১৯৩৪ সালের পেট্রোলিয়াম আইনকে অধিকতর সংশোধন/সংযোজন করে পেট্রোলিয়াম আইন ২০১৫ জারির প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা।

(খ) পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭কে অধিকতর সংশোধন/সংযোজন ও যুগোপযোগী করে বর্ধিত আকারে জারির অপেক্ষায় আছে। যা পেট্রোলিয়াম আইন ২০১৫ জারির পরে ভেটিং করে জারি করা হবে।

(গ) এলপিজি বিধিমালা সংশোধন করে হালনাগাদ করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। যাতে রেটিকুলেটেড পদ্ধতি ও যানবাহনে এলপিজি রূপান্তর কার্যক্রম, রূপান্তর সরঞ্জামাদির মান, সিলিন্ডার ও টেকনোলজি অন্তর্ভুক্ত করে বিধিমালাটি আন্তর্জাতিক মানের করা হয়েছে।

(ঘ) এমোনিয়াম নাইট্রেট একটি বিস্ফোরক। উক্ত রাসায়নিক পদার্থটি মজুদ, উৎপাদন, ব্যবহার ও পরিবহনের জন্য উপমহাদেশীয় বিধির আলোকে একটি বিধিমালা প্রণয়ন করে জারির জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।

(ঙ) এল.এন.জি আমদানি, মজুদ, পরিবহনের জন্য সরকার ইতোমধ্যে মহেষখালীতে টার্মিনাল ও পাইপ লাইন নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। উক্ত স্থানে নিরাপদ মজুদ, পরিবহন ও ব্যবহারের জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করার কাজ অত্র দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে।

(চ) গ্যাসাধার ও সিলিন্ডার ভাল্ভের ১১টি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনকে বাংলাদেশে প্রয়োগের জন্য অনুমোদন।

(ছ) গ্যাসাধার এর পর্যাবৃত্ত পরীক্ষার জন্য বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি একোয়েস্টিক ইমিশন পদ্ধতি (Acoustic Emission System) কে বাংলাদেশে প্রয়োগের জন্য অনুমোদন।